কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক এবং
হানাফী মাযহাব মোতাবেক

কয়েকটি মাসআলা

An Anthology of Some Masalas

in the light of Hanafi Mazhab based on Quran and Sunnah

- ইমামের সাথে মুকতাদির সুরা ফাতেহা পাঠ না করার বিধানই শুদ্ধ ।
- শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলা সুন্নত।
- জামাতের নামাজে চুপে চুপে আমীন বলা সুন্নত।
- নামাজে কব্জির উপর হাত বেঁধে নাভীর নীচে রাখা সুন্নত।
- নারী পুরুষের নামাজ আদায়ের পদ্ধতি ভিন্ন।
- তারাবীর নামাজ বিশ রাকায়াত সুন্নত।

- The Qirat of Imam Suffices for Muqtadi
- Rafa Yadain (Raising of hands) at the time of Takbeer-e-Tahrima is Sunnat
- To say Ameen with a silent (low) voice in salaat with Jamaat is Sunnat
- Masah on regular socks is not allowed in any Mazhab
- Tying hands right below the naval is sunnat
- Evidence of difference in salat of Men and Women

সম্পাদকঃ অধ্যাপক মাওলানা মুহিব্বুর রহমান
Editor: Prof. Moulana Muhibbur Rahman

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক এবং হানাফী মাযহাব মোতাবেক কয়েকটি মাসআলা

বিশেষ সংকলন

জিলহজ্ব ১৪৩৩ হিজরী অক্টোবর ২০১২ ইংরেজী কার্তিক ১৪১৯ বাংলা

সম্পাদকঃ

অধ্যাপক
মাওলানা মুহিব্বুর রহমান

Editor:
Professor Moulana Muhibbur Rahman

যোগাযোগঃ

সম্পাদনা কার্যালয়ঃ
238 Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-827-0308
Fax: 718-827-0308
Email: muhibbur786@yahoo.com

লেখাক্রম

বাংলা বিভাগ

পৃষ্ঠা

কেন এই সংকলন ১
মুকতাদির সুরা ফাতিহা পাঠ না করার বিধান ..২
নামাজে শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলা সুন্নত ৬
জামাতের নামাজে চুপে চুপে 'আমীন' বলা সুন্নত ৯
নামাযে কব্জির উপর হাত বেধেঁ, নাভির নীচে রাখা সুন্নত ১২
নারী পুরুষের নামাজ আদায়ের পদ্ধতি ভিন্ন ১৬
ফরজ নামাজের পর একত্রে হাত তুলে দোয়া করা ১৮
মোজার উপর মুছেহ করার বিধান ২০
ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদে মহিলাদের জামাতে নামাজ ২২
তারাবীর নামাজ বিশ রাকায়াতই সুন্নত ২৫
হাদীসের আলোকে শবে বরাতের ফজিলত..২৬
করমর্দন(মুছাফাহা) এক হাতে না দু'হাতে ..২৮
ইসলামের দৃষ্টিতে অনারবী ভাষায় জু'মার খুতবা ৩০
নবী (আঃ)গন তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন ৩২
তালাকের বিধান ৩৩

Contents

English Section

Page #

The Qir'aat of Imam Suffices for Muqtadi 34
Tying hands right below the navel........................37
Dua after Fardh Salaat 39
Rafa Yadain (Raising of hands before and after Ruku in salat) .40
To Say Ameen with a silent voice in Salaah with Jamaat 42
Masah on Regular Socks 43
Mas'ala of three Talaaqs 45
Khutbatul Jumuah 48
It is better for a woman to pray in her house than in the masjid...................................49
Handshake with on hand......................................50
Cap or Topee and Turban 52
Salaatut Taraaweeh Twenty Rakat Sunnat 54
Virtues of Shabaan & Laylatul Bara'at 56
Evidence of Difference in Salah of Men & Women 58
To make dua with waseelah or intercession 59

Cover Design, Setup & Print:

SPECTRUM IT SERVICES

SPECTRUM
489 McDonald Ave. Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-569-3551, Fax: 718-437-3278
www.spectrumitservices.com

বিনিময় মূল্য ২ ডলার
Price: $ 2.00

Published by
Madani Academy New York

মাদানী একাডেমী নিউইয়র্ক কর্তৃক প্রকাশিত

কেন এ সংকলন?

এ সংকলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাযহাব এবং মাযহাব মোতাবেক আমল সমূহ যে কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সে সম্পর্কে পাঠকদেরকে অবহিত করা।

"মাযহাব" শব্দের শাব্দিক অর্থ মত, পথ, রাস্তা, মতামত ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়ত এর পরিভাষায় মাযহাব হচ্ছে মুজতাহিদ বা ইসলামী আইনজ্ঞ বা আইনবিদদের কোরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরণকৃত বিধিবিধান যা ইসলামী জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বস্তুত: এটাই হচ্ছে সিরাতে মুস্তাকিম বা সোজা পথ যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূল এর সন্তুষ্টি অর্জন করে বেহেশত পর্যন্ত পৌছা। অর্থাৎ এ পথে চলার মাধ্যমে একজন সুশীল মুসলমান তার গন্তব্যস্থান জান্নাতে পৌঁছতে পারে।

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন এক."অনুসরণ কর আমার দিকে মনোনিবেশকারীর পথ"। দুই. "কোন বিষয়ে তোমাদের জানা না থাকলে ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ জ্ঞানীদের নিকট থেকে জেনে নাও"। তিন. "হে ঈমানদারগণ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিজ্ঞজন তাদের অনুসরন কর। বলাবাহুল্য কোরআন এবং হাদিস থেকে সরাসরি বিধিবিধান বের করা বা জটিল বিষয়ের সমাধান দেয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয় বরং এ সকল ব্যাপারে যারা চূড়ান্ত পর্যায়ে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী তারাই শুধু সমাধান দিতে সক্ষম"। আর এ সমাধান ও ব্যখ্যার নামই হলো মাযহাব।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় বর্তমান শতাব্দীতে কিছু সংখ্যক গায়র মুকাল্লিদ যারা তাকলীদ করে না অর্থাৎ কোন মাযহাব মানে না তাদের কে আহলে হাদিস বা হাদিস অনুসারী বলে দাবি করে মাযহাবতো মানেই না বরং মাযহাব সমূহের কঠোর সমালোচনা করে সরল প্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তারা মসজিদে মসজিদে গিয়ে মুসল্লিদেরকে বলে কোরআন এবং হাদিস বিদ্যমান থাকতে মাযহাব আবার কিসের? আল্লাহ এবং রাসুল কি মাযহাবের কথা বলে গেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এ দলের উৎপত্তি হয় খৃষ্টীয় ১৮ শতাব্দীর শেষের দিকে। ইতিহাস বলে মাযহাব বিরোধী মতবাদ এর সূচনা সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে শুরু করেন মৌলভী আব্দুল হক বেনারসী। উনি ছিলেন আমিরুল মুমিনিন সৈয়দ আহমদ শহীদ (র.) এর ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের দলভুক্ত একজন সদস্য। মাযহাব বিরোধী ফেতনা আবিস্কারের ফলে তাকে দল থেকে বের করে দেয়া হয়। শাহ সাহেবের ইন্তেকালের পর সে নিজেকে তার খলিফা দাবি করে আবার সে আন্দোলন শুরু করে। প্রথমে প্রথমে তারা তাদের মুহাম্মদী নামে প্রচার করতো। পরবর্তীতে গায়র মুকল্লিদদের মূখপত্র ইশায়াতুস সুন্নাহ লাহোর এর সম্পাদক আবু সায়িদ মোহাম্মদ হোসাইন বার্টালভী লাহোরী ইংরেজ গর্ভমেন্টের নিকট তাদেরকে আহলে হাদিস নামে রেজিস্ট্রিশনের আবেদন করে। শেষ পর্যন্ত ১৮৯০ সালে তারা ইংরেজ গর্ভমেন্ট কর্তৃক আহলে নামে রেজিস্ট্রেশন লাভ করে।

এ দলের সবচেয়ে বেশি হিংসা হলো হানাফী মাযহাবের প্রতি। তারা বলে হানাফী মাযহাব কোরআন হাদীস ছাড়া শুধু বুদ্ধি বিবেক দ্বারা পরিচালিত যা ডাহা মিথ্যা। হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য মনে করে অন্যান্য মাযহাবের যে কয়েকটি আমল তারা করে তাও অতিরঞ্জিত করে আমল করে। যেমন হানাফি মাযহাবে জামাতে নামাজে সূরা ফাতিহার পর নীরবে আমিন বলতে হয় আর শাফী মাযহাবে আওয়াজ সহকারে বলার অনুমতি আছে কিন্তু তথাকথিত আহলে হাদিস অর্থাৎ লা মাযহাবীরা চিৎকার করে আমীন বলে নামাজের সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলে। হানাফী মাযহাবে তাকবীর তাহরীমার পর হাত নাভীর নিচে বাঁধতে হয় আবার অন্য মাযহাবে বুকের উপর হাত বাধার অনুমতি রয়েছে কিন্তু তথাকথিত আহলে হাদীস বা সলোফী দাবিদাররা হাতকে কনুই পর্যন্ত নিয়ে যায়। এমনকি অনেকে বগলের নিচে হাত রেখে দেয় অথচ হাত বুকে হউক বা নাভীর নিচে হউক কব্জির উপর বাধার কথা ছিল। রুকু থেকে উঠে কোন কোন মাযহাবে রাফে ঈদাইন বা হাত তোলার নিয়ম রয়েছে কিন্তু তারা হাত তুলে সিজদায় যাওয়ার পূর্বে আবার বুকে বেধেঁ ফেলে। এভাবে আরো অনেক আমলকে তাদের মনমত করে বিকৃত করে ফেলে।

এছাড়া যেসব আমল সব মাযহাবে নিষিদ্ধ সেগুলো তারা অত্যন্ত জোরেসোরে করে থাকে। যেমন ওজুর সময় পাতলা সুতার মুজার উপর মুছেহ করা কোন মাযহাবে জায়েজ নয় কিন্তু তারা তা করে থাকে। চার মাযহাবের সিদ্ধান্ত হলো কোন লোক তার স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হয়ে তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যায় কিন্তু এসব লোক বলে একসাথে একশত তালাক দিলো তা এক তালাক হবে। এভাবে আরও অনেক কিছু।

সুতরাং এসব লোকের বিভ্রান্তির শিকার হওয়া থেকে মাযহাব অনুসরণকারী বিশেষত: হানাফী মাযহাব অনুসারী ভাইদের জ্ঞাতার্থে আমরা **মাদানী একাডেমী** নিউ ইয়র্ক এর পক্ষ থেকে কয়েকটি মাসআলার কোরআন ও হাদিস ভিত্তিক এবং হানাফী মাযহাব মোতাবেক প্রামান্য আলোচনা পেশ করলাম আশা করি সবাই এর থেকে উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ

বিনীত
মুহিব্বুর রহমান
প্রেসিডেনন্ট মাদানী একাডেমী অব নিউ ইয়র্ক

মুকতাদির সূরা ফাতিহা পাঠ না করার বিধান কুরআন-সুন্নার আলোকে

মাওলানা আব্দুল মতীন

প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর অপরিহার্য কর্তব্য (নির্দিষ্ট সময়ে) পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা। এতে আলসেমী করার কোন সুযোগ নেই। পুরুষের জন্য জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা বা ওয়াজিব। মহিলাদের ঘরে যথাসময়ে আদায় করতে হবে। পুরুষেরা যখন জামাতে নামাজ আদায় করবে তখন তারা নির্ধারিত দোয়া, তাসবীহ, তাকবীর ইত্যাদি পড়বে। তবে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন সূরা পড়বে না। এটাই সঠিক। কিন্তু ইদানিং একটি গ্রুপ, মুকতাদির সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, এরূপ প্রচারণা চালিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তাই এখানে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইমামের পেছনে মুকতাদী সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন সূরা পড়বে না। এর প্রমাণ নিম্নরূপ।

আল্লাহ তায়ালা কালামে পাকে ইরশাদ করেছেন: **'আর যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবন কর এবং চুপ থাক যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়** (সূরা আ'রাফ)। এ আয়াত সম্পর্কে **হযরত ইবনে আব্বাস** রাযি, এর বক্তব্য তাফসীরে তাবারী (৯খ ১০৩ পৃষ্ট): ও তাফসীরে ইবনে কাসীর (২খ, ২৮ পৃষ্ঠা)এ এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি যখন কুরআন পড়া হয় এর ব্যখ্যায় বলেছেন, এটি ফরয নামাজের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি এর মতও তাই। তাফসীরে তাবারীতে বলা হয়েছে। **'হযরত ইবনে মাসউদ রাযি**,একদা যখন নামাজ পড়তেছিলেন তখন তিনি কতিপয় লোককে ইমামের সঙ্গে কেরাত পড়তে শুনলেন। নামাজ শেষে তিনি বললেন- তোমাদের কি অনুধাবন করার সময় আসেনি, তোমাদের কি বোঝার সময় হয়নি? যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং নীরব থাকবে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন। (৯খন্ড ১০৩ পৃষ্ঠা)

যায়েদ ইবনে আসলাম ও আবুল আলিয়া রহঃ বলেছেন।' কিছু লোক ইমামের পেছনে কেরাত পড়তেন, তখন ঐ আয়াত অবতীর্ণ হয়'। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহঃ বলেন ' এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, উক্ত আয়াত নামাজ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (আল মুগনী)

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহঃ বলেছেন ' এক্ষেত্রে সঠিক ও প্রাধান্য প্রাপ্ত মতটি হলো যারা বলেছেন, নামাজে কুরআনে কারীম মনোযোগ দিয়ে শ্রবন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম যখন কেরাত পড়বেন তখন তার পেছনে যারা ইকতেদা করবে তারা সেটা শ্রবন করবে। আর খুতবার ক্ষেত্রেও তা-ই। এটিকে আমরা সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত এজন্য বলছি যে, 'রাসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে সহীহ সনদে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যখন ইমাম কিরাত পড়বে তখন তোমরা নীরব থাকবে। আর খুতবার ব্যাপারে সকলে একমত যে, যাদের উপর জুমআ ফরজ তারা যখন ইমামের খুতবা শুনবে তাদেরও নিশ্চুপ থাকতে হবে।(মুগনী)

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহঃ লিখেছেন, ' আল্লাহ তায়ালার এ বাণী যখন কুআন পড়া হয় তখন শুনা ও নীরব থাকা দ্বারা সকল আলেমের ঐক্যমতে ফরজ নামাজ। এতে একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়েছে যে, ইমাম যখন নামাজে জোরে কেরাত পড়বে তখন মুকতাদীরা কিছুই পড়বে না বরং কান পেতে শুনবে ও চুপ থাকবে।

ইমাম **ইবনে তায়মিয়া** রহঃ বলেছেন: 'এ ক্ষেত্রে আলিমগণের তিনটি মত রয়েছে। এক, কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম যখন জোরে কেরাত পড়বেন আর মকুতাদী তা শুনবে তখন সে কোনো অবস্থাতেই কেরাত পড়তে পারবে না। সূরা ফাতেহাও না, অন্য কোনো সূরাও না। পূর্বসূরী ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলেমের মত এটাই। ইমাম মালিক রহঃ, ইমাম আহমদ রহঃ, প্রমুখের মাযহাবও তাই । আর ইমাম শাফেয়ী রহঃ এর দুটি মতের একটিও অনুরুপ। অতঃপর অন্য দুটিমত উল্লেখ করার পর ইবনে তায়মিয়া রহঃ আরও বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতটিই সঠিক। কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, 'যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবন কর এবং নীবর থাকে। আর ইমাম আহমদ রহঃ বলেছেন, আয়াতটি সকলের মতে নামাজ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

স্মর্তব্য যে, এ আয়াতে দুটি আদেশ এসেছে। এক, মনোযোগ দিয়ে শোনা। দুই, নীরব থাকা। এই আদেশ দুটি তখনই পালিত হবে যখন মুকতাদী ইমামের সঙ্গে কেরাত না পড়বে। এখন যদি ইমাম জোরে কেরাত পড়ার সময় কোনো মুকতাদী নিজে কেরাত পড়ে, তবে দুটি আদেশই সে লঙ্ঘন করলো। আর যদি ইমাম আস্তে

কেরাত পড়ার সময় মুকতাদীও পড়ে তবে সে ২য় আদেশটি অমান্য করলো।

২. হাদীস সমূহঃ

১. হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের সামনে বয়ান দিলেন, আমাদেরকে দীনের পথ বুঝিয়ে দিলেন এবং নামাজ শিখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা যখন নামাজ শুরু করবে তখন কাতার ঠিক করে নেবে। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ তাকে ইমাম বানাবে। ইমাম যখন তাকবীর বলবে তোমরাও তখন তাকবীর বলবে। আর ইমাম যখন কেরাত পড়বে, তোমরা তখন চুপ করে থাকবে। সে যখন পড়বে ওলাদ দোয়াল্লিন, তোমরা তখন আমীন বলবে। তাহলে আল্লাহু তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। অতঃপর সে যখন আল্লাহু আকবার বলবে এবং রুকু করবে তোমরাও তখন আল্লাহ আকবার বলবে এবং রুকু করবে। কারণ ইমাম তোমাদের পূর্বে রুকুতে যায়। আবার তোমাদের পূর্বেই রুকু থেকে উঠে পড়ে। এতে তার ও তোমাদের রুকুতে অবস্থান সমানই হলো। অতঃপর সে যখন বলবে সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা, তোমরা তখন বলবে রাব্বানা লাকাল হামদ। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রশংসা শুনবেন। কেননাতিনি তাঁর নবীর মাধ্যমে আমাদের জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তার প্রশংসা শোনেন। আর যখন সে তাকবীর বলবে এবং সেজদা করবে তখন তোমরাও তাকবীর দেবে এবং সেজদা করবে।(মুসলিম ,আবু দাউদ ইবনে মাজা,মসনদে আহমদ ইত্যাদি)

ইমাম আহমদ, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহ. প্রমুখ এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, এটি সহীহ হাদীস।

২. হযরত আবূ হুরায়রা রাযি বলেছেনঃ ' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইমাম নিয়োগ করার উদ্দেশ্য তাকে অনুসরণ করা। সুতরাং সে যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তখন তাকবীর বলবে। আর যখন কেরাত পড়বে, তখন তোমরা নীরব থাকবে। যখন সে সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা বলবে, তখন তোমরা 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলবে।

ইমাম মুসলিম রহ. বলেছেন আমার দৃষ্টিতে এটি সহীহ হাদীস।

উল্লেখ্য, এই হাদীসটির শুরুতে বলা হয়েছে, 'ইমাম নিয়োগের উদ্দেশ্য হলো তাকে অনুসরণ করা। এ বাক্যটি বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা রাযি, ও হযরত আনাস রাযি, থেকেও বর্ণিত হয়েছে। এ বাক্যটি থেকেও প্রমাণিত হয় যে, মুকতাদী নীরব থাকবে। কেননা কুরআন পাঠকালে অনুসরণ কিভাবে করা হবে। সে প্রসঙ্গে সুরা কিয়ামায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, অর্থাৎ আমি যখন পাঠ করি আপনি তখন সেই পাঠের অনুসরণ করুন। এই 'অনুসরণ' শব্দটির ব্যাখ্যা বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি, থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ অর্থাৎ কুরআন পাঠকালে অনুসরণ করার অর্থ হলোঃ কান পেতে শোনা এবং নীরব থাকা। সুতরাং কেরাত পড়ার সময় ইমামকে অনুসরণ করার অর্থও হবে তাই। এতটুকু কথা থেকে বিষয়টি বোঝা গেলেও রাসুলুল্লাহ (সঃ) আরো স্পষ্ট করে এই দুই ও তিন নং হাদীসে বলে দিয়েছেন, ইমাম যখন কেরাত পড়বে তোমরা তখন চুপ করে থাকবে। যদি মুকতাদীর উপর সূরা ফাতেহা পড়া জরুরী হতো তবে তিনি এখানেই স্পষ্ট করে বলে দিতেন।

স্মর্তব্য, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণিত এই হাদীসটি ইমাম নাসায়ী রহ. যে, অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করেছেন, সে অনুচ্ছেদটি হলোঃ

আল্লাহর বাণী যখন কুরআন পড়া হয় তখন মনোযোগের সাথে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়- এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। এই অনুচ্ছেদে উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন এটি মূলত উক্ত আয়াতেই ব্যাখ্যা। হাদীসটিতে যে কথা বোঝানো হয়েছে, আয়াতটিতেও তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ নামাজে ইমামের কেরাতের সময় মুকতাদীকে চুপ থাকতে হবে।

৩. হযরত আবু হুরায়রা রাযি, বলেছেন- 'কুরআন পাঠকারী (অর্থাৎ ইমাম) যখন বলে ওলাদ দোয়াল্লীন এবং যারা তার পেছনে, তারা (মুকতাদীরা) বলে আমীন, যার আমীন বলা আসমানবাসী (ফেরেশতা) দের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মুসলিম শরীফ)

ইমাম বুখারী রহ. ও স্বীয় সহীহ গ্রন্থ বুখারী শরীফে হাদীসটি এভাবে উল্লেখ করেছেন- কুরআন পাঠকারী যখন আমীন বলবে, তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা ফেরেশতাগণও আমীন বলে থাকে। ইমাম ইবনে মাজা রহ. ও হাদীসটি মুসলিম শরীফে অনুরূপ উদ্ধৃত করেছেন।

মুসলিম শরীফের হাদীস ও ইবনে মাজার অনুচ্ছেদ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে জামাতের নামাজ সম্পর্কেই হাদীসটি বলা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শুধু ইমামকেই ক্বারী অর্থাৎ কুরআন পাঠকারী বলে অভিহিত করেছেন। বোঝা গেল, নামাজে কুরআন পাঠ করা ইমামেরই কর্তব্য। যদি ইমাম ও মুকতাদী সবার জন্যে কুরআন পাঠের বিধান থাকতো তবে শুধু ইমামকে 'ক্বারী' বিশেষণে উল্লেখ করা হতো না।

৪. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত: রাসলূল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইমাম যখন ওলাদ দোয়াল্লীন বলবে, তোমরা তখন আমীন বলো। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতার আমীন বলার সঙ্গে মিলে যাবে, তার পুর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে(বোখারী শরিফ)। এই হাদীস থেকেও বুঝা যায়, মুকতাদী সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না। কারণ, (এক). মুকতাদীরা সূরা ফাতিহা পাঠে ব্যস্ত থাকলে ইমাম কখন ওলাদ দোয়াল্লীন পড়ছেন সকলের পক্ষে তা খেয়াল রাখা সম্ভব হবে না। ফলে যথাসময়ে আমীন বলাও হয়ে উঠবে না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদিকে মুকতাদীকে ইমামের ওলাদ দোয়াল্লীন বলার প্রতি খেয়াল রাখতে বলবেন, অপরদিকে সূরা ফাতিহা পাঠের আদেশ দিয়ে তাকে ব্যস্ত করে রাখবেন, এমনটা হতে পারে না।

(দুই). যে মুকতাদী নামাজ শুরুর কিছুক্ষণ পর এসে শরীক হলো, সে যদি সূরা ফাতিহা পাঠ শুরু করে দেয়, আর ইতিমধ্যেই ইমাম ওলাদ দোয়াল্লীন বলে ফেলেন, তবে সেই মুকতাদী কি বলবে? যদি সে তার পড়াই চালু রাখে তাহলে ইমামের সঙ্গে তার আমীন বলা হলো না। অথচ এ হাদীসে তাকে ইমামের সঙ্গে আমীন বলতে বলা হয়েছে। আর যদি সে তা পড়া বন্ধ করে দিয়ে ইমামের সঙ্গে আমীন বলে, এরপর অবশিষ্ট অংশ পাঠ করে তবে তার আমীন মোহর হবে না। অথচ আবু দাউদ শরীফের হাদীসে আমীনকে মোহরের ন্যায় বলা হয়েছে। তাছাড়া আমীন শব্দটি কুরআনের আয়াত নয়। তাই সূরা ফাতিহার মাঝখানে বলার অর্থ কুরআন নয় এমন কিছুকে কুরআনের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া। যা বিকৃতির নামান্তর।

৫. হযরত জারিব রাযি. বলেছেন- নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তির ইমাম আছে,তার ইমামের কেরাতই তার কেরাত বলে গণ্য হবে।(মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা) মুসনাদে আবদ ইবনে হুমায়দে ভিন্ন সনদে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। বুসিরী রহ. বলেছেন এটি ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্ত মোতাবেক সহীহ। আহমদ ইবনে সানী রহ. অন্য একটি সনদে মুসনাদ গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন।ইমাম বুসিরী রহ. বলেছেন এটি বুখারী রহ. ও মুসলিম রহ. উভয়ের শর্ত মোতাবেক সহীহ। (মছনদে আহমদ, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ)
এ হাদীসে মূলনীতি বলে দেয়া হয়েছে, মুকতাদীর জন্যে আলাদা করে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোনো সূরা পড়ার প্রয়োজন নেই। বরং ইমামের কেরাতই তার জন্যে যথেষ্ট হবে। কেননা সূরা ফাতিহা হলো আল্লাহর দরবারে হিদায়াতের আবেদন। সকলের পক্ষ থেকে আবেদন একজনই পেশ করে। ইমামকে সেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। রুকু, সেজদা, তাকবীর ও তাসবীহ হলো উক্ত দরবারের আদব। এজন্য এগুলো সকলকে পালন করতে হয়।

৬. হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. বলেছেন-'রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আমরা সেজদায় থাকাবস্থায় যদি তোমরা নামাজে শরীক হও তবে তোমরাও সেজদা করবে। সেটাকে কিছু গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি রুকু পেল সে নামাজ (অর্থাৎ ঐ রাকাত) পেল। (আবু দাউদ ,মুছান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক)
এ হাদীস থেকেও বুঝা গেল, মুকতাদীর ফাতিহা পড়ার প্রয়োজন নেই। ইমামের সঙ্গে রুকু পেলেই তার রাকাত পূর্ন হবে।

৭. হযরত আবু বাকরা রাযি. বলেছেন- 'রাসূলুল্লাহ (সঃ) রুকুতে থাকাবস্থায় তিনি এসে পৌছলেন এবং কাতারে যাওয়ার পূর্বেই রুকুতে চলে গেলেন। *রাসূলুল্লাহ (সঃ)* কে তিনি ব্যাপারটি জানালে তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে এমনটি আর করো না। (বুখারী)

ইমাম বুখারী কিতাবুল কিরাআতে ও তাবারাণী রহ. একথাও উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এমন কেন করেছ? তিনি বললেন, আপনার সঙ্গে আমার এ রাকাতটি ছুটে যাওয়ার আশংকা করেছিলাম তাই আমি এমনটি করেছি। এ হাদীসটি থেকে বোঝা গেল, রুকু পেলেই মুকতাদীর রাকাত পূর্ণ হয়, এবং সুরা ফাতিহা মুকতাদীর জন্যে ফরয নয়। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবূ বাকরা রাযি. কে পুনরায় নামাজ পড়তে বলতেন। ইমাম বায়হাকী রহ. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাযি. থেকেও আবূ বাকরা রাযি. এর অনুরূপ ঘটনা উল্লেখপূর্বক বলেছেন, অর্থাৎ এ থেকে প্রতীয়মান হয়, রুকু পেলেই রাকাত পাওয়া হয়। অন্যথায় তারা এমন তড়িঘড়ি করতেন না। মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাযি. ও হযরত ইবনে উমর রাযি. উভয় থেকে এই ফতোয়া বর্ণিত হয়েছে- অর্থাৎ নামাযে আগত ব্যক্তি যদি দেখে, জামাত রুকু অবস্থায় রয়েছে, তবে তাকবীর দিয়ে নামাজে শরীক হবে। এতে সে রাকাতটি পেয়ে যাবে। আর তাদেরকে সেজদা অবস্থায় পেলে সেজদা করবে বটে, তবে সেটাকে রাকাতরুপে গণ্য করবে না। লা- মাযহাবী আলেম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খানও এটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি 'বুদূরুল আহিল্লাহ' গ্রন্থে লিখেছেন। অর্থাৎ রুকু পেলে যে রাকাত পাওয়া এটা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মত। তবে কিছু আলেম এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

এমনিভাবে মাওলানা শামসুল হক আযীমাবাদী (তিনিও লা-মাযহাবী আলেম ছিলেন) আবু দাউদ শরীফের

ভাষ্যগ্রন্থ আওনুল মাবূদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লামা শাওকানী রহ. প্রথম দিকে এই মত পোষণ করতেন যে, রুকু পেলে মুকতাদীর রাকাত পাওয়া হয় না। কিন্তু পরে তার মতের পরিবর্তন ঘটে। 'ফাতহুর রাব্বানী ফী ফাতাওয়াশ শওকানী' গ্রন্থে তিনি সংখ্যাগরিষ্ট আলেমের মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মোটকথা, বুখারী শরীফের হাদীস, সাহাবীগণের ফতোয়া ও সংখ্যাগরিষ্ট আলেমের উল্লিখিত মত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ফাতিহা পাঠ করা মুকতাদীর জন্যে অপরিহার্য নয়। অপরিহার্য হলে রুকু পেলে রাকাত পাওয়া হয়নি বলে বলা হতো।

৮. হযরত আবুদ্দারাদা রাযি. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, প্রত্যেক নামাযেই কি কেরাত আছে? তিনি বললেন হ্যা। একজন আনসারী ব্যক্তি তখন বললেন, এটা তো ওয়াজিব হয়ে গেল। আমি তার সবচেয়ে কাছে ছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি মনে করি কোনো জামাতে ইমাম থাকলে সকলের পক্ষে তিনিই যথেষ্ট।(নাছায়ী দারকুতনী, মছনদে আহমদ)

৯. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেছেন একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায শেষ করলেন, যে নামাজে তিনি উচ্চ স্বরে কেরাত পড়েছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি একটু পূর্বে আমার সঙ্গে কেরাত পড়েছ? তখন একজন বললেন, হ্যা, আমি পড়েছি ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, তাইতো বলছি কুরআনের সঙ্গে টানাটানি হচ্ছে কেন, লোকেরা যেদিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে একথা শুনলেন, সেদিন থেকে তারা সেসব নামাজে কেরাত পড়া ছেড়ে দিলেন, যেসব নামাযে রাসূলুল্লাহ (সঃ) উচ্চস্বরে কেরাত পড়তেন। (তিরমিজি, নাছায়ী মুয়াত্তা মালিক) উল্লেখ্য, এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) উচ্চস্বরে কেরাত পড়ছিলেন, তাতেই তাঁর কেরাতে সমস্যা হচ্ছিল। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. বলেছেন আস্তে কেরাতের ক্ষেত্রে তা আরো বেশী সমস্যা হওয়ার কথা।

১০. হযরত জাবির রাযি. রাসুল (সঃ) থেকে বলেছেন- যে ব্যক্তি নামাযের কোনো রাকাত পড়ল, তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না সে যেন নামাযই পড়ল না। তবে যদি সে ইমামের পেছনে নামাজ পড়ে। (তবে তার ব্যাপার ভিন্ন) তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩১৩; তিনি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।
এ হাদীসে জাবির রাযি. স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, সুরা ফাতিহা পড়া ইমাম বা একাকী নামাজ আদায়কারীর জন্যে আবশ্যক। মুক্তাদীর জন্যে তা আবশ্যক নয়। এ কথায় তিনি যেন রাসূলুল্লা (সঃ) এর সেই হাদীসের ব্যাখ্যা করে দিলেন, যে হাদীসে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না, তার নামাযই হয় না। হযরত বুঝিয়ে দিলেন, এ বিধানটি মুক্তাদির জন্যে নয়। ইমাম বা একা নামাজ আদায়কারীর জন্যে এটা বলা হয়েছে। আবু দাউদ শরীফে সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না রহ. থেকেও অনুরূপ কথা উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত উবাদা ইবনুস সামিত রাযি. এর ঐ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবু দাউদ রহ. বলেন- সুফইয়ান রহ. বলেছেন একা নামাজ আদায়াকারীর ক্ষেত্রে এই হাদীস। ইমাম তিরমিযী রহ. ইমাম আহমদ থেকেও একই কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, আহমাদ রহ. বলেন, নবী (সঃ) যে বলেছেন সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হয় না এটা তখন, যখন কেউ একা নামাজ পড়ে। ইমাম আহমাদ রহ. এক্ষেত্রে জাবির রাযি. এর উল্লিখিত হাদীসটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলেন- রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর এই সাহাবী নবী (সঃ) এর এই কথার 'যে সূরা ফাতিহা পড়েনি তার নামাজ হয়নি' এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটা তার ক্ষেত্রে যে একা নামাজ আদায় করে।

ইমাম তিরমিযী রহ. ও হযরত উবাদা রাযি. এর হাদীসটি মুকতাদীর বিধান বলে মনে করতেন না। এই কারণে 'কিরাআত খালফাল ইমাম' বা মুকতাদীর জন্যে কেরাত পড়া অনুচ্ছেদ হাদীসটি উল্লেখ না করে তিনি তার একচল্লিশ অনুচ্ছেদ পূর্বের অনুচ্ছেদ নামাজে ফাতিহার কী গুরুত্ব সেটা বুঝাবার জন্যে উল্লেখ করেছেন।

এখন বলুন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবী হযরত জাবির রাযি. ইমাম বুখারী রাযি. এর উস্তাদের ওস্তাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফইয়ান ইবনে উয়ায়না, ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম আহমাদ, এবং ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি মুকতাদীর জন্যে নয়। আর আমাদের লা- মাযাহাবী ভাইয়েরা বলেন, এটা মুকতাদীর জন্যেও। আমরা কার কথা মানবো?
তাছাড়া অধিকাংশ ইমাম ও আলেম যারা ইমামের পেছনে মুকতাদীর কেরাত পড়া জরুরী মনে করতেন না, তাদেরও তো একইমত। ইমাম আহমাদ রহ. কত জোর দিয়ে বলেছেন: ইমাম যখন কেরাত পড়ে, তখন তার পেছনে মুকতাদী যদি কেরাত না পড়ে তবে মুকাতাদীর নামাজ হবে না এমন কথা কোনো মুসলমানকে আমরা বলতে শুনিনি। এই যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণ এই যে মদীনাবাসী ইমাম মালিক, ইরাকবাসী, সুফইয়ান সাওরী, সিরিয়াবাসী ইমাম আওযায়ী ও মিশরবাসী লায়ছ ইবনে সা'দ এদের কেউ একথা বলেননি ইমাম যখন পড়বে,

তখন পেছনে মুকতাদী কেরাত যদি না পড়ে তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।
হায় আফসোস! ইমাম আহমদ রহ. যা জীবনেও শোনেনি, কোনো আলিম ও মুসলমান যে বিষয়ে মত দেননি, সে বিষয়ের দিকে এখন মুসলমানদেরকে (মুকতাদীকে) জোরেসোরে ডাকা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে- তা না হলে মুকতাদিদের নামাজই হবে না। আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন। আমীন।

নামাজে শুধু তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত তোলা সুন্নত

মাওলানা এ মতিন

একাধিক হাদীস ও অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল একথা প্রমাণ করে যে, নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরের সময় কান পর্যন্ত হাত তোলা সুন্নত। রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তোলা সুন্নত নয়।
সাহাবীগণের যুগে মদীনা শরীফ এবং কুফা এই দুটি শহরেই অধিকাংশ সাহাবী বসবাস করতেন। কুফা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পাঁচশ সাহাবীসহ পনের শত সাহাবী অবস্থান করতেন। তাঁদের মধ্যে তিনশত সাহাবী ছিলেন, যারা বায়আতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন এবং সত্তরজন সাহাবী এমন ছিলেন, যারা বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা.ও ছিলেন, যিনি রাসূলুল্লা (সঃ) কে নামাজে অনেক স্থানে হাত তুলতে দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে হযরত আব্দুলাহ ইবনে মাসউদ রা. ও হযরত আলী রা. ও ছিলেন, যারা অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর পেছনে প্রথম কাতারেই নামাজ আদায় করেছিলেন। হযরত আলী রা. ও রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে একাধিক স্থানে নামাজ পড়তেন। এই দুই নগরীর আমল আমাদের সামনে রাখতে হবে।

মদীনা শরীফের আমলঃ
ইমাম মালিক র. যিনি মদীনা শরীফের বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন-তিনি বলেছেন- নামাজের সূচনা ছাড়া অন্য কোন তাকরীরের সময়, ঝোঁকার সময় বা সোজা হওয়ার সময় হাত তোলার নিয়ম আমার জানা নেই।

কুফা নগরী আমল:
ইমাম মুহাম্মদ ইবনে নাসর (মৃত্যু ২৯৪হিঃ) বলেছেন, আমরা কূফাবাসী ছাড়া আর কোন শহর সম্পর্কে জানি না, যারা সকলে মিলে নামাযে ঝোঁকার সময় ও সোজা হওয়ার সময় হাত তোলা ছেড়ে দিয়েছেন। কূফাবাসী সকলে শুধু তাহরীমার সময় হাত তুলতেন।
লক্ষ্য করুন, সকলে মিলে ছেড়েছেন এমন শহর শুধু কূফাই ছিল। তার মানে অন্যান্য শহরে ছেড়ে দেয়ারও লোক ছিল, হাত তোলারও লোক ছিল।
চিন্তা করুন, কূফার পনেরশ' সাহাবীর কেউ যদি রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত তুলতেন, তাহলে তাঁদের শাগরেদদের কেউ না কেউ অবশ্যই হাত তুলতেন। কিন্তু না, তাঁদের কেউ হাত তোলেন নি। ইমাম তিরমিযী হযরত ইবন মাসউদ রা. এর একবার হাত তোলার হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন- এ হাদীস অনুসারেই মত দিয়েছেন একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী। সুফইয়ানছাওরী ও কূফাবাসীদের মতও এই হাদীস অনুসারে।
সূফইয়ানছাওরীর জীবনী পড়ুন। তাঁকে 'আমীরুল মু'মিনীর ফিল হাদীস' বা হাদীসের সম্রাট উপাধি দেওয়া হয়েছে রফয়ে ইয়াদাইন প্রমাণিত থাকলে তিনি তা ছেড়ে দিতেন না। ইমাম মালিক র. ও ছিলেন হাদীসের সম্রাট। মুয়াত্তায় তিনি রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস উদ্ধৃত করা সত্ত্বেও মদীনা শরীফের অধিকাংশের আমল তদনুযায়ী না থাকার কারণে তিনিও হাত না তোলাকেই অবলম্বন করেছেন। মদীনা ও কূফার এ সকল সাহাবী ও তাবেয়ী একারনেই তো রুকুতে যাওয়ার আগে ও পরে হাত তুলতেন না যে তাঁদের মতে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাঝে মধ্যে তেমনটা করলে অধিকাংশ সময় তা করেননি। কিংবা পূর্বে করেছেন বটে, পরে ছেড়ে দিয়েছেন। যা হোক, ভূমিকা স্বরূপ একথাগুলো আরজ করার পর এ বিষয়ের হাদীসগুলো তুলে ধরছি।
১. আলকামা র. বলেন-আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নামাজের মত নামাজ পড়বনা? একথা বলে তিনি নামাজ পড়লেন, এবং তাতে শুধু প্রথম বার হাত তুলেছিলেন। ইমাম তিরমিযী র. এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন ইবনে হাযম জাহিরী (যিনি) কোন মাযহাব অনুসরণ করতেন না) এটিকে সহীহ বলেছেন। তিরিমিযী শরীফের টীকায় শায়খ আহমদ শাকের (তিনি জামে আযহারের শিক্ষক ও মিশরের কাজী ছিলেন) বলেছেন, এ হাদীসটি ইবনে হাযমসহ অনেক হফেজে হাদীস সহী আখ্যা দিয়েছেন। আসলেও এটি সহীহ হাদীস। অনেকে এর যেসব ত্রুটির কথা বলেছেন সেগুলো বাস্তবে কোন ত্রুটি নয়।
আহমদ শাকের র. যে ত্রুটির প্রতি ইংগিত করেছেন তন্মধ্যে একটি হলো. কেউ কেউ বলেছেন; এ হাদীসটি সম্পর্কে

ইমাম তিরমিযী র. বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রা. বলেছেন- ইবনে মাসউদ রা. এর এ হাদীসটিতে প্রমাণিত নয় যে, নবী (সঃ) শুধু প্রথমবারই হাত তুলেছেন। এর জবাব এই যে, ইবনে মাসউদ রা. থেকে এ ব্যাপারে দুটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি মৌখিক বর্ণনারূপে অপরটি নিজে আমল করে দেখানোর মাধ্যমে। ইবনুল মুবারক র. প্রথমটি সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করেছেন। উপরে উদ্ধৃত তার বক্তব্য থেকেও তাই প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয় বর্ণনা সম্পর্কে তিনি ঐ মন্তব্য করেননি। এর প্রমাণ তিনি নিজেই দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; যা নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে হাদীস হাদীস নং ১০২৬।

১. হযরত বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায শুরু করার সময় কানের কাছাকাছি হাত তুলতেন। এরপর আর কোথাও হাত তুলতেন না।

২. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিতঃ রাসূল - রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সাতটি জায়গায় হাত তুলতে হবে। (ক) নামাজের শুরতে. (খ) কাবা শরীফের সামনে আসলে, (গ) সাফা পাহাড়ে উঠলে, (ঘ) মারওয়া পাহাড়ে উঠলে। (ঙ) আরাফায়. (চ) মুযাদালিফায় (ছ)হাজরে আসওয়াদের সামনে।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ২৪৬৫ (সাহাবী বক্তব্যরূপে)। তাবারানী, মুজামে কাবীর (রাসূল সঃ বক্তব্যরুপে) নং ১২০৭২। সুনানে বায়হাকী, ৫খ ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা।

১. হযরত জাবির ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট এসে বলতেন ব্যাপার কি তোমাদেরকে দেখছি বেয়াড়া ঘোড়ার লেজের মত করে হাত ওঠাও। নামাযে স্থির থাক।

উল্লেখ্য, হযরত জাবির রা. থেকেই সহীহ মুসলিমে বর্ণিত অপর একটি হাদীস সালামের সময় হাত তুলে ইশারা করা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সঃ), এর যে অসন্তুষ্টির উল্লেখ বিদ্ধৃত হয়েছে, সেখানে এই বেয়াড়া ঘোড়ার লেজ তোলার সঙ্গে তাদের হাত তোলাকে তুলনা করা হয়েছে। এই কারণে কেউ কেউ আলোচ্য হাদীসটিকে 'সালামের সময় হাত তোলা সম্পর্কে মনে করেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কারণ, দুটি হাদীসের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু এক নয়। এ দুটির সনদ বা সূত্রও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন: **(ক)** এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, সাহাবীগণ একা একা নামায পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসে তাদেরকে দেখে ঐ কথা বলেছেলেন। পক্ষান্তরে অপর হাদীসটিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সঙ্গে জামাতে নামাজ পড়েছিলেন।

খ) এ হাদীস থেকে,বোঝা যায়, রাসূলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন নামাযে হাত তোলার কারণে। পক্ষান্তরে অপর হাদীসটিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন হাত তোলার কারণে নয়, ডানে-বামে হাত দিয়ে ইশারা কারণে।

গ) এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে শান্ত ও স্থিও থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ অপর হাদীসটিতে সালাম ফেরানোর পদ্ধতি শিখিয়েছেন। (দ্র, নাসবুর রায়াহ)।

১. হযরত ইবনে উমর রাঃ বলেছেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখন নামায শুরু করতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন। আর যখন রুকু করতে চাইতেন এবং রুকু থেকে উঠতেন, তখন হাত ওঠাতেননা, দুই সেজদার মাঝখানেও না।

হুমায়দী (ইমাম বুখারীর উস্তাদ) তাঁর মুসনাদে এটি উদ্ধৃত করেছেন। ২খ, ২৭৭পৃ, (হাদীস নং ৬১৪) এর সনদ সহীহ।

২. হযরত ইবনে উমর রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। এর পর আর করতেননা। বায়হাকী,আল খিলাফিয়াত)। হাফিজ মুগলতাঈ র. বলেছেন,এর সনদে কোন সমস্যা নেই। শায়খ আবেদ সিন্ধী র. বলেছেন আমার দৃষ্টিতে এটি অবশ্যই সহীহ। ইমাম মালিক র. থেকে ইবনুল কাসিম ও ইবনে ওয়াহব র. একবার হাত ওঠানোর যে বর্ণনা পেশ করেছেন ,যা আল মুদাওয়ানা'য় বিদ্ধৃত হয়েছে , তা এই বর্ণনার সমর্থন করে। এমনি ভাবে হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত পূর্বের হাদীসটি এবং তাঁর আমল ও তার সমর্থক।

ইবনে আবী শায়বা র.স্বীয় মুসান্নাফে ও তাহাবী র. শরহে মাআনিল আছার গ্রন্থে মুজাহিদ র. থেকে বর্ণনা করেছেন যে,তিনি বলেছেন যে, আমি হযরত ইবনে উমর র. এর পিছনে নামাজ পড়েছি। তিনি নামাযের সূচনায় ছাড়া আর কোথাও হাত তোলেননি।এর সনদ সহীহ। ইমাম মুহাম্মদ র. ও মুয়াত্তায় হযরত ইবনে উমর রা. এর অনুরূপ আমলের কথা উদ্ধৃত করেছেন।

১. আসওয়াদ র. বলেছেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. কে দেখেছি ,তিনি প্রথম তাকবীরের সময় হাত তুললেন, পরে আর তুলতেন না। যায়লাঈ র. এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. আদদিরায়া গ্রন্থে লিখেছেন,এর বর্ণনা কারীরা সবাই বিশ্বস্ত। আল্লামা আলাউদ্দীন মারদানী র. আল জাওহারুন নাকী গ্রন্থে বলেছেন,এটি মুসলিম শরীফের সনদের মত শক্তিশালী।

ইমাম তাহাবী এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন, উমর রা. এর এই আমল এবং সাহাবীগণের তার উপর কোন আপত্তি না করা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এটাই এমন

সঠিক পদ্ধতি, যার ব্যতিক্রম করা কোন ব্যাক্তির জন্য উচিৎ নয়।

২. আসিম ইবনে কুলায়ব র. তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন,হযরত আলী রা. নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরের সময় হাত তুলতেন। এর পর আর কোথায় হাত তুলতেন না।
যায়লাঈ (র.) এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী র. আদদিরায়া গ্রন্থে লিখেছেন, এর বর্ণনা কারীরা সবাই বিশ্বস্ত। আল্লামা আইনী র. বলেছেন, এটি মুসলিম শরীফের সনদের মানসম্পন্ন।
ইমাম তাহাবী র. এটি উল্লেখ করার পর বলেন,রাসুলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাত তুলতে দেখেও তার ইন্তেকালের পর হযরত আলী রা. তো শুধু একারণেই হাত তোলা ছেড়ে দিয়েছেন যে,তার দৃষ্টিতে হাত তোলার বিধানটি রহিত বলে প্রমাণিত ছিল।
১. ইবরাহীম নাখায়ী র. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেন,তিনি নামায শুরু করার সময় হাত তুলতেন। পরে আর কোথাও হাত তুলতেন না।
২. হযরত আব্বাদ ইবনুয যুবায়র রা. থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন ,তখন শুধু নামাযের শুরুতেই উভয় হাত তুলতেন। এর পর নামায শেষ করা পর্যন্ত আর কোথাও হাত তুলতেন না। বায়হাকী তার 'আল খিয়াফিয়াত'গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদিসটির সনদ সম্পর্কে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী র. বলেছেন, এর বর্ণনাকারীরা সকলেই বিশ্বস্ত।
৩. আবূ ইসহাক সাবিয়ী র. বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর শাগরেদগণ এবং হযরত আলী রা. এর শাগরেদগণ কেবল মাত্র নামাযের শুরুতেই হাত ওঠাতেন। ওয়াকী র. বলেন,এর পর আর হাত ওঠাতেন না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ,এর সনদ অত্যন্ত সহীহ)।

রফয়ে ইয়াদাইন কত জায়গায় ছিল সহীহ হাদীস সমূহে দেখা যায়,রফয়ে ইয়াদাইন একবার থেকে শুরু করে প্রত্যেক ওঠানামায় ছিল। খোদ হযরত উমর রা. এর হাদীসে এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো।
ক) শুধু এক জায়গায় অর্থাৎ নামাযের শুরুতে। যেমনটি পেছনের হাদীসগুলো থেকে জানা গেল।
খ) দুই জায়গায়,অর্থ্যাৎ শুরুতে এবং রুকু থেকে ওঠার পর। হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে ইমাম মালিক র. মুয়াত্তায় এটি উদ্ধৃত করেছেন। আবূ দাউদ হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে (৭৪২) ইবনে মাজা র. হযরত আনাস রা. থেকে (৮৬৬)।

গ) তিন জায়গায়, অর্থ্যাৎ নামাযের শুরুতে এবং রুকুর পূর্বে ও পরে। হযরত ইনে ওমর রা. থেকে বুখারী ও মুসলিমসহ অনেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

ঘ) চার জায়গায়, অর্থ্যাৎ উপরোক্ত তিন জায়গায় এবং দুরাকাত শেষ করে দাঁড়ানোর সময় । ইবনে উমর রা. থেকে বুখারী (৭৩৯) আবু দাউদ (৭৪৩)। আবূ হুমায়দা রা. থেকে ইবনে মাজা (৮৬২) ও তিরমিযী (৩০৪),তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। হযরত আলী রা. থেকে আবূ দাউদ (৭৪৪), ইবনে মাজাহ (৮৬৪) ,তিরমিযী (৩৪২৩)। তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে আবূ দাউদ(৭৩৮)।

ঙ) পাঁচ জায়গায় , উক্ত চার জায়গা ছাড়াও সেজদায় যাওয়ার সময়। বুখারী,'জুযউ রাফইল ইয়াদাইন গ্রন্থে ' (পৃ ২৬) এবং তাবারানী 'আল আওসাত'গ্রন্থে। হায়ছামী র. বলেছেন, এর সনদ সহীহ। নাসাঈ র. মালিক ইনুল হুয়ায়রিছ রা. থেকে (১০৮৫)। এর সনদও সহীহ।ইবনে মাজাহ র. হযরত আবু হুরাইরা লা. থেকে (৮৬০)।আবু ইয়ালা র. হযতে আনাস রা. থেকে (৩৭৪০)। এর সনদও সহীহ। (দ্র, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ,২/২২০)। দারা কুতনী র. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে । এর সনদও সহীহ। (দ্র,আছারুস সুনান)।

এ ছাড়া হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. এর বর্ণনায় ২য় রাকাত শুরুতে আবূ দাউদ (৭২৩), এবং হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনায় দুই সেজদার মাঝে - আবু দাউদ(৭৪০),নাসায়ী ১১৪৩) রফয়ে ইয়াদাইনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

চ. প্রত্যেক ওঠানামার সময়। অর্থ্যাৎ রুকু, সেজদা, কেরাম (দাড়াঁনো), কুউদ (বসা) এবং উভয় সেজদার মাজখানে রফয়ে ইয়াদাইন। তাহাবী মুশকিলুল আছার গ্রন্থে হযরত ইবনে উমর রা. থেকে (৫৮৩১)। এর রাবীগণ সকলে বিশ্বস্ত। ইবনে মাজা র. উমায়ের ইবনে হাবীব থেকে (৮৬১) এর সনদ দুর্বল । প্রত্যেক ওঠানামায় হাত তোলার হাদীসকে ইবনে হাযম(মৃত্যু-৪৫৬হি) সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। একটু পরেই তার বক্তব্য আসছে।
সহীহ হাদীস যদি মানতে হয় তাহলে এসব গুলোর উপর আমল করতে হবে। ইবনে হায্ম জাহিরী তা-ই করেছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বায় সহী সনদে হযরত ইবনে উমর রা. এর দুই সেজদার মাঝেও রফয়ে ্য়াদাইন করার কথা উল্লেখ আছে। এমনিভাবে হযরত আনাস রা., নাফে র., তাউস র., হাসান বসরী র., ইবনে সীরীন র. ও আইয়ুব সাখতিয়ানী সকলেই দুই সেজদার মাঝখানে রাফয়ে

ইয়াদাইন করতেন। (দ্রঃ মুসান্নাফ,৩খ.,৫০৯পৃ. ২৮১০-২৮১৫ নং হাদীস)

হানাফীদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, রাফয়ে ইয়াদাইন অনেক জায়গায়ই ছিল, তবে ক্রমে ক্রমে একবারের মধ্যে এসে ঠেকেছে, যা পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের কারণ হলো, প্রথম দিকে নামাযে চলাফেরা, সালাম-কালাম অনেক কিছুই বৈধ ছিল। ক্রমান্বয়ে স্থিরতা ও কম নড়াচড়ার নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে আসতে থাকে। হানাফীগন মনে করেন পূর্বোল্লিখিত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, রাফয়ে ইয়াদাইনও স্থিরতার পরিপন্থী তাই ক্রমে ক্রমে এটিকে কমানো হয়েছে। অন্যথায় হযরত আলী রা., ওয়াইল ইবনে হুজুর রা. ও আবু মূসা আশ্আরী রা. প্রমুখ সাহাবীগন রফয়ে ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করা সত্বেও তদনুযায়ী আমল না করার কোন কারণ থাকতে পারেনা। ইবনে হাযম জাহিরী আল মুহাল্লা গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ রা. এর হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন- অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার পর প্রত্যেক ওঠা-নামার সময় হাত তুলতেন বলে যখন সহীহ হাদীসে প্রমানিত, তখন এর সব ধরণই মুবাহ বা বৈধ হবে, ফরজ হবে না। আমরা এর যে কোন পদ্ধতি অনুসারেই নামায পড়তে পারি। আমরা যদি হাত তুলি তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মতো আমাদের নামায পড়া হবে। আর যদি না তুলি তবুও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের মতো আমাদের নামায পড়া হবে (মুহাল্লা, ৩খ., ২৩৫পৃ)

হায়! যদি আমাদের লা-মাযহাবী ভাইয়েরা ইবনে হাযম (তিনিও কোন মাযহাব অনুসরণ করতেন না) এর উপরোক্ত বক্তব্য গ্রহণ করে নিতেন তাহলে ফেতনা অনেকাংশেই কমে যেত।

আল্লামা ইব্নুল কায়্যিম র. (মৃত্যু-৭৫০ হি.) ও তাঁর !যাদুল-মাআদ' গ্রন্থে ফজরের নামাযে কুনুত পড়া হবে কিনা, সে প্রসঙ্গে লিখেছেন, অর্থাৎ এটা এমন বৈধ মতপার্থক্যের অন্তর্ভুক্ত, যে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি এটা করলো এবং যে করলো না কাউকেই দোষারোপ ও নিন্দা করা যায় না। এটা ঠিক তেমনই যেমন নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করা বা না কর, তদ্রুপ তাশাহহুদ বিভিন্ন শব্দে পড়া, আযান-ইকামাতের বিভিন্ন নিয়ম অবলম্বন করা, এবং হজ্জের তিনটি নিয়ম-ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু বিষয়ে মতানৈক্যের মতোই।

জামাতের নামাজে চুপে চুপে 'আমীন' বলা সুন্নত

মাওলানা মাহমুদুল হাসান

জামায়াতের সাথে নামাজ পড়া পুরুষ মুসল্লীদের জন্য ওয়াজিব। ইমাম যখন নামাজে উচ্চস্বরে সূরা ফাতেহা পড়বেন চুপ থেকে তখন তা শোনা মুকতাদির জন্য জরুরী। সূরা ফাতিহা শেষ হলে সাথে সাথে চুপে চুপে আমীন বলা মুকতাদী ইমাম উভয়ের জন্য সুন্নত। তবে কোনো কোনো মাযহাবে জোরে আমীন বলার নীতি চালু রয়েছে। মূলতঃ মুকতাদীদের উচ্চ স্বরে আমীন বলার দ্বারা বাহ্যত: নামাজের বিনয় ও একাগ্রচিত্ততা ক্ষুন্ন হয়। বিষয়টির প্রতি কুরআনে কারীমের একটি আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে। 'আর তোমরা নামাজে আল্লাহর সামনে বিনয়ভাব বজায় রাখবে।

এছাড়া একাধিক হাদীস এবং অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর আমল দ্বারাও একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমীন আস্তে বলাই সুন্নত। ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রহ. যার রচিত তাফসীরে তাবারী ও তারীখে তাবারী গ্রন্থ দুইটি সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। তিনি কোনো হানাফী আলেম ছিলেন না। তিনি তাঁর তাহযীবুল আসার গ্রন্থে বলেছেন।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইব্রাহীম নাখয়ী (র.) শাবী (র) ও ইব্রাহীম তায়মী (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা আমীন আস্তে বলতেন। সঠিক কথা হলো, আমীন আস্তে বলা ও জোরে বলার উভয় হাদীসই সহহি এবং দুটি পন্থা অনুযায়ী এক এক জামাত আলেম আমলও করেছেন। যদিও আমি আস্তে আমীন বলাই অবলম্বন করি, কেননা অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ী এ অনুযায়ী আমল করতেন।

ইবনে জারীর এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীদের আমল ছিল আমীন আস্তে বলা। তিনি নিজেও একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস হওয়া সত্ত্বেও আস্তে আমীন বলাকে অবলম্বন করেছেন। মদীনা শরীফে ইমাম মালেক র. এর নিবাস ছিল। তাঁর মূলনীতি ছিল কোন বিষয়ে সহীহ হাদীস পাওয়া গেলেও মদীনাবাসীর আমল কি ছিল সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তিনিও ফতোয়া দিয়েছেন। মুকতাদী আস্তে আমীন বলবে।

মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা আহমদ আদ দরদের (র.) লিখেছেন, অর্থাৎ মুকতাদীর জন্য আস্তে আমীন বলাই মুস্তাহাব। এমনকি ইমাম মালেক র. এও বলেছেন যে, ইমাম আমীন বলবেই না।

এমনিভাবে কূফায় পনের শত সাহাবী বসবাস করতেন। এই কুফার সাধারন আমল ছিল আমীন আস্তে বলা। ইবনে মাসউদ, তার শিষ্যবর্গ, ইব্রাহীম নাখয়ী, ইব্রাহীম তায়মী ও শা'বী প্রমুখ কুফার বড় বড় মুহাদ্দিসগণ সকলে আমীন আস্তে বলার পক্ষপাতি ছিলেন। মজার ব্যাপার হলো ওয়াইল (রঃ) এর জোরে আমীন বলার হাদীসটি সুফইয়ান সাওর রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর সুফইয়ান সাওরী ছিলেন আমীরুল মু'মিনীর ফিল হাদীস অর্থাৎ হাদীস সম্রাট। অথচ তিনি নিজেও আস্তে আমীন বলার পক্ষে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা আস্তে 'আমীন' বলার বিষয়টি দলীল প্রমাণসমূহ দুইভাগে বিভক্ত করে তুলে ধরছি।

ইমামের আস্তে আমীন বলার স্বপক্ষে হাদীস

" ওয়াইল ইবনে হজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে নিয়ে রাসূল (সাঃ) নামাজ পড়লেন। তিনি যখন গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম পড়লেন, তখন আমীন বললেন এবং আমীন বলার সময় তাঁর আওয়াজকে নিম্ম করলেন।

এ হাদীসকে হাকেম (র.) সহীহ বলেছেন। যাহাবী (র.) ও তার সঙ্গে একমত হয়েছেন। ইবনে জারীর তাবারী (র.) ও এটিকে সহীহ বলেছেন। পেছনে তার হুবহু বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। কাযী ইয়াজ (র.) ও এটিকে সহীহ বলেছেন।

আমীন আস্তে বলার এ হাদীসটি ইমাম শো'বা (র.) কর্তৃক বর্ণিত। তারই সঙ্গী সুফইয়ান ছাওরী (র.) ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে জোরে আমীন বলার কথা এসেছে। অনেকে এ দুটি বক্তব্যের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, রাসূল (সঃ) শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনো জোরে আমীন বলেছেন। এর নজীর হলো জোহরের নামাজের কেরাআত আস্তে পড়াই ছিল রাসূল (সঃ) এর নিয়ম। কিন্তু মাঝে মধ্যে দু'একটি আয়াত তিনি জোরে বলতেন। যাতে সাহাবীগণ বুঝতে পারেন জোহরের নামাজে কোন সূরা বা কতটুকু কেরাআত পড়া সুন্নত। তেমনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনো কখনে তিনি আমীন একটু জোরে বলেছেন। আর অন্য সময় আস্তে বলেছেন। এর পক্ষে সহীহ হাদীস একটু পরে আসছে।

আমীন জোরে বলার পক্ষে যেসব মুহাদ্দিস ছিলেন তাঁরা শোবা (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উপর সুফইয়ান (র.) বর্ণিত হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং শো'বা (র.) এর বর্ননায় উপর কিছু আপত্তি উত্থাপন করেছেন।অন্যরা আবার এসব আপত্তির সন্তোষজনক জবাবও দিয়েছেন।

হযরত হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণিত- হযরত সামূরা (রা.) বললেন, আমি রাসূল (সঃ) থেকে দুটি সাকতা (নিরবতা) স্মরণ করেছি। ইমরান ইবনে হুসাইন (র.) এটা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমরা তো একটি সাকতা স্মরণ রেখেছি পরে আমরা মদীনা শরীফে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এর নিকট পত্র লিখলাম। তিনি এ জবাবে লিখে পাঠালে যে, সামূরা সঠিক স্মরণ রেখেছে। সাঈদ বলেন, আমরা কাতাদা (র.) কে জিজ্ঞেস করলাম। ঐদুটি সাকতা কোথায় কোথায় ছিল? তিনি বললেন, যখন রাসূল (সঃ) নামাজে প্রবেশ করতেন। আর যখন কিরাআত পাঠ সমাপ্ত করতেন। এরূপ কাতাদা বলেছেন, যখন ওলাদ দয়াল্লিন পাঠ শেষ করতেন। তিনি আরো বলেছেন, রাসূল (সঃ) এর পছন্দ ছিল, যখন তিনি কেরাত পাঠ সমাপ্ত করতেন তখন শ্বাস স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকতেন।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, রাসূল (সঃ) নামাযে দুসময় নীরব থাকতেন। প্রথম নিরবতা তাকবীরে তাহরীমার পর। এ সময় তিনি নিঃশব্দে ছানা পড়তেন। দ্বিতীয় নিরবতা সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর। এসময় 'আমীন' বলতেন। বোঝা গেল আমীন নিঃশব্দে বলতেন।

হাদীসটি কাতাদা প্রথমতঃ বলেছিলেন ২য় নিরবতা হতো কেরাত শেষ করার পর। পরে ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, কেরাত শেষ করার মানে সূরা ফাতিহার কেরাত শেষ করা। আর সম্পূর্ণ কেরাত শেষ করার পর রাসূল (সঃ) এতটুকু নিরব থাকতেন যাতে শ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এটা সামান্য নীরবতা হতো। আবু দাউদ শরীফে কাতাদা র. হতে সাঈদের সূত্রে ইয়াযীদ র. এর বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

একটি সাকতা হতো তাকবীরে তাহরীমার পর, আরেকটি সাকতা হতো ওলাদ দয়াল্লিন বলার পর। দারকুতনী (র.) ও ইবনে উলায়্যা থেকে, তিনি ইউনুস ইবনে উবায়দের সূত্রে হাসান বসরী থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (র.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ইমাম যখন গাইরিল মাগদু বিআলাইহিম ওলাদ দয়াল্লিন বলে শেষ করবে তখন তোমরা আমীন বলবে। কেননা যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতাগণের আমীন বলার সঙ্গে মিলে যাবে তার পূববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।

মুসলিম শরীফে আবু মুসা আশআরী (র.) এর বর্ণিত হাদীসেও রাসূল (সঃ) বলেছেন- ইমাম যখন গাইরিল

মাগদুবি আলাইহিম ওলাদ দয়াল্লিন বলে শেষ করবে, তোমরা তখন আমীন বলবে।

এ দুটি হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয়, ইমাম আমীন নিঃশব্দে বলবে। অন্যথায় এভাবে বলা হতো না যে, ইমাম যখন ওলাদ দয়াল্লিন বলবে তোমরা তখন আমীন বলবে। বরং বলা হতো, ইমামকে যখন আমীন বলতে শুনবে তখন তোমরা আমীন বলবে। বিশেষ করে নাসাঈ শরীফে আবু হুরায়রা (র.) বর্ণিত হাদীসটিতে সহীহ সনদে একথাও বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতারাও এসময় আমীন বলে, এবং ইমামও আমীন বলে।

ইমামও এসময় আমীন বলে কথাটি তখনই বলা চলে যখন ইমাম নিঃশব্দে আমীন বলে। ফেরেশতাগণ যেমন নিঃশব্দে আমীন বলার কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ সময় ফেরেশতাগণ আমীন বলে। তদ্রুপ ইমামও নিঃশব্দে বলার কারণ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ সময় ইমামও আমীন বলে।

তাছাড়া এই হাদীসে ফেরেশতাগণের আমীন বলার সঙ্গে মিল রেখে আমীন বলতে বলা হয়েছে। আর তাঁরা তো নিঃশব্দে আমীন বলে থাকেন। সুতরাং পুরোপুরি মিল তখনই হবে যখন মুকতাদীও নিঃশব্দে আমীন বলবে।

উমর (রা.) এ ফতোয়া, আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা বলেন, উমর (রাঃ) বলেছেন, ইমাম চারটি বিষয় নিঃশব্দে পড়বে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন ও রাব্বানা লাকাল হামদ।

ইবনে মাসউদ (রা.) এর ফতোয়া. ইমাম তিনটি কথা নিঃশব্দে বলবে। আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, আমীন। জোরে আমীন বলার উদ্দেশ্য ছিল উম্মতকে শিক্ষা দেয়া।

সুফইয়ান সওরীর হাদীসটিতে রাসূল (সঃ) এর জোরে আমীন বলার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা ছিল শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে। হযরত ওয়াইল (রা.) ছিলেন ইয়ামানের নবাব খান্দানের মানুষ। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মদীনা শরীফে হাজির হলে রাসূল (সঃ) তাঁকে নামাজে নিজের পেছনে প্রথম কাতারে জায়গা করে দেন। যাতে করে তিনি দেখে দেখে নামাজ শিখতে পারেন। তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে সে সময় রাসূল (সঃ) কোনো কোনো নামাজে জোরে আমীন বলেছেন। এটা তার সাধারণ নিয়ম ছিল না। সাধারণ নিয়ম হয়ে থাকলে তা শুধু ওয়াইল কেন, অন্যান্য সাহাবীর অনেকেই বর্ণনা করতেন। অথচ দারকুতনীতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলা হয়েছে এই সুন্নতটি কেবল কুফাবাসীদের সূত্রেই বর্ণিত। জোরে আমীন বলা যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ছিল তার প্রমাণগুলো নিম্নরূপ।

ক. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর(রা.) বলেন- আমি দেখলাম রাসূল (সঃ) নামাজ শুরু করলেন। তিনি যখন সূরা ফাতিহা শেষ করলেন তিনবার আমীন বললেন, তাবারাণী, আলকাবীর ১৬/১৮। আল্লামা হায়ছামী (র.) বলেছেন এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। এ হাদীস সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার আস কালানী (র.) বলেছেন- তিন বার আমীন বলার অর্থ এই নয় যে, এক রাকাতেই তিনবার আমীন বলেছেন। বরং এর অর্থ হলো তিন নামাজে তিনবার আমীন বলেছেন। তার মানে তিনি তিন নামাজে রাসূল (সাঃ) কে আমীন বলতে শুনেছেন। বাকি নামাজে শোনেন নি। অথচ এ যাত্রায় তিনি বিশ দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে অবস্থান করেছিলেন।

খ. নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় হযরত ওয়াইল (র.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ওলাদ দয়াল্লিন পড়ে শেষ করলেন তখন আমীন বললেন। আমি যেহেতু তাঁর পেছনেই ছিলাম তাই সেটা আমি শুনতে পেলাম। এ হাদীস থেকেও বোঝা যায়, তাকে শেখানো উদ্দেশ্যেই রাসূল (সঃ) আমীন শব্দটি ইষৎ জোরে উচ্চারণ করেছিলেন।

গ. অপর বর্ণনায় হযরত ওয়াইল (র.) বলেন- "রাসূল (সঃ) এর নামাজের সালাম ফেরানো সময় আমি তার ডান গাল ও বামা গাল দেখেছি। আর তিনি ওলাদ দয়াল্লিন পড়ার পর লম্বা আওয়াজে আমীন বললেন। আমার মনে হলো আমাদেরকে শেখাবার জন্যই তিনি এমন করেছিলেন।

ঘ. হযরত ওয়াইল (র.) কূফায় বসবাস করতেন। কূফার সাধারণ আমল ছিল আমীন আস্তে বলা। ওয়াইল (র.), তাঁর দুই ছেলে আলকামা ও আব্দুল জব্বার অন্যান্য শাগরেদদের কেউ জোরে আমীন বললে তা অবশ্যই বর্ণিত হতো। কিন্তু এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেও রাসূল (সঃ) এর জোরে আমীন বলাকে শিক্ষা উদ্দেশ্যেই ধরে নিয়েছেন।

ঙ. হযরত ওয়াইল (র.) এর উক্ত হাদীসটি সুফইয়ান সাওরী (র.) এর সূত্রে বর্ণিত। তাঁকে নিয়ে আমীন জোরে বলার দল খুব মাতামাতি করেন। তাঁর ফযীলত বলে বলে শো'বার বর্ণনার উপর তাঁর বর্ণনাকে প্রাধাণ্য দিয়েছেন। অথচ সুফইয়ান সাওরী নিঃশব্দে আমীন বলতেন। তার মানে তিনিও নিজের বর্ণিত হাদীস রাসূল (সঃ আর আমী জোরে বলাকে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যেই হয়েছিল বলে ধরে নিয়েছিলেন। ইবনে মুনযির আল আওসা গ্রন্থে বলেছেন-

সূফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন, তুমি যখন সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করবে তখন নিঃশব্দে আমীন বলবে।

মুক্তাদীর আস্তে আমীন বলার দলীল

রাসূল (সঃ ইমাম ছিলেন। শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হলেও মাঝে মধ্যে জোরে আমীন বলার প্রমাণ তার থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না যেখানে রাসূল (সঃ) মুক্তাদীকে জোরে আমীন বলতে বলেছেন, কিংবা তার পেছনে সাহাবীগণ জোরে আমীন বলেছেন। এই কারণে ইমাম আবু হানীফা (র.) ইমাম মালেক (র.) ও সুফইয়ান সাওরী (র.) প্রমূখ বলেছেন, মুকতাদীরা আস্তে আমীন বলবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) এ সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস না পাওয়ার কারণে তাঁর পূর্বের মত পাল্টিয়ে বলেছেন, মুক্তাদী আমীন আস্তে বলবে। পেছনে আমাদের পেশকৃত দলিলগুলে দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ইমাম আমীন আস্তে বলবে। রাসূল (সঃ) ও সাধারণভাবে আমীন আস্তেই বলতেন। ঐ দলীলগুলো থেকেই প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদীরাও আমীন আস্তে বলবে। সাহাবীগণের আমল ও ফতোয়া ও ছিল তদ্রুপ। এ সম্পর্কে আরেকটি দলীল নিম্নে প্রদত্ত হলো।

হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) বলেছেন-

রাসূল (সঃ) আমাদেরকে শেখাতেন। তিনি বলতেন, ইমামের পূর্বে কিছু করবে না। যখন ইমাম তাকবীর বলবে, তোমরাও তাকবীর বলবে। যখন ইমাম ওলাদ দয়াল্লিন বলে সূরা ফাতিহা শেষ করবে, তখন তোমরা আমীন বলবে। ইমাম যখন রুকু করবে তোমরাও রুকু করবে। আর ইমাম যখন সামি আল্লাহু বলবে তোমরা তখন রব্বানা লাকাল হামদ বলবে। এ হাদীসে তিনটি নির্দেশ এসেছে। ১. তাকবীর বলা ২. আমীন বলা ৩. রাব্বানা লাকাল হামদ বলা। ১ম ও ৩য়টি সকললের মতে আস্তে বলা সুন্নত। এখানে বর্ণনা ধারায় কোন পার্থক্য না থাকায় দ্বিতীয় আদেশটি অর্থা আমীন ও নিঃশব্দে বলা সুন্নত প্রমাণিত হয়। উল্লেখ্য, জোরে আমীন, বলার স্বপক্ষে যে সব হাদীস পেশ করা হয় বিশেষ করে আহলে হাদীস ও সালাফীগণ যার ভিত্তিতে আমীন জোরে বলা জরুরী মনে করেন সে সব হাদীসের মধ্যে যা সহীহ তা ছরীহ অর্থাৎ সুস্পষ্ট নয়, আর যা সুস্পষ্ট তা সহীহ নয়। সুতরাং এ ধরণের হাদীস দ্বারাই কেবল আমীন জোরে বলা প্রমাণ করা হাদীসের মূলনীতি অনুযায়ী বিধেয় নয়। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ আসারুসসুনান, দারকুতনী, ইত্যাদি প্রামাণ্যগ্রন্থ।

নামাযে কব্জির উপর হাত বেধেঁ, নাভির নীচে রাখা সুন্নত

মাওলানা আব্দুল মতিন

নামাযে বাম কব্জির উপর ডান হাত রেখে দু'আঙ্গুল দ্বারা চেপে ধরা সুন্নত। একাধিক সহীহ হাদীসদ্বারা এ আমল প্রমাণিত। চার মাযহাবের সকল ইমাম ও আলিম এটাকেই সুন্নত পদ্ধতি আখ্যা দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কনুই পর্যন্ত হাত রাখার পক্ষে কোন হাদীস নেই।বুখারী শরীফের যে হাদীসকে এর প্রমান স্বরূপ পেশ করা হয় সেটির সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা একটু পরে উল্লেখ করছি। এমনি ভাবে নাভীর নিচে হাত রাখা সুন্নত। ইমাম আবূ হানিফা র. ও ইমাম আহমদ হাম্বল র. দুজনেই এটাকে সুন্নত বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ ছিলেন ইমাম শাফেয়ী র. এর ভক্ত ছাত্র। ইমাম শাফেয়ী বুকের নীচে হাত বাঁধাকে উত্তম বলেছেন। কিন্ত এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমদ সেই মতকে পরিহার করে নাভীর নীচে হাত বাঁধাকে উত্তম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি কি হাদীস ছাড়া এটা করেছেন? তিনি তো হাদীসের হাফেজ ছিলেন।

যাহোক, বুকের উপর হাত বাঁধাকে চার ইমামের কেউই সুন্নত বলেননি।এ সম্পর্কে যে হাদীসটি পেশ করা হয় সেটিও সহীহ নয়। এখানে প্রথমত হাত বাঁধার পদ্ধতি সম্পর্কিত সহীহ হাদীসগুলো পেশ করবো । পরে নাভির নীচে রাখা সম্পর্কে সহীহ হাদীসসমূহ উল্লেখ করবো।

হাত বাঁধার নিয়ম সম্পর্কিত হাদীস

১. হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. বলেন,মানুষকে এই আদেশ দেওয়া হতো যে, তারা যেন নামাযে ডান হাত বাম হাতের বাহুর উপর রাখে। বুখারী শরীফ, হাদীস নং ৭৪০।

২. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়েন তা আমি লক্ষ্য করবো। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন এবং উভয় হাত কান বরাবর তুললেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন।

আবূ দাউদ শরীফ , হাদীস নং ৭২৬, ৭২৭; নাসাঈ শরীফ, হাদীস নং ৮৮৯; মুসনাদে আহমদ ৪খ, ৩১৮পৃ; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ৪৮০। আবূ দাউদ শরীফের

আরেক বর্ণনায় আছে, অতঃপর তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরলেন। এ হাদীসটি সহীহ। ইবনে খুযায়মা র. উক্ত হাদীসের উপর শিরোনাম দিয়েছেন, ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠ কব্জি ও বাহুর উপর রাখবে। ইমাম দারিমী র. এর এক বর্ণনায় সহীহ সনদে ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান হাত বাম হাতের কব্জির কাছে রাখতে দেখেছি। সুনানে দারিমী, ১খ, ২৮৩পৃ।

৩. হযরত হুলব আততাঈ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমাম হতেন। তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাত চেপে ধরতেন। তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ২৫২; মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আছে, ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরার বিবরণ দিতে গিয়ে ইয়াহইয়া র. ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রেখেছেন।

৪. হযরত শাদ্দাদ ইবনে শুরাহবীল রাঃ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে দণ্ডায়মান দেখলাম। তার ডান হাতটি বাম হাতের উপর, তিনি সেটাকে চেপে-ধরে আছেন। বাযযার ও তাবারানী এটি উদ্বৃত করেছেন। (দ্রঃ মাজমাউয যাওয়াইদ, ২খ, ২২৫ পৃ)

৫. হযরত জারীর আদ্দাব্বী বলেন, হযরত আলী রাঃ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তার ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখতেন।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬১; বুখারী শরীফ, ১১৯৮ নং হাদীসের এর পূর্বে। এ হাদীসটির সনদ সহীহ।

এসব হাদীসের কোন কোনটি থেকে বুঝা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতেন। আর কোন কোনটি থেকে বুঝা যায়, তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাত চেপে ধরতেন। বাম হাতের কোন জায়গা চেপে ধরতেন? অধিকাংশ হাদীসই প্রমাণ করে, বাম হাতের কব্জি চেপে ধরতেন।

এসব হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চার মাযহাবের আলিমগন সেই পদ্ধতিকেই অবলম্বন করেছেন যেভাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ আমল করে থাকেন।

হালবী র. মুনয়াতুল মুসল্লী এর ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন, উল্লিখিত হাসীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনকল্পে সুন্নত হলো হাত রাখা ও বাঁধা দুটির উপরই একসঙ্গে আমল করা। কারণ কিছু হাদীসে চেপে ধরার করা এসেছে। কিছু হাদীসে হাতকে হাতের উপর রাখার কথা এসেছে। আর কিছু হাদীসে বাহুর উপর হাত রাখার কথা এসেছে। এগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের পদ্ধতি হলো, ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলি দ্বারা কব্জি চেপে ধরবে, আর বাকি তিন আঙ্গুল বাহুর উপর বিছিয়ে দিবে। তাহলে হাতের উপর হাত রাখা, বাহুর উপর হাত রাখা এবং ডান হাত দ্বারা বাম হাত চেপে ধরা, সবগুলোই হাসিল হবে।

লক্ষ্য করুন, হানাফী আলিমগন কিভাবে হাসীসগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে সবগুলো অনুসারে আমল করতে বলেছেন? একেই বলে হাদীসের অনুসরণ। এঁরাই প্রকৃত আহলে হাদীস। যারা একটি হাদীস নিয়ে অন্যগুলো উপেক্ষা করে তারা আহলে হাদীস হতে পারেনা।

ইমাম মালিক র. এর প্রসিদ্ধ মত হলো ফরজ নামাযে হাত বাঁধবেনা, ছেড়ে রাখবে। সুন্নত ও নফল নামাযে হাত বাঁধবে। হাত বাঁধলে কিভাবে বাঁধবে। আল্লামা উব্বী মালেকী র. মুসলিম শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে লিখেছেন,

আমাদের শায়েখগন বলেছেন, ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি চেপে ধরবে। কেউ কেউ একথাও যোগ করেছেন, শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলি যেন বাহুর উপর থাকে। (২খ, ২৭৮পৃ)

শাফেয়ী মাযহাব সম্পর্কে ইমাম নববী র. তার 'আররাওজাহ' গ্রন্থে লিখেছেন, সুন্নত হলো ডান হাত বাম হাতের উপর এভাবে রাখবে যে, ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ার হাড়, কব্জির কিছু অংশ এবং বাহু চেপে ধরবে। (২খ, ৩৩৯পৃ)

হাম্বলী মাযহাব সম্পর্কে ইবনে মানসূর আল হাম্বালী র. আররাওযুল মুরবি' গ্রন্থে লিখেছেন,অতঃপর বাম হাতের কব্জি ডান হাত দ্বারা চেপে ধরবে। এবং নাভির নীচে রাখবে। (১খ, ১৬৫পৃ); মারদাবী র. আল ইনসাফ গ্রন্থে (২/৪৫) ও ইবনে মুফলিহ র. আল ফুরু' গ্রন্থে (১/৩৬১) একই কথা বলেছেন।

লক্ষ করুন, পৃথিবীর অধিকাংশ আলিম- ওলামার মত কি, আর লা-মাযহাবী ভাইয়েরা কি করেন?

যে হাদীসটির কারণে তারা বাম হাতের কনুই পর্যন্ত ডান হাত বিস্তার করে দেন সেটি বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে ১নং দলিলে সেটি আমরা উল্লেখ করেছি। ঐ হাদীসটি সম্পর্কে বুখারী শরীফের বিখ্যাত ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী র. ফতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন,

বাহুর কোন জায়গায় রাখতেন সেটা এই হাদীসে অস্পষ্ট। আবূ দাউদ ও নাসাঈ বর্ণিত ওয়াইল রা. এর হাদীসে বলা হয়েছেঃ অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপর রাখলেন। ইবনে খুযায়মা র. প্রমুখ এটিকে সহীহ বলেছেন। সালাত অধ্যায়ের শেষ দিকে হযরত আলী রা. অনু অনুরূপ আছার (হাদীস) এর উল্লেখ আসছে। (২খ, ২৭৫পৃ)

আল্লামা শাওকানীও (যিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেননা) নায়লুল আওতার গ্রন্থে বলেছেন, হাদীস শরীফে যে বলা হয়েছে "বাম বাহুর উপরে" বাহুর কোন জায়গায় তা এখানে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। আহমদ ও আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত পূর্বের হাদীসটিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

আহমদ ও আবূ দাউদ বর্ণিত পূর্বেও হাদীসটি আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা শাওকানী বলেছেন, এর মর্ম হলো তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের পিঠ, কব্জি ও বাহুর উপরে রেখেছেন। তাবরানী র. এর বর্ণনায় এসেছেঃ তিনি নামাযে তাঁর ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর কব্জির কাছে রেখেছেন। (২খ. ১৮৭পৃ)

এসব থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল, লা-মাযহাবী ভাইয়েরা হাদীসটির ভুল অর্থ বুঝে কনুই পর্যন্ত হাত বিস্তার করে থাকেন।

নাভির নীচে হাত রাখা

১. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে রাখতে দেখেছি। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৫৯। এর সনদ সহীহ।

হাফেজ কাসিম ইবনে কুতলূবুগা র., তিরমিযী শরীফের ভাষ্যকার আবুত তায়্যিব সিন্ধী র. ও আল্লামা আবেদ সিন্ধী র. প্রমুখ হাদীসটিকে মজবুত ও শক্তিশালী বলেছেন। এর সনদ এরূপঃ ইবনে আবী শায়বা র. ওয়াকী' থেকে, তিনি মূসা ইবনে উমায়ের থেকে, তিনি আলকামার সূত্রে হযরত ওয়াইল রা. থেকে। এই সনদে কোন দুর্বল রাবী নেই।

২. হযরত আলী রা. বলেন, সুন্নত হলো তালু তালুর উপর রেখে নাভির নীচে রাখা। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৫৬; মুসনাদে আহমদ ১খ, ১১০ পৃ, হাদীস নং ৮৭৫; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬৬; দারাকুতনী, ১খ, ২৮৬পৃ; যিয়া ফিল মুখতারা, ২খ, ৭৭২পৃ। এর সনদে আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক রয়েছেন। তিনি দুর্বল। তবে প্রথম হাদীসটি এর সমর্থন করছে।

৩. হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেছেন, হাতের তালু অপর তালুর উপর রেখে নাভির নীচে রাখতে হবে। আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং ৭৫৮। এতেও পূর্বোক্ত আব্দুর রহমান রয়েছেন।

৪. হযরত আনাস রা. বলেছেন,তিনটি বিষয় নবীস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। ইফতারে বিলম্ব না করা, সাহরী শেষ সময়ে খাওয়া, এবং নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে রাখা। ইবনে হাযম, আল মুহাল্লা, ৩খ, ৩০পৃ। তিনি এর সনদ উল্লেখ করেননি।

৫. হাজ্জাজ ইবনে হাসসান র. বলেন, আমি আবূ মিজলায র. (বিশিষ্ট তাবেয়ী)কে বলবে শুনেছি, অথবা হাজ্জাজ বলেছেন, আমি আবূ মিজলায র.কে জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে হাত বাঁধবো? তিনি বললেন, ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠে রেখে নাভির নীচে বাঁধবে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬৩। এর সনদ সহীহ।

১. ইবরাহীম নাখায়ী র. (যিনি তাবেয়ী ছিলেন) বলেন,নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নীচে বাঁধবে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৯৬০। এর সনদ হাসান।

আল্লামা ইবনুল মুনযির র. তার আল আওসাত গ্রন্থে লিখেছেন,ইসহাক (যিনি বুখারী র. এর উস্তাদ ছিলেন) বলেছেন, নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীস অধিক শক্তিশালী এবং বিনয়ের নিকটতর(৩খ, ২৪৩পৃ)

একটি খারাপ অভ্যাস

লা-মাযহাবী আলেমদের একটি খারাপ অভ্যাস হলো- অন্যদের দলিল-প্রমাণের খুব খবর নেন। নিজেদের দলিল-প্রমাণ সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকেন। অনেক সময় সাধারণ মানুষ এতে ধোঁকায় পড়ে যান। আরেকটি কাজ তারা করেন। একটি হাদীস যদি পাঁচটি কিতাবে এসে থাকে- যদিও তার সনদ একটিই হয়ে থাকে তারা এটিকে পাঁচটি হাদীস হিসেবে দেখিয়ে থাকেন। বুখারী শরীফের বাংলা অনুবাদের টীকায় তারা বুকে হাত বাঁধার তিনটি হাদীসকে পাঁচটি নম্বরে উল্লেখ করেছেন। আবার মুরসাল হাদীসকে তারা প্রামাণ্য মনে করেননা। কিন্তু প্রয়োজনে মুরসালকেও প্রমাণ- স্বরূপ পেশ করেন। যাহোক, এখানে তাদের দলিলগুলোর অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করছি। এক কথায় আমরা

মনে রাখতে পারি, বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই।

১. হযরত ওয়াইল রা. এর হাদীস (ইবনে খুযায়মা,১/২৪৩), এটি সহীহ নয়। এর সনদে মুয়াম্মাল ইবনে ইসমাঈল আছেন। তিনি সুফইয়ান ছাওরী থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। মুয়াম্মালকে ইমাম বুখারী মুনকারুল হাদীস বলেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, আমি যাকে মুনকারুল হাদীস বলবো, তার সূত্রে বর্ণনা করা বৈধ হবে না। তাছাড়া ইবনে সা'দ, আবূ যুরআ রাযী, আবূ হাতেম রাযী, ও দারাকুতনী প্রমুখ তাকে 'অত্যধিক ভুলের শিকার' আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে মাঈন এক বর্ণনায় বলেছেন, সুফয়ানের ক্ষেত্রে তিনি প্রমাণযোগ্য হওয়ার উপযুক্ত নন। মুহাম্মদ ইবনে নসর বলেছেন, তিনি কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ হলে ভেবে চিন্তে দেখতে হবে, কেননা তিনি প্রচুর ভুলের শিকার ছিলেন। ইবনে হাজার আসকালানীও ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন, সুফইয়ান হতে মুয়াম্মালের বর্ণনায় দুর্বলতা আছে। (দ্র, ৯খ, ২৮৮পৃ, ৫১৭২ হাদীসের অধীনে)

২. তাউসের বর্ণনাটি আবু দাউদ (৭৫৯) শরীফে আছে, এটি মুরসাল। আর মুরসাল (সূত্র বিচ্ছিন্ন)কে তারা প্রামাণ্য মনে করেননা। তদুপরি এতে সুলয়মান ইবনে মূসা নামের একজন বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে বুখারী র. বলেছেন, তার বর্ণনায় অনেক আপত্তিকর বিষয় আছে। ইমাম নাসাঈ বলেছেন, তিনি মজবুত রাবী নন। (যাহাবীর আল কাশিফ)

৩. হযরত ইবনে আব্বাস রা. এর হাদীসটি বায়হাকীতে আছে। এটির সনদে রাওহ্ ইবনুল মুসায়্যাব রয়েছেন, তিনি চরম দুর্বল রাবী। ইবনে হিব্বান তার সম্পর্কে বলেছেন, তিনি বিশ্বস্ত লোকদের সূত্রে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন, তার থেকে হাদীস নেওয়া বৈধ হবেনা। ইবনে আদী বলেছেন, তার হাদীস সঠিক নয়। (দ্র, তাহযীবুত তাহযীব)।

৪. হযরত আলী রা. এর হাদীসটি বুখারী র. এর তারীখে কাবীরে আছে। এই হাদীসটির ব্যাপারে তিনটি আপত্তি আছেঃ **(এক)**, হযরত আলী রা. থেকে যিনি এটি বর্ণনা করেছেন, তার নাম নিয়ে বর্ণনাকারীগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ ইবনে আবুল জা'দ তার নাম বলেছেন উকবা ইবনে যুহায়র , হাম্মাদ ইবনে সালামা তার নাম বলেছেন উকবা ইবনে যুহায়র, হাম্মাদ ইবনে সালামা তার নাম বলেছেন উকবা ইবনে যাবয়ান, আর আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী র. বলেছেন উকবা ইবনে সাহবান। আবার উকবা থেকে এটি কে বর্ণনা করেছেন তা নিয়েও দ্বিমত আছে। ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ বলেছেন আসিম আল জাহদারীর নাম। কিন্তু হাম্মাদ ইবনে সালামা বলেছেন আসিমের পিতার নাম। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় এটাকে সনদের এযতেরাব বলা হয়, যা একটি হাদীস দুর্বল প্রমাণিত হওয়ার অন্যতম কারণ। দ্র, ইলালে দারাকুতনী, ৪ক, ৯৯পৃ; আল জারহু ওয়াত তা'দীল লি ইবনি আবী হাতিম, ৬খ, ৩১৩পৃ।

(দুই) হযরত আলী রা. থেকে এ হাদীসটি একই সনদে ইবনে আবী হাতেম আল জারহু ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেখানে নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার কথা আছে, 'বুকের উপর' কথাটি নেই। একইভাবে ইবনে আবী শায়বা র. ও মুসান্নাফে এটি উল্লেখ করেছেন, সেখানেও বুকের উপর কথাটি নেই। দ্র, হাদীস নং ৩৯৬২।

(তিন) ইমাম বুখারী র. তার আততারীখুল কাবীর গ্রন্থে উক্ত হাদীসকে সমর্থন করেননি, বরং সেটি উল্লেখ করার পর বলেছেন, কুতায়বা র. হুমায়দ ইবনে আব্দুর রহমানের সূত্রে ইয়াযীদ ইবনে আবুল জা'দ থেকে, তিনি আসিম জাহদারীর সূত্রে হযরত আলী রা. এর ছাত্র উকবা থেকে, তিনি হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার হাত কব্জির উপর রাখলেন। (দ্র, ৬খ, ৪৩৭পৃ)। এসব কারণে আল্লামা ইবনে কাছীর র. স্বীয় তফসীর গ্রন্থে সূরা কাওছারের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়।

১. হযরত হুলব রা. এর হাসীসটি মুসনাদে আহমদে (৫/২২৬) আছে। সুফইয়ান হতে শুধু ইয়াহয়াই বুকের উপর হাত বাঁধার কথাটি উল্লেখ করেছেন। মুসনাদে আহমদে ওয়াকী র., দারাকুতনীতে ওয়াকী ও আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী র. দুজন সুফইয়ান থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনায় বুকের উপর হাত বাঁধার কথা নেই। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমদে সুফয়ানের সঙ্গী আবুল আহওয়াস একই উস্তাদ 'সিমাক' থেকে এটি বর্ণনা করেছেরন। তাদের কারো বর্ণনাতেই বুকের উপর হাত বাঁধার কথা নেই। সুতরাং এটি শায হাদীস, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লামা নিমাবী র. আছারুস সুনান গ্রন্থে লিখেছেন, আমার মনে হয়, অনুলেখকের ভুলের কারণে এমনটি হয়েছে। সঠিক হবে (বুকের উপর) এর স্থলে (এই হাতের উপর)। এ হিসেবে হাদীসটির অর্থ দাঁড়ায়- এই হাতটি এই হাতের উপর রেখেছেন অনুবাদক। এতে এটি পরের কথার সঙ্গের মিলে যায়। কারণ পরে বলা হয়েছে, ইয়াহইয়া ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রেখে দেখিয়েছেন, আর এটি তখন

অন্যান্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সাথেও সংগতিপূর্ণ হয়। (দ্র, পৃ ৮৭)

এ হিসেবে এই হাদীসটি হানাফীদের দলিল হয়ে যায়। এখানে লক্ষ্য করুন, একটি দলিলও তাদের সহীহ নেই। পক্ষান্তরে আমাদের ১ ও ৫ নং হাদীস দুটি সহীহ। ৬ নং হাদীসটি হাসান।

তিরমিযী র. এর যুগে ও তাঁর পূর্বে বুকে হাত বাঁধার প্রচলন ছিলনা ইমাম তিরমিযী র. হযরত হুলব রা. এর হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন, অর্থাৎ সাহাবী, তাবেয়ী ও পরবর্তী যুগের আলেমগণের আমল ছিল এ হাদীসের উপর । তাঁরা মনে করতেন, নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। তাঁদের কেউ কেউ মনে করতেন নাভির উপরে রাখবে, আর কেউ কেউ মনে করতেন নাভির নীচে রাখবে। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটিরই অবকাশ আছে।

লক্ষ্য করুন, সাহাবী , তাবেয়ী ও তিরমিযী র. এর যুগ পর্যন্ত আলেমগণকে তিনি দুভাগ করেছেন। এক ভাগের মত ছিল নাভির নীচে হাত বাঁধা, আরেক ভাগের মত ছিল নাভির উপরে হাত বাঁধা। বুকের উপর হাত বাঁধার আমল কোথায়? তিরমিযী র. ও কি আহলে হাদীস ছিলেন না? একই ভাবে ইবনুল মুনযির র. ও তাঁর আল আওসাত গ্রন্থে উপরোক্ত দুধরণের আমল ও মতের কথাই উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, হাত বাঁধার যে সহীহ নিয়ম পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, সে নিয়মে হাত বাঁধলে বুকের উপর রাখা প্রায় অসম্ভব।

আরেকটি কথা, লা-মাযহাবী ভাইয়েরা যেভাবে হাত বাঁধেন, হাতে বুকের উপরে বাঁধা হয়না, হয় বুকের নীচে। আমি তাদের একজনকে বিষয়টি বলেছিলাম। তিনি আমার সামনে হাত বেঁধে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। শেষে বললেন, এটাতো কখনোই চিন্তা করিনি। আমি বললাম, এবার চিন্তা করুন। হাদীস বলবেন বুকের উপর হাত বাঁধার, আর আমল করবেন বুকের নীচে হাত বাঁধার, তা হয়না।

নারী পুরুষের নামাজ আদায়ের পদ্ধতি ভিন্ন

মাওলানা সাহেদ আহমদ

গায়ের মুকাল্লিদ এবং তথাকথিত সালাফীদের ধারনা হচ্ছে নারী এবং পুরুষ একই পদ্ধতিতে নামাজের সব গুলো রুকন আদায় করবে। এতে কোন তফাৎ বা বেশী কমি করা যাবে না তাতে যতই অসুবিধা হউক না কেন। কিন্তু যেহেতু নারী পুরুষের সৃষ্টিগতভাবে বৈষম্য রয়েছে, সেহেতু শরীয়তের বিধান পালনে ও পদ্ধতির তফাৎ রয়েছে। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত আদায়ের বেলায় পদ্ধতিগত তফাৎ রয়েছে।

নিম্নে পবিত্র হাদীসের আলোকে নামাজ আদায়ের তফাৎ গুলো আলোচিত হলো।

১। হযরত ইয়াজিদ ইবনে হাবিব থেকে বর্নিত "হযরত রাসুলে মকবুল (সঃ) একদা দুইজন মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তারা নামাজ আদায় করতেছিল। হুজুর (স) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন তোমরা যখন সিজদা করবে তখন শরীর জমিনের সাথে মিলিয়ে দেবে, কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মত নয়। (কিতাবুল মারাসীল ইমাম আবু দাউদ হাদীস নং ৮০) প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান তার লিখিত বুখারী শরীফের "আওনুল বারী" গ্রন্থে লিখেছেন এ হাদীসটি সকল ইমামের উছুল অনুযায়ী দলীল হিসাবে পেশ করার যোগ্য। মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইয়ামানী তাঁর লিখিত "সুবুলুস সলোম শরহু বুলগিল মারাম" গ্রন্থে ও এ হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

২। হযরত আব্দুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুজুর (সঃ) বলেছেন যখন একজন মহিলা সিজদা করবে তখন তার পেটকে উরুর সাথে লাগিয়ে সিজদা করবে (কানজুল উম্মাল বায়হাকীর বরাতে।

৩। হযরত আব্দুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্নিত হযরত রাসুল (সঃ) বলেছেন, মহিলা যখন নামাজের মধ্যে বসবে তখন যেন ডান উরু অপর উরুর উপরে রাখে আর যখন সিজদা করবে তখন পেট যেন উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে যা তার সতরের জন্য অধিক উপযোগী। আল্লাহ তায়ালা তাকে দেখে ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলে থাকেন, ওহে আমার ফেরেশতারা তোমরা সাক্ষী থাক আমি তাকে ক্ষমা

করে দিলাম।(সুনানে কুবরা ইমাম বায়হাকী) এ হাদীসটি হাসান বলে মুহাদ্দিসগন মত প্রকাশ করেছেন।

৪। হযরত ওয়াইল ইবনে হজর (রাঃ) বলেন আমি হুযুর (সাঃ) এর নিকট একদা উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন হে ওয়াইল যখন তুমি নামাজ শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হাত উঠাবে বুক বরাবর। (তাবরানী মুজুমূল কবীর)

এ হাদীসটি ও হাসান।

৫। হযরত আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে একদা জিজ্ঞাসা করা হলো যে মহিলা কিভাবে নামাজ আদায় করবে তিনি বললেন খুব জড়সড় হয়ে অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামাজ আদায় করবে। মুহান্নাফে ইবনে আবি শায়বা

৬। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, মহিলা যখন সিজদা করবে তখন যেন খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়েরাখে। মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, সুনানে কুবরা বায়হাকী ইত্যাদি।

৭। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ ও ফকিহ ইমাম মুহাম্মদ "কিতাবুল আসার" গ্রন্থে বলেন, আমাদের নিকট নামাজে মহিলাদের বসার পদ্ধতি হলো উভয় পা একপাশে মিলিয়ে রাখবে, পুরুষের মত এক পা দাঁড়িয়ে রাখবেনা (কিতাবুল আসার ইমাম মুহাম্মদ)

৮। মালিকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবুল আব্বাস আল ফারুকী ইমাম মালিকের মত উল্লেখ করে বলেন, ইমাম মালেক বলেছেন, মহিলা ডান উরু বাম উরুর উপর রাখবে এবং যথা সম্ভব জড়সড় হয়ে বসবে। তারা রুকু সিজদা ও বৈঠক কোন সময়ই ফাঁক ফাঁক থাকবেনা। আয জখীরা ইমাম কারাফী এবং ইমাম শাফেয়ী তার কিতাবুল উম্ম এ বলেছেন আমার নিকট ইহাই গ্রহনযোগ্য যে, সিজদা অবস্থায় মহিলারা এক অঙ্গের সাথে অপর অঙ্গ মিলিয়ে রাখবে। পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং সিজদা এমনভাবে করবে যাতে সতরের চুড়ান্ত হেফাজত হয়। অনুরূপ রুকু, বৈঠক ও গোটা নামাজে এমনভাবে থাকবে যাতে সতরের হেফাজত হয়।

৯। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ফতওয়া উল্লেখ করে ইমাম কুদামা তাঁর "আল মগনী" কিতাবে এ রকম মতামত প্রকাশ করেন। (আল মগনী)। উপরে আমরা হুজুর (সঃ) থেকে নিয়ে সাহাবী তাবেয়ী ও ফকিহ ইমামদের কয়েকটি বিবৃতি তুলে ধরলাম। এ ছাড়া আরো অনেক বর্ননা রয়েছে যাতে মহিলা ও পুরুষের নামাজের পদ্ধতি ভিন্ন বলে পরিস্কার বর্ননা রয়েছে।মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিষয়টি সহিহভাবে অনুধাবন করার তৌফিক দিন। আমীন

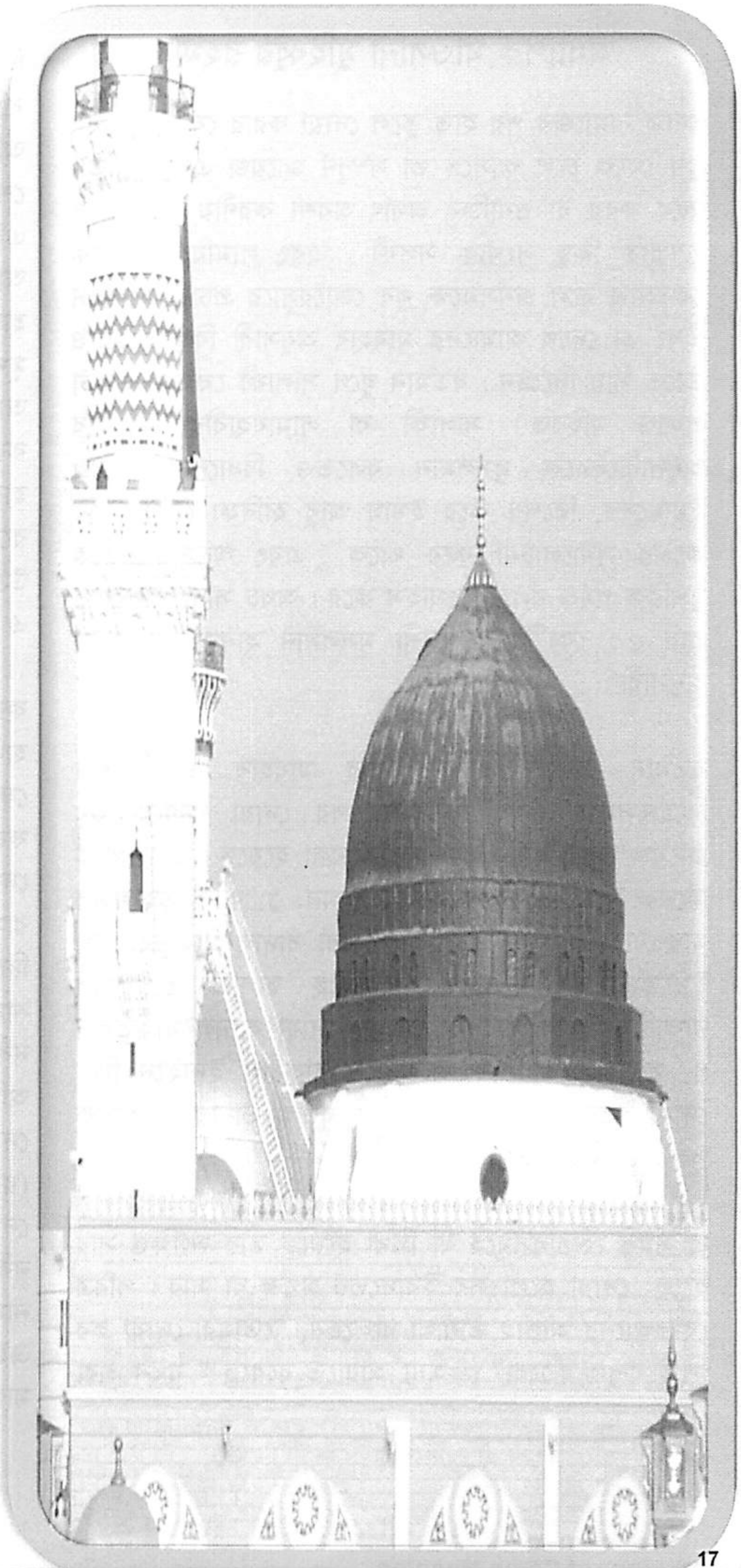

ফরজ নামাজের পর একত্রে হাত তুলে দোয়া করা

অধ্যাপক মাওলানা মুহিব্বুর রহমান

ফরজ নামাজের পর হাত তুলে দোয়া করার যে প্রথা প্রথম যুগ থেকে চলে আসছে তা সম্পূর্ণ জায়েজ এবং সুন্নাত। তবে ফরয বা ওয়াজিব অর্থাৎ অবশ্য করণীয় নয়। কিন্তু সম্প্রতি কিছু সংখ্যক সলফী এবং লামাযহাবী একে বেদআত বলে জনসমক্ষে খুব জোরেসারে প্রচার করেছেন এবং তা দেখে আমাদের মাযহাব অনুসারী কিছু ভাইরাও তাতে সায় দিচ্ছেন। বর্তমান যুগে সালাফী ফেতনা একটা প্রকান্ড মছিবত। সালাফী বা লামাযহাবীরা মাযহাব অনুসারীদেরকে মুসলমান বলতেও দ্বিধাবোধ করে। ইমামদের, বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর কঠোর সমালোচনা করে থাকে এবং অনুসারীদেরকে মুশরিক পর্যন্ত বলার দুঃসাহস করে। অথচ সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫০ কোটির ও বেশী মূসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী।

বর্তমান জগতে প্রচলিত চার মাযহাব এর বিশ্বস্ত কিতাবসমূহে ফরয নামাজের পর দোয়া করাকে শুধু জায়েজ লেখা হয়নি বরং সুন্নাত বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে অনেক কিতাবও লেখা হয়েছে যেমন: ১. আত তুহফাতুল মারগুবাহ ফি- আফজালাতিদ দোয়া বাদাল মাকতুবা। ২. ইসতেজাবুদ দাওয়াত আকিবাছ ছালাত ৩. আল নাফায়িসুল মারগুবাহ ফী হুকমুদ দোয়া বাদাল মাকতুবা। ৪. ফায়জুল ওয়া ফি আহাদীসে রাফয়ীল ইদাইনে ফিদ দোয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া উর্দূ ও বাংলা ভাষায়ও অনেক পুস্তক এ বিষয়ে প্রণীত হয়েছে।

এ সমস্ত কিতাবসমূহে যা লিখা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে- দোয়া হলো সব ইবাদতের মগজ বা সার। পবিত্র কোরআনের আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তোমরা দোয়া কর আমি কবুল করবো"। অন্য আয়াতে রয়েছে " যখন তারা দোয়া করে আমি তখন তা কবুল করি"। হাদীস শরীফে দোয়াকে ইবাদতের সার বলা হয়েছে। কোরআন এবং হাদীসের এতটুকু সবাই বিশ্বাস করেন বিধায় এ ব্যাপারে আর বেশী আলোচনা না করে এবার আসতে হয দোয়াতে হাত তোলা এবং নামাজের পর দোয়া করার প্রসঙ্গে। তিরমিজি শরীফে আবু উমামা (রাঃ) এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলো কোন দোয়া অতি তাড়াতাড়ি গৃহীত হয়। হুজুর (রঃ) জবাব দিলেন শেষ রাতের দোয়া এবং ফরজ নামাজের পরের দোয়া। এই মর্মে আরো অনেক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। দোয়ার আদব হলো হাত উঠানো। হযরত খায়েব বি ইয়াজিদ যখন হাত তুলে দোয়া করতেন তখন দোয়ার পর হাত দ্বারা মুখমন্ডল মুছেহ করতেন (বায়হাকী) আবু দাউদ শরীফে আছে রাসুল (সাঃ) বলেছেন "তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হাতের পেট মুখের দিকে রাখবে এবং দোয়া শেষে হাতের পেট দ্বারা চেহারা মুছেহ করবে"। অন্য হাদীসে রয়েছে হুজুর (সঃ) যখন দোয়া করতেন তখন হাত উঠাতেন এবং পরে তা দ্বারা চেহারা মুছতেন (আবু দাউদ) এ ব্যাপারেও অনেক হাদীস বিদ্যমান আছে।

ফরয নামাজের পর হাত তুলে দোয়া করার কথাও হাদীসসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। এক্ষেত্রে কওলী এবং ফেয়লী উভয় প্রকার হাদীস রয়েছে। যেমন আযানের ফজীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত আছে এবং আযান দেয়া এবং আযান দেয়া সুন্নাত বলে সবাই জানেন। কিন্তু রাসুল (সঃ) নামাজের জন্য জীবনে কোন দিন আযান দিয়েছেন বলে প্রমাণিত নয়। তেমনিভাবে চাশতের নামাজের ফজীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে অথচ নবী (সঃ) এর চাশতের নামাজ আদায় সম্পর্কে হাদীসে অতি অল্প প্রমানিত। যা হোক নামাজ শেষে হাত তুলে দোয়া সম্পর্কে হাদীস হলো হযরত আবদুল্লা ইবনে যুবায়ের (রাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাজ শেষ করার পূর্বে হাত তুলে দোয়া করতে দেখেন। নামাজ শেষে তিনি তাকে বললেন নবী করীম (সঃ) হাত তুলে দোয়া করতেন নামাজ শেষে। নামাজ শেষ হওয়ার পূর্বে দোয়ার জন্য হাত উঠাতেন না। এই হাদিসটি হাদীসের বিভিন্ন কিতাব যেমন তাবরানী, মাজমায়ুজ জাওয়ায়েদ, এলাউস সুনান ইত্যাদিতে

বিদ্যামান রয়েছে এবং এ হাদীসটি সহী বা শুদ্ধ বলে হাদীসের ইমামরা মত প্রকাশ করেছেন।
ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ুতী (রঃ) তাঁর কিতাব আল ফায়জাল ওয়া-ফী আহাদীসে রাফয়ীল ইদাইনে ফীদ দোয়াতেও এ হাদীসখানা রেওয়ায়েত করেছেন। এছাড়া একটি হাদীস এ ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। হযরত আসওয়াদ আল-আমিরী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি রাসুল (সঃ) এর সাথে ফজরের নামাজ পড়েছি। তিনি সালাম ফিরানোর পর পিছন দিকে সরে হাত তুলে দোয়া করেছেন।(মুছান্নীফে ইবনে আবি শায়বা। এ হাদীস মুসতাদরাকে হাকীম, মুছান্নাফে আবদুর রাজ্জাক এবং সুনানে দারুকুতনীতে ও বর্ণিত আছে তবে শব্দের একটু পার্থক্য আছে।

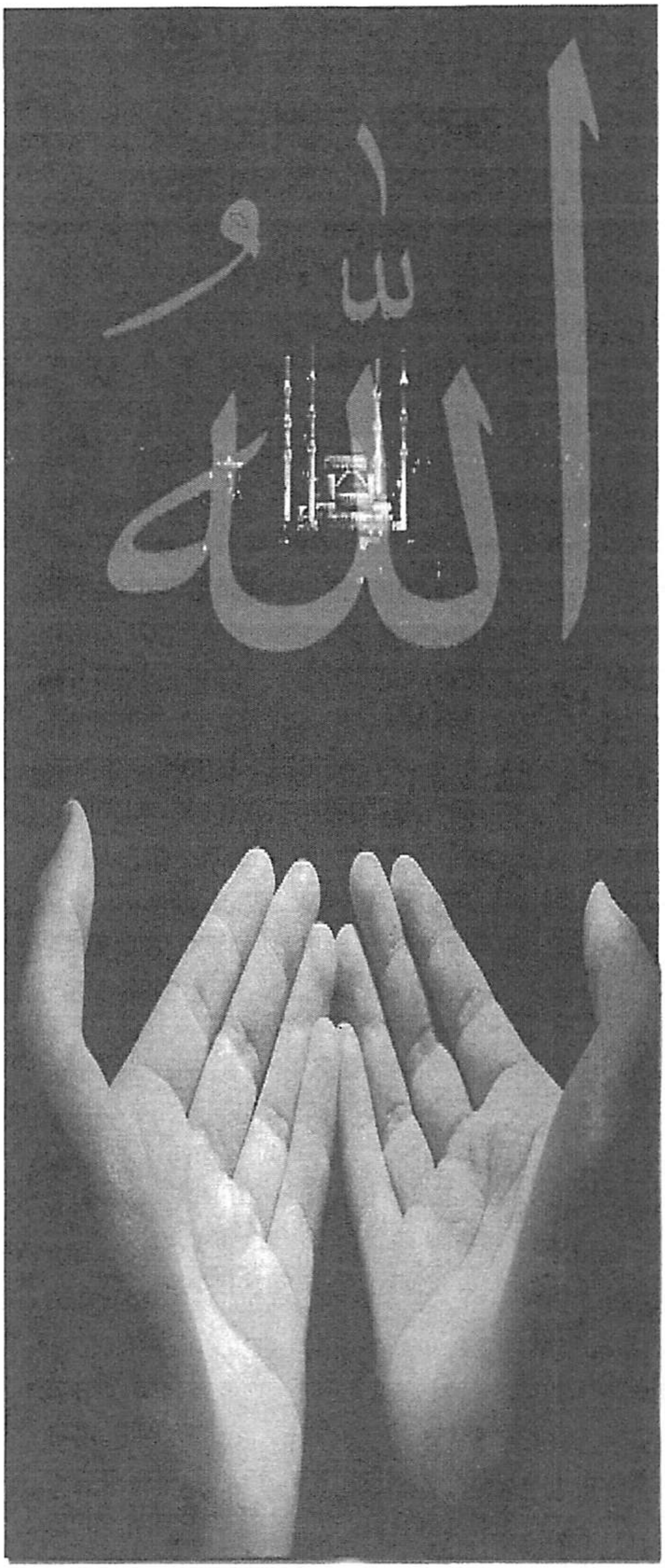

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে হাদীসটিতে রয়েছে যে হুজুর (সাঃ) ইসতেছকার নামাজ ব্যতীত অন্য কোন নামাজ শেষে হাত তুলে দোয়া করতেন না যা ইমাম বুখারী ও রেওয়ায়েত করেছেন, এর জবাবে বুখারী শরীফের ব্যখ্যা গ্রন্থ ফতহুলবারীতে বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা ইবনে হজর আসকালানী বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে ইসতেছকার নামাজে যেভাবে হুজুর হাত অনেক উপরে উঠাতেন ফরজ নামাজের শেষেএত উপরে উঠাতেন না।এছাড়া হুজুর(সঃ) ফরজ নামাজের পরে কখনও কখনও

হাত উঠাতেন আবার কখনও উঠাতেন না।
সুতরাং ফরজ নামাজ শেষে একত্রে হাত উঠিয়ে দোয়া করা, আমিন বলা এবং মুখে মুছেহ করা মুস্তাহাব। যারা বেদআত বলে তারা সম্পূর্ণভাবে ভুলের উপর রয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান মুফতী আল্লামা আজিজুর রহমান সাহেব বলেছেন, 'যারা ফরজ নামাজের পর হাত তুলে দোয়া করাকে বেদআত বলে তারা হাদীস ও সুন্নাত সম্পর্কে অজ্ঞ। (ফতওয়ায়ে দারুল উলূম) তাই সলফী বা লামাযহাবী এবং তাদের সাথে যারা নামাজের পর দোয়াকে এনকার করে তার হাদীস এবং সুন্নাতকে এনকার করে।

মোজার উপর মুছেহ করার বিধান

অধ্যাপক মাওলানা মুহিব্বুর রহমান

এ কথা সর্বজনবিদিত যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া এবং নামাজের পূর্বে ওজু অথবা (ওজুর পানি না পাওয়া গেলে কিংবা পানি স্পর্শ করলে অসুখ বাড়তে পারে এমন হলে) তাইয়াম্মুম করাও ফরজ। ওজুর মধ্যে রয়েছে চারটি ফরজ (১) মুখ ধৌত করা (২) উভয় হাত কুনুই পর্যন্ত ধৌত করা (৩) মাথা মুছেহ করা এবং (৪) উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করা। পা ধৌত করা পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ। তবে অনেক হাদীস দ্বারা ধৌত করার স্থলে কারণভেদে পা মুছেহ করার কথা উল্লেখ আছে। আর সে কারণ হচ্ছে যদি পায়ে মোজা থাকে। সে মোজার ধরণ নিয়ে বর্তমান তথাকথিত আহলে হাদীস বা লা-মামহাবী এবং তাদের হিতাকাঙ্খী কিছু লোকদের মধ্যে প্রগাঢ় বিভ্রান্তী বিরাজমান। সে জন্য এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। পূর্বে বলা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনে শুধু পা ধৌত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে হাদীস শরীফে মোজাপরা পা মুছেহ করার কথা বর্ণিত আছে। যেসব মোজার উপর মুছেহ করার কথা বর্ণিত রয়েছে যে গুলোকে খুফ্‌ফাইন বলা হয়েছে আর খুফ্‌ফাইন এর অর্থ মুহদ্দিসিন ও ভাষাবিদদের মতে চামড়ার মোজা। তাই চামড়ার মোজার উপর মুছেহ করার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। সব ইমাম এবং মুহাদ্দিসদের মতে চামড়ার মোজার উপর মুছেহ করা বৈধ এবং সুন্নাত। সংশ্লিষ্ট সমস্ত হাদীসাবলীর মধ্যে মাত্র তিনটি হাদীস পাওয়া যায় যে গুলোতে সুতার মোটা মোজার উপর মুছেহ এর কথা বলা হয়েছে। সেগুলোকে; জাওরাব, বলে। এক নম্বর হাদীস বর্ণিত হয়েছে হযরত বিলাল (রঃ) কর্তৃক। দুই নম্বর হাদীস আবু মুছা আশয়ারী (রঃ) কর্তৃক এবং তিন নম্বর হাদীস হযরত মুগিরা ইবনে শুবা (রঃ) কর্তৃক। হযরত বিলাল বর্ণিত হাদীসটিতে রয়েছে ইমাম তাবরানী (রঃ) এর মোজামুছ ছগীর গ্রন্থে, হযরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণিত হাদীস ইবনে মাজা ও বায়হাকী শরীফে এবং হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা বর্ণিত হাদীস তিরমিজি শরীফে। প্রথম দু'টি হাদীস সম্পর্কে বিখ্যাত হাদীসবিদ আল্লামা হাফিজ জয়লঈ স্বীয় গ্রন্থ নছবুর রায়া ১নং খন্ড ১৮৩-৮৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন এ দুটি হাদীসের সনদ দোষযুক্ত এবং দুর্বল। হযরত আবু মুসা আশয়ারী বর্ণিত হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বলেন, এ হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য নয় বজলুল মাজহুদ ১নং খন্ড পৃষ্ঠা। সুতরাং এ দু'টি হাদীস সম্পর্কে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ দুর্বল হাদীস দ্বারা আহকাম ছাবিতে হয় না। বাকী রইলো হযরত মুগিরা ইবনে শুবা বর্ণিত হাদীস যা ইমাম তিরমিজি, তিরমিজি শরীফে বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি এ হাদীসকে হাছান এবং ছহীহ বলেছেন। কিন্তু হাদীসের অন্যান্য ইমামরা এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বলেন, এ হাদীসটি গ্রহনযোগ্য হতে পারে না কেননা হযরত মুগিরা ইবনে শুবা বর্ণিত অপর ছহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে হুজুর (সঃ) খুফ্‌ফাইন বা চামড়ার মোজার উপর মুছেহ করেছেন। (বজলুল মাজহুদ ১ নং খন্ড ৯৬ পৃঃ) সুতরাং আব্দুর রহমান বিন মাহদি হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রঃ) থেকে এ হাদীস বণনা করতে পারেন না। ইমাম নাছাঈ ছুনানে কুবরাতে লিখেছেন একমাত্র আবু কয়স ছাড়া হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রঃ) থেকে এ হাদীস অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই এবং অন্য কেউ এ হাদীসকে গ্রহণও করেননি। এছাড়া হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে হুজুর (সঃ) খুফ্‌ফাইন,বা চামড়ার মোজায় মুছেহ করেছেন (নছবুর রায়া)। এছাড়া ইমাম মুসলিম, ইমাম বায়হাকী, ইমাম ছুফিয়ান ও ইমাম নববী (রঃ) বলেছেন হাদীসের সমস্ত হাফিজগন এ হাদীস কে দূর্বল বলেছেন সুতরাং একমাত্র ইমাম তিরমিজি (রঃ) এর দাবী এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ, গ্রহনযোগ্য হতে পারে না (নছবুর রায়া ১ম খন্ড ১৮৩ পৃঃ)। এবার আসা যাক জাওরাব সম্পর্কিত আলোচনায়। জাওরাব হচ্ছে মোট সুতা দ্বারা নির্মিত শক্ত

মোজা যার ভেতরে সহজে পানি ঢুকতে পারে না এবং যে মোজা দিয়ে কমপক্ষে তিনি মাইল হাটা যেতে পারে। জওরাব এর মধ্যে আবার কোন কোন মোজার উপর দু'দিকে চামাড়া লাগানো থাকে যাকে 'মুজাললাদ' বলে আবার কোন কোন মোজার নীচের অংশে চামড়া লাগানো থাকে তাকে 'মুনায়য়াল' বলে। এগুলোতে মুছেহ জায়েজ। সুতা, উল এবং নাইলন এর পাতলা মোজার উপর মুছেহ করা কোন ইমামের মতে জায়েজ নয়। মুছান্নিফে ইবনে আবি শায়বা ১নং খন্ড ১৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে হযরত সাঈদ ইবনে মুছাইয়িব এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, একমাত্র শক্ত মোজার উপর মুছেহ করাই গ্রহনযোগ্য। তারা সাহাবাদের আমল দেখেই ফতওয়া প্রচার করে ছিলেন যে, শক্ত মোজা ছাড়া মুছেহ করা জায়েজ নয়। সুতরাং শক্ত মোটা মোজা যা চামড়ার মত হতে হবে কথাটি নতুন নয় বিশ্ববিখ্যাত ফকীহ এবং হাদীসবিদ ইমাম আল্লামা আলাউদ্দিন কাছানী তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'বাদায়ীস ছানায়ী' ১ খন্ড ১০ পৃষ্ঠা এবং আল্লামা ইবনে নুজাইম তাঁর কিতাব বাহরুর রায়েক গ্রন্থে ১ খন্ড ১৯২ পৃষ্ঠায় পরিস্কার লিখেছেন, মোজা যদি পাতলা হয়, যাতে পানি ঢুকে যেতে পারে অথবা এ রকম মোজা যা পাতলা সুতা দিয়ে তৈরী তার উপর কারো মতে মুছেহ জায়েজ নয় । যদি মোজা এ রকম শক্ত হয় যে তাতে পানি ঢুকতে পারবে না এবং এর দ্বারা এক ফারছাক বা তিন মাইল হাটা যায় তা হলে এর মধ্যে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ইমাম বলেছেন, এর উপর মুছেহ করা যাবে আবার কোন কোন ইমাম নিষেধ করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মত 'শুধু চামড়ার মোজা ছাড়া মুছেহ জায়েজ নয়' কথা থেকে প্রত্যাবর্তন করে সুতার মোজার উপর মুছেহ করেছেন। সেটা মোটা সুতা নির্মিত মোজা ছিল। সুতরাং জাওরাবাঈন বা মোটা সুতা নির্মিত পাতলা মোজা নয় বরং সুতির মোটা শক্ত মোজার উপর তিনটি শর্ত দ্বারা মুছেহ করা জায়েজ করা হয়েছে। ১. তার উপর পানি ঢালা হলে তা পা পর্যন্ত পৌছেনা। ২. ধরে রাখা ব্যতীত পায়ে লেঘে থাকে ৩. এসব মোজা দিয়ে কয়েক মাইল হাঁটলে তা ছিড়বেনা। এ আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হাওয়া যায় যে পবিত্র কোরআন অনুযায়ী সর্বোত্তম হলো ওজুর মধ্যে পা ধৌত করা। দ্বিতীয়ত: সহী হাদীস অনুযায়ী চামড়ার মোজার উপর মুছেহ করা জায়েজ এবং সুন্নত। তৃতীয়তঃ সমস্ত মুহাদ্দিস এবং ফকীহদের ফতওয়া অনুযায়ী জাওরাবাঈন বা মোটা সুতি মোজা বা চামাড়ার মত এবং যাতে উপরে বর্ণিত তিনটি শর্ত রয়েছে তার উপর মুছেহ জায়েজ। এছাড়া বর্তমানে প্রচলিত সাধারন পাতলা সুতা দ্বারা নির্মিত পাতলা মোজা যার ভেতর দিয়ে পায়ে পানি চলে যেতে পারে এসব মোজার উপর মুছেহ করা কারো নিকট জায়েজ নয়।

তাই জমহুর বা সমস্ত মুহাদ্দিসিন ও ফকীহদের মতের বিপরীত শুধু পরবর্তী এক দু'জন আলেম যারা কোন মাযহাবে অনুসারী নয় বরং স্বাধীনচেতা তাদের মত এর ভিত্তিতে পাতলা সুতী মোজার উপর মুছেহ করলে ওজু সিদ্ধ হবে না এবং ওজু না হলে নামাজ ও হওয়ার কথা নয়। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সন্দেহযুক্ত কাজকে পরিহার করার তৌফিক দিন। আমীন।

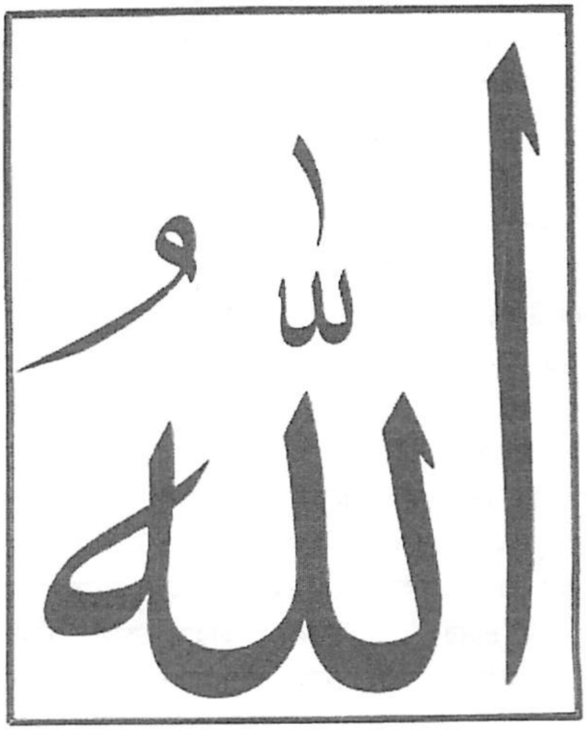

ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদে মহিলাদের জামাতে নামাজ

অধ্যাপক মাওলানা মুহিব্বুর রহমান

বর্তমান শতাব্দীতে কিছু সংখ্যক প্রগতিবাদী মুসলমান মহিলাদের মসজিদে এসে পুরুষদের সাথে জামাতে নামাজ পড়ার জন্য অত্যধিক আগ্রহ ব্যক্ত করছেন এবং কোন কোন জায়গায় পড়া শুরুও করেছেন। আবার কিছু সংখ্যক পুরুষরা তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করছেন এবং কোন কোন মসজিদে মহিলাদেরকে পাঁচ ওয়াক্তের জামাতে রীতিমত নিয়ে আসাও শুরু করেছেন। তাদের যুক্তি হলো মহিলারা যদি বাইরে ঘুরাফেরা করতে পারে, বাজারে যেতে পারে, রাস্তাঘাটে অবাধে চলাফেরা করতে পারে তা হলে মসজিদে এসে নামাজে শরীক হতে পারবে না কেন?

সুতরাং এ ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মসজিদে এসে জামাতে নামাজ পড়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাওয়াব বেশী পাওয়া। তাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো মহিলারা মসজিদে এসে জামাতে নামাজ আদায় করলে ছওয়াব বেশী পাবে, না আদৌ পাবেইনা।

প্রথমতঃ পবিত্র ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান বিধায় অপরাধ ও গুণা সমূহ নিষেধের সাথে সাথে

তার আনুসাঙ্গিক বিষয়সমূহকে নিষেধ করেছে যাতে ও গুলোর উপর নির্ভর করে মানুষ মূল গুনার কাজ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। যেমন মদ পানকে শরীয়ত হারাম ঘোষনা করেছে । সে জন্যে মদ তৈরী, মদ বিক্রি, মদ ক্রয় সবগুলোই হারাম, সুদ খাওয়া হারাম সে জন্যে সুদ দেয়া নেয়া সুদ সংক্রান্ত কারবারে সাক্ষী হওয়া লেখালেখী করাও হারাম। শিরক একটি প্রকান্ড গুনাহ। সাথে সাথে শিরকের আনুসাঙ্গিক কাজ সমূহ গুনাহ। অনুরূপভাবে জেনা (ব্যভিচার) কে ইসলাম হারাম বলে ঘোষনা দিয়েছে। সাথে সাথে জেনার আনুসাঙ্গিক কাজ সমূহ যেমন কাম দৃষ্টিতে দেখা, কামভাব নিয়ে শুনা, কাম ভাব নিয়ে কথা বলা সব গুলোকে নিষেধ করা হয়েছে। ছহি মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 'নজর অর্থাৎ দেখা হচ্ছে চোখের জেনা, শোনা হচ্ছে কানের জেনা, বলা হচ্ছে জবানের জেনা, ধরা হচ্ছে হাতের জেনা এবং চলা হচ্ছে পায়ের জেনা। অর্থাৎ কোন বেগানা নারীর দিকে কামভাব নিয়ে দৃষ্টিপাত করা, তার কথা শুনা, তার সাথে কথা বলা, তাকে ধরা তার দিকে চলা সবই জেনার অন্তর্ভুক্ত।

একারণেই পবিত্র কুরআনে মহিলাদেরকে যতদূর সম্ভব ঘরে অবস্থান করার কথা বলা হয়েছে এবং মানবিক এবং শরীয়ত সম্মত কারণে বাইরে যেতে হলে পর্দা রক্ষা করে যেতে বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে মহিলারা যখন ঘর থেকে বের হয় তখনই শয়তান তাদেরকে নিয়ে খেলতে শুরু করে দেয়।

পবিত্র কুরআন মহিলাদেরকে 'ঘরে অবস্থান কর এবং জাহিলী যুগের নারীদের ন্যায় বাইরে ঘুরাফেরা করো না, বলে হুশিয়ারী করে দিয়েছে।(সুরা আহযাব)

এবার মূল বিষয়বস্তুতে আসা যাক। যে সব হাদীসের পেক্ষিতে মহিলাদেরকে রাসূল (সঃ) এর সময় মসজিদে যাবার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল সে হাদিস গুলো হচ্ছে:

১. হযরত ছালেম ইবনে আব্দুল্লাহ, তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করছেন যে, রাসূল (সঃ)বলেছেন যখন মহিলারা অনুমতি (মসজিদে যাবার) চায় তখন তোমরা তাদেরকে নিষেধ কর না (বুখারী, মুসলিম)
২. হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূল (সঃ) বলেছেন, মহিলারা মসজিদে আসতে চাইলে তোমরা নিষেধ কর না (আবু দাউদ)
৩. হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হুযুর (সঃ) বলেছেন, যখন মহিলারা মসজিদে আসতে অনুমতি চায় তখন তোমরা বাঁধা দিও না (মুসলিম)।

এ হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম নববী এবং বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম ইবনে হজর আসকালানী সহ অসংখ্য হাদীস বিশারদরা বলেছেন, এখানে মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার জন্য মহানবী (সঃ) স্বেচ্ছায় নিজপক্ষ থেকে বলেননি বরং অনুমতি চাইলে বাধা না দেয়ার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়া 'আহদে নবুয়ত' অর্থাৎ নবুয়তী যুগের পরিবেশ ছিল সম্পূর্ন ভিন্ন ধরণের। নবীর হাতে গড়া সোনার মানুষ ছাহাবাদের ঈমান এ রকম মজবুত ছিল যাতে কোন মহিলার সাথে স্বাভাবিক জেনার চিন্তা তো দূরের কথা দৃষ্টিপাত করাও প্রায় অসম্ভব ছিল। হাজারে এক দু'ঘটনা পাওয়াও দুস্কর ছিল। নবী (সঃ) এর ইন্তেকালের পর পরই নবী পত্মী উম্মুল মুমীনিন মা আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, 'যদি রাসূল (সঃ) এখন বেঁচে থাকতেন তাহলে (এখনকার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে) মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন(বুখারী ও মুসলিম)। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম বদর উদ্দিন আইনী বলেছেন, 'মহিলাদের মধ্যে যখন দ্বীনদারী কমে যাবে তখন তাদের মসজিদে যাওয়া বৈধ না হওয়ার দলিল হচ্ছে এ হাদীস। (উমদাতুল কারী, ২য় খন্ড ১৫৯ পৃঃ)।

এছাড়া অনেকগুলো হাদীস রয়েছে যেখানে মহিলারা মসজিদে যেতে চাইলে বাঁধা দিও না এর সাথে সাথে তাদের

উত্তম মসজিদ ঘর এবং ঘরে নামাজ তাদের জন্য উত্তম এবং তাদের ঘরে নামাজ আদায়ে ছওয়াব অধিক এসব বলা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন রাসুলাল্লাহ (সঃ) বলেন, মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ কর না তবে তাদের জন্য উত্তম হলো তাদের ঘরে নামাজ আদায় করা । (আবু দাউদ, হাকিম, সহী ইবনে খুজাইমা)।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণণা করেন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'মহিলাদের নামাজ তাদের ঘরের বড় কামরার চেয়ে ছোট কামরায় উত্তম, ঘরের খোলামেলা জায়গার চেয়ে গোপন জায়গায় উত্তম (আবু দাউদ), উম্মুল মুমীনীন নবী পত্নী উম্মে সালমা বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেছেন, 'মহিলাদের উত্তম মসজিদ হচ্ছে তাদের ঘরের গোপনীয় জায়গা' (আবু দাউদ, আহমদ তাবরানী ইত্যাদি)।

হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুল(সঃ) বলেছেন, পুরুষদের সাথে মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করার চেয়ে মহিলাদের একা একা ঘরে নামাজে ২৫ গুন ছওয়াব রয়েছে (জামেয় ছগীর)।

হযরত আবু হামেদ সাদী (রাঃ) এর পত্মী উম্মে হামেদ হুজুর (সঃ) এর দরবারে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমি আপনার পেছনে জামাতে নামাজ আদায় করতে চাই। হুজুর (সঃ) উত্তর দিলেন আমি জানি তুমি আমার পেছনে নামাজ আদায় করতে আগ্রহী, কিন্তু তোমার জন্য ঘরের ছোট কামরায় নামাজ বড় কামরার চেয়ে উত্তম। বড় কামরার নামাজ বারান্দার নামাজের চেয়ে উত্তম, বারন্দার নামাজ মহল্লার মসজিদের নামাজের চেয়ে উত্তম এবং তোমার মসজিদে নামাজ আমার মসজিদের নামাজের চেয়ে উত্তম।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত ইমামুল হাদীস ইবনে খুজাইমা এবং ইবনে হিব্বান বলেন, নবীর মসজিদে হাজার গুণ ছাওয়াব থাকা সত্ত্বেও উক্ত মহিলাকে এরকম বলার অর্থ হচ্ছে এ ছাওয়াব শুধু পুরুষদের জন্য আর মহিলাদের জন্য এ ছওয়াব নয় বরং তাদের ঘরে ছওয়াবই অধিক। (আততারগীর ওয়াত হারহীব)।

ফকীহ ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হুজুর (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর কাছে মহিলাদের সবচেয়ে পছন্দনীয় নামাজ হচ্ছে যা সে তার ঘরের অন্ধকার জায়গায় আদায় করে। (সহী ইবনে খুজাইয়া) হযরত আব্দুল্লাহ মাসউদ তাবরানী শরীফের হাদীস 'যেখানে থেকে আল্লাহ তাদেরকে বাইরে

রেখেছেন তোমরাও তাদেরকে সেখানে থেকে বাইরে রাখ। এর অর্থ করেছেন 'যেখান থেকে' অর্থাৎ মসজিদ থেকে এবং তাদেরকে অর্থ মহিলাদেরকে। ইমাম তাবরানী তাঁর বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মুজমাউল কবীর গ্রন্থে এ রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। ইবনে মসউদ (রাঃ) এ কথাকে কাজেও পরিণত করেছেন। হযরত আবু আমর শায়বানী বলেছেন, যে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে জুমার দিনে মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে রেব করে দিতে দেখেছেন (তারবানী)। বুখারী শরীফের বিশ্লেষণকারী আল্লামা বদরউদ্দিন আইনী লিখেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর জুমার দিনে পাথর মেরে মেরে মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছেন। (উমদাতুল কারী)। এসব বর্ণনার ভিত্তিতে ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদরা বিশেষতঃ হানাফী ফকিহরা মহিলাদের মসজিদে এসে জামাতে শরীক ওয়াকে মাকরুহ বলেছেন।

অন্যান্য মাযহাবের ফকীহরা ও এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, মেয়েদের ঘরের নামাজে মসজিদে নামাজের চেয়ে ছওয়াব অধিক। হানাফী মাজহাবের ফতওয়ার প্রসিদ্ধ কিতাব রুদ্দুল মুহতার এর বরাত দিয়ে ফতওয়ায়ে রহিমীয়া, ফতওয়া দারুল উলুম, আহসান ফতওয়া ইত্যাদি ফতওয়ার কিতাবে মহিলাদের জামাতকে মকরূহ-ই-তাহরীমা বলা হয়েছে। এসব কিতাবে এর কারণ বলা হয়েছে যুগের দ্বীনি দুরবস্থা।

সুতরাং আজ থেকে শত শত বছর পূর্বে ফুকাহা অর্থাৎ ইসলামী আইনবিদরা যুগের দ্বীনি দুরবস্থার প্রেক্ষিতে যেখানে মহিলাদের মসজিদে এসে জামাতে নামাজ পড়াকে নিষেধ করেছেন, সেখানে বর্তমান যুগের অধিক দুরবস্থার প্রেক্ষিতে কোন মুফতী মহিলাদেরকে মসজিদে আসার আদেশ দেয়ার দুঃসাহস করবেন? যারা বলেন মহিলারা যখন বাইরে সব জায়গায় যেতে পারেন তখন মসজিদে যেতে পারবেন না কেন? তাদের উত্তরে বলা যায়, মহিলারা কেন বাইরে সব জায়গায় যাবেন? মহিলাদের কর্মস্থল হলো তাদের গৃহ। সে জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তারা ঘর থেকে বের হবেন না বলে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা পবিত্র কালামে ঘোষনা দিয়েছেন যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া বিশেষ প্রয়োজেনর অন্তর্ভুক্ত নয় কারণ হাদীসে তাদের উত্তম মসজিদ ঘর বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

কোন কোন লোকেরা মক্কা মদিনার মসজিদের কথা উল্লেখ করে থাকেন। প্রথমতঃ মক্কা ও মদিনার মসজিদের পরিবেশ দুনিয়ার অন্য কোথাও নেই। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান মক্কা ও মদিনার সব আমল দলিল নয়, দলিল হলো কুরআন এবং হাদীস। মক্কা মদিনায় বর্তমানে বহু জিনিস কুরআন হাদীসের পরিপন্থী হতে চলেছে। হুজুর (সঃ) স্বয়ং ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমার মসজিদে এসে নামাজ পড়ার চেয়ে তোমাদের ঘরে নামাজ অধিকতর শ্রেয়। তাই হুজুর (সঃ) এর কথা এবং সাহাবাদের আমলই আমাদের অনুসরনীয়। কেউ কেউ এরকম প্রশ্নও করে থাকেন যে, মহিলারা তা হলে দ্বীন শিখবে কোথায়? মাঝে মাঝে দ্বীন শিখার জন্য মহিলাদের প্রোগ্রাম এবং প্রত্যহ পাঁচ বার এসে নামাজ পড়া এক কথা নয়। এছাড়া দ্বীন শিখার জন্য মসজিদ কেন পৃথক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে দ্বীন শিখানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তাই এ সমস্ত অহেতুক প্রশ্নাবলী উত্থাপন না করে মহানবী (সঃ) এর পবিত্র জবানের উক্তি মহিলাদের উত্তম মসজিদ তাদের ঘর। মুসলিম জননী হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উক্তি রাসুল (সঃ) বেঁচে থাকলে মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর ইত্যাদি সাহাবাদের মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে বের কের দেয়া, বিশ্ব বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হাফিজ ইবনে হজর আসকালানী, আল্লামা বদর উদ্দিন আইনী, ইমাম নববী, ইমাম তাবরানী , ইমাম হাকেম, ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম ইবনে খুজাইয়া এবং শত শত ফকীহদের উপর জ্ঞান ও বুদ্ধির দৌরাত্ম্য খাঁটিয়ে মহিলাদেরকে মসজিদে নেবার অহেতুক বাড়াবাড়ি প্রয়াস সমীচীন হবে কি হবে না তা বিচারের দায়িত্ব পাঠকদের। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান এবং বোধগম্যতা দান করুন। আমীন।

তারাবীর নামাজ বিশ রাকায়াতই সুন্নত

মাওলানা কয়েছ আহমদ

মাহে রমজানে রাতের বেলায় এশার নামাজের পর তারাবীর নামাজ পড়া সুন্নত। তারাবীর নামাজের রাকাতের সংখ্যা হচ্ছে বিশ। ইহা হানাফী এবং অন্যান্য মাজহাব মত ও শুদ্ধ। বর্তমানে গায়ের মুকাল্লিদ এবং তথাকথিত সালাফিরা বিশ রাকায়াত তারাবী বেদআত এবং আট রাকায়াত সুন্নত বলে জনসমক্ষে প্রচার করে থাকেন। তারা বলে থাকেন যে বিশ রাকায়াত তারাবীর নামাজ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

এখন আমরা এ ব্যাপারে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করবো। ইহা সত্য যে রাসুলুল্লাহ (স) এর যুগে কিয়ামে রমজান অর্থাৎ তারাবী নামাজের সংখ্যা নির্ধারিত ছিলনা। হযরত রাসুল (স) এ নামাজ পুরা মাস প্রত্যেক রাতে পড়েন নাই। সহি হাদিস অনুসারে তিনি মাত্র তিন রাত ২৩,২৫ এবং ২৭ কিয়ামে রমজান করেছেন।

এছাড়া আট রাকায়াত তাহাজ্জুদ তিনি রমজানের প্রত্যেক রাত সারা বছর পড়তেন।

কিন্তু হযরত ওমর (রা) এর খিলাফতে ২০ রাকায়াত তারাবী সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। আর হযরত ইয়বাজ ইবনে সারিয়া বর্ণিত তিরমিজি শরীফের হাদীসে রসূলুল্লা (স) বলেন তেমরা আমার এবং আমার খুলাফায়ে রাশেদার সুন্নতকে অবশ্যই আকড়িয়ে ধরবে।

তিরমিজি শরীফের অন্য হাদীসে রয়েছে হুযুর (স) বলেন, আমি জানিনা আর কতিদিন বেঁচে থাকবো, তবে আমি চলে যাবার পর তোমরা আবু বকর (রা) এবং ওমর (রা) এর সিদ্ধান্তকে মেনে চলবে।

হাফিজ ইবেনে হজর এ হাদীস সহিহ বলেছেন। সে হিসেবে এটা হুযুরের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল। এ ছাড়া আমরা নিন্মে আরো কতিপড় হাদীস দ্বারা বিষয়টিকে পরিষ্কার করতে চাই।

১। ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন হযরত ওমর (রা) হযরত ওসমান (র) ও হযরত আলী (র) এর আমলে ২০ রাকায়াত তারাবী নামাজ আদায় করা হতো। এ হাদিসটি ও সহি।

২। ইমাম মালিক (র) তার প্রমাণ্য হাদীস গ্রন্থ "মুয়াত্তায়" হযরত ইয়াজিদ বিন রোমান থেকে বর্ণনা করেন যে লোকেরা বিশ রাকায়াত তারাবী নামাজ পড়েতেন এ হাদিসের সনদ ও সহি।

৩। আবু দাউদ শরীফে হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত হযরত ওমর (র) লোকদেরকে হযরত উবাই বিন কাবের পিছনে তারাবী নামাজ পড়ার আদেশ প্রদান করেন আর হযরত উবাই ইবনে কা'ব তারাবী ২০ রাকায়াত পড়তেন।

৪। মুছান্নাফে ইবনে আবি শায়বাতে অন্য একটি হাদিসে রয়েছে হযরত উবাই ইবনে কাব মদীনায় ২০ রাকায়াতের ইমামতি করতেন।

৫। ইমাম বায়হাকী তাঁর হাদীসের কিতাব সুনানে কুবরাতে হযরত আব্দুর রহমান সালামী থেকে বর্ণনা করেন যে হযরত আলী (র) উত্তম কারীদেরকে আহ্বান করে তাদের দ্বারা ২০ রাকায়াত তারাবীর ইমামতি করাতেন এবং তিনি নিজে ও বিতির নামাজ পড়াতেন।

এভাবে এ ব্যাপারে অনেক হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। কোন কোন হাদীসে স্বয়ং হুজুর (স) ২০ রাকায়াত তারাবী পড়তেন উল্লেখ রয়েছে। যদি ও সে সব হাদীস নহে। তবে ফাজায়েলের এবং সুন্নত নফলের ব্যাপারে জয়ীপ হাদীস ও গ্রহণযোগ্য বলে সমস্ত হাদিস বিশারদগন একমত। তাই এসব দলীলের প্রেক্ষিতে ইমাম মুহাম্মদ বিন খুজাইমা আল্লামা কাসতালানী শাফেয়ী, ইমাম মুল্লা আলী কারীসহ অন্যান্য হাদিসবিদ ও ফকিহগন বলেছেন হযরত ওমর (র) এর সময়ে সিদ্ধান্তকৃত উক্ত আমল পরবর্তী তে সমস্ত ফকিহগন গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা জুবাইদী তাঁর অমর গ্রন্থ "আল ইতেহাফ" গ্রন্থে বলেছেন হযরত ওমর (র) এর সময়ে এ ইজমার ভিত্তিতে ইমাম আবু হানিফা (র) ইমাম শাফেয়ী (র) ইমাম মালেক (র) এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্মল (র) সকল সনদ উলামা কেরাম ২০ রাকায়াত তারাবী সুন্নত বলে ঘোষনা দিয়েছেন। সারা বিশ্ব এমনকি হারামাইন শরীফাইনে এ আমল যুগপৎ চলে আসছে। একমাত্র লা মাযহাবী গায়ের মুকাল্লিদ এবং তথাকথিত সালাফীরা এ আমলকে বেদাত বলে জনসমক্ষে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

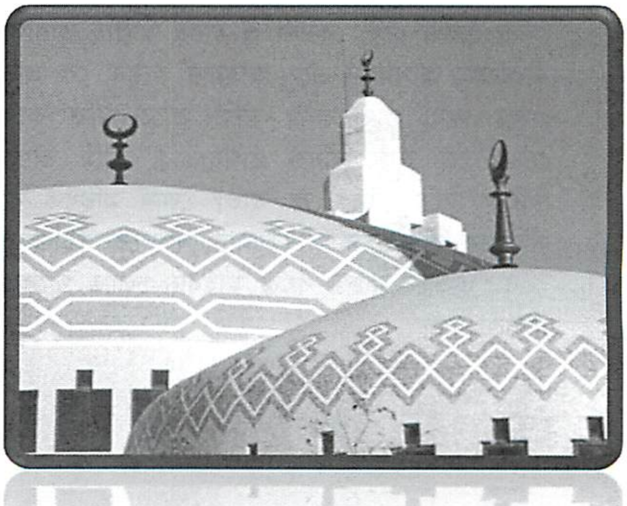

হাদীসের আলোকে শবে বরাতের ফজিলত

অধ্যাপক মাওলানা মুহিব্বুর রহমান

"নিছফে শাবান" বা ১৫ ই শাবান রাত যা আরব জাহানে "লাইলাতুল বরাআত এবং উপমহাদেশে শবে বরাত নামে পরিচিত, একটি অত্যন্ত পবিত্র রাত। সে রাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে কিছু না থাকলেও পবিত্র হাদীস শরিফে অনেক বর্ণনা রয়েছে। তাফসীরে জালালাইন সহ অসংখ্য কিতাবের লেখক আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী স্বীয় ভুবন বিখ্যাত কিতাব "দুররে মানসুরে" পনেরটির বেশী রেওয়ায়েত শুধু শবে বরাতের ফজিলত সম্পর্কে উদ্ধৃত করেছেন (দরসে তিরমিজি মুফতী উছমানী)। এছাড়া ইমাম বায়হাকী, ইমাম ইবনে আবি শায়বা এবং সেহাহ ছিত্তার ইমাম ইবনে মাজা ও ইমাম তিরমিজি এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

১. একদা রাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসুল (সঃ) কে ঘরে না দেখে বাইরে খুজতে বের হন। জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে দেখেন রাসুল (সঃ) সেখানে রয়েছেন (আকাশের দিকে মস্তক উচু করে ইবাদতে লিপ্ত অবস্থায়) তারপর হযরত আয়েশা (রাঃ) কে বললেন আল্লাহ তায়ালা ১৫ই শাবান এর রাতে প্রথম আছমানে অবতীর্ন হন এবং বনু কালব গোত্রের মেষ পালের পশমের চেয়ে অধিক লোকেদের মাফ করে থাকেন। (ইবনে মাজা, তিরমিজি)।

২. হযরত আলী বলেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন, যখন শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত আসে তখন তোমরা রাতের বেলা নফল নামাজ পড় এবং দিনের বেলা রোজা রাখ, কেননা এ রাতে আল্লাহ তায়ালা নিকটতম আসমানে এসে আহবান করেন, কে আছ গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আমি তাকে মাফ করে দেব। কে আছ রিযিক প্রার্থনাকারী আমি তাকে রিযিক দিয়ে দেব, কে আছ? কোন মছিবত বা সমস্যায় পতিত, আমি তোমার বিপদকে দূর করে দেব। এভাবে ফজর পর্যন্ত আহবান চলতে থাকে। (ইবনে মাজা)

৩. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রঃ) তাঁকে বললেন তুমি কি জান শবে বরাতের রাতে কি কি ঘটে? তিনি (আয়েশা) বললেন কি কি ঘটে? হুজুর (সঃ) বললেন, এ রাতে নির্ধারিত হয় এ বছর মানুষের যত সন্তান জন্ম লাভ করবে এবং যারা মৃত্যু বরণ করবে। এ রাতে মানুষের আমলগুলো আকাশে উঠানো হয় (সারা বছরের) এবং আকাশ থেকে মানুষের রিযিক জমিনে অবতীর্ন করা হয়। (বায়হাকী)।

সম্প্রতি কিছু সংখ্যক আলেম শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীস সমূহকে জয়ীফ বা দূর্বল বলে এ রাতের ইবাদত বন্দেগীকে বেদআত বলে ফতওয়া প্রচার করছেন এবং মুছল্লীদেরকে মসজিদে এসে ইবাদত বন্দেগী করা থেকে শুধু নিরুৎসাহ নয় বরং নিষেধ করেছেন। তাই এই ব্যাপারে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পেলাম।

প্রথমতঃ পবিত্র হাদিস সাহিত্যে হাদীস শরীফের বিভিন্ন প্রকারভেদের মধ্যে ছনদ বা বর্ণনাকারীদের সূত্রের দিক দিয়ে হাদিস সাধারণতঃ চার প্রকার যথাঃ ছহীহ, হাছান, জয়ীফ এবং মাওজু।

ছহীহঃ যে হাদিসের সনদের প্রত্যেক রাবী বা বর্ণনা কারী পূর্ণ আদালত অর্থ্যাৎ তাকওয়া এবং জবত অর্থ্যাৎ পূর্ণ স্মরণশক্তি সম্পূর্ন তাকে ছহীহ হাদিস বলে।

হাছান: যে হাদীসের রাবীর "জবত" গুণের পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাছান হাদীস বলে।

জয়ীফ বা দূর্বলঃ যে হাদীসের কোন রাবী বা বর্ণনাকারী হাছান হাদীসের রারীর গুণের মত গুনসম্পন্ন নন তাকে জয়ীফ হাদীস বলা হয়। কোন কোন জয়ীফ হাদীস রাবীর জোফ বা দূর্বলতা কম হওয়ার কারণে হাছান হাদীসের কাছাকাছি থাকে। জয়ীফ হাদীস দ্বারা জায়েজ, নফল এবং মুছতাহাব ছাবেত হয়।

ছহি মুসলীম শরীফের ব্যাখ্যকারী শায়খুল ইসলাম ইমাম নব্বী দামেশকী তার কিতাব "আল আজকার মিন কালামে সাইয়্যিদিল আবরার" এর ১৫ পৃষ্ঠায় পরিস্কারভাবে লিখেছেন যে, ক্বালাল উলামায়ু মিনাল মুহাদ্দিছিন ওয়াল ফুকাহা ওয়া গায়রুহুম ইয়াজুযু ওয়া ইয়াছ তাহিব্বুল আমালু বিল ফাজাইলে ওয়াত তারগিবে ওয়াত তারহীবে বিল হাদীছীদ জয়ীফ মালাম ইয়াকুনু মাওজুয়ান অর্থাৎ আমলের ফজিলত উৎসাহ ও ভয় প্রদর্শনের জন্য জয়ীফ হাদীস ব্যবহার করা

জায়েজ এবং মুছতাহাব বলে মুহাদ্দিছ, ফুকাহা এবং অন্যারা মতামত ব্যক্ত করেছেন যতক্ষন সে হাদীস মাওজু হবে না।
মাওজুঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী রাসুল (সঃ) এর নামে ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেছেন সে হাদীসকে মাওজু বলে। সে হাদীস কখনো গ্রহণযোগ্য নহে। জয়ীফ হাদীস দ্বারা আমল করা যে নফল বা মুছতাহাব এবং সে হাদীস ফযীলতের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য তা উছুলে হাদীসের প্রায় সব কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

এছাড়াও হযরত মায়াজ ইবনে জবল বর্ণিত হাদিস "নবীজি বলেছেন ১৫ই শাবানের রাতে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি জগতের প্রতি অবতীর্ন হন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতিত সকলকে মাফ করেন, হাদিসটি বিশুদ্ধ বলে হাদীস বিশারদরা মত প্রকাশ করেন। হাদীসটি তিবরানী এবং ইবনে হাব্বান এ বর্ণিত হয়েছে। নাছির উদ্দিন আলবানী তার সিলসিলাতুল আহদীসুস সহিহাতে এই হাদীস এবং অন্য আর একটি হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

এবার আসা যাক আমাদের আলোচ্য বিষয়ে। শবে বরাত এর রাতে এবাদত বন্দেগী করা এবং পরদিন রোযা রাখাকে কেউ কোনদিন ফরজ বা ওয়াজেব বলে নাই বরং উলামায়ে কেরাম নফল এবং মুস্তাহাব বলেছেন। আর শবে বরাত বা "নিছফে শাবানে" হাদীসগুলো হাদীসের অনেক ইমাম গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে আল্লামা সূয়ুতী ১৫ চেয়ে বেশী "মারফু" (যার সনদ রাসুল পর্যন্ত পৌছে) হাদিস বর্ণনা করেছেন বলে পূর্বে ও বলা হয়েছে। এছাড়া ছেহা সিত্তার দুইজন ইমাম- ইমাম ইবনে মাজা এবং ইমাম তিরমিজি তাদের কিতাবে হযরত আয়েশা, হযরত আলী এবং হযরত আবু মুছা আশয়ারী বর্ণিত হাদিসগুলো গ্রহণ করেছেন। ইমাম ইবনে মাজা হযরত আলী এবং হযরত আবু মুছা আশয়ারী বর্ণিত হাদীসের ছনদসমূহকে জয়ীফ বলেছেন কিন্তু হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদিসকে জয়ীফ বলেন নাই। ইমাম তিরমিজি হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেছেন আমি শুনেছি ইমাম বুখারী এ হাদীসকে দূর্বল বলেছেন। (মিরকাত শরহে মিশকাত মূল্লা/আলী ক্বারী)। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এই যে হাদীস যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে এক এক ইমামের এক এক স্বতন্ত্র প'দ্ধতি রয়েছে তাই এক ইমামের কাছে এক হাদীস দূর্বল হলে তা অন্য ইমামের নিকট দুর্বল না হয়ে হাসান বা সহী ও হতে পারে। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী অত্যন্ত কড়া এবং শক্ত ছিলেন। কোন বর্ণনাকারীর মধ্যে সামান্যতম ক্রটি পেলে তিনি সে হাদীসকে গ্রহন করতেন না কিন্তু অন্যান্য ইমামরা তা গ্রহণ করেছেন। এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। স্থানাভাবে তা উল্লেখ করা থেকে বিরত রইলাম। শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরাম সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

পরিশেষে, আমরা এ বলে সমাপ্তি টানতে চাই যে শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীসগুলো যদিও দূর্বল হয়ে থাকে তাহলে সে রাতে নফল আমল করা কোন অসুবিধা নয় বরং জায়েজ, ভাল এবং মুছতাহাব ও ছওয়াবের কাজ। এ ছাড়া মুছল্লীরা মসজিদে এসে উলামাদের বয়ান থেকে যদি শরীয়তের দু'চারটি মাছলা মাছায়েল শিখতে পারেন তাহলে ফরজ ওয়াজিব পালনেরও ছওয়াব পেতে পারেন। তবে আমাদের দেশে কোন কোন জায়গায় শবে বরাতের রাত অনেক ধরনের বেদয়াত কাজ অনেকে করে থাকেন। সেগুলো স্বতন্ত্র কথা। আবার কেউ সারা বছর নামাজ রোজা না করে শুধু শবে বরাতের রাতেই সারারাত বন্দেগী করে শুভভাগ্য নির্ধারণ করতে চান ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো থেকে জনসাধারণকে সতর্ক করতে হবে। আর এসব উপদেশ দিতে হলেও তো লোকজনকে মসজিদে পাওয়া দরকার। কোন কোন লোক আছে যারা সারা বছর মসজিদে আসে না তাদেরকে পাওয়া যায়না । ঐ রাতে যদি আসে এবং তাদেরকে বুঝানো যায় তাহলে হয়তো তাদের জীবনের পরিবর্তন আসতে পারে।

তাই এ সবের প্রেক্ষিতে শবে বরাত এর রাতে মসজিদে এসে সমগ্রীকভাবে জামাতে নামাজ পড়া ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী করা মোটেই বেদায়াত নয় বরং জায়েজ, ভাল, মুছতাহাব এবং ছাওয়াবের কাজ। আর তাতে নিষেধ করলে সারা বছরের সাথে সাথে ঐ রাতের ছওয়াব থেকে ঔসব লোকেরা বঞ্চিত হয়ে যাবে।

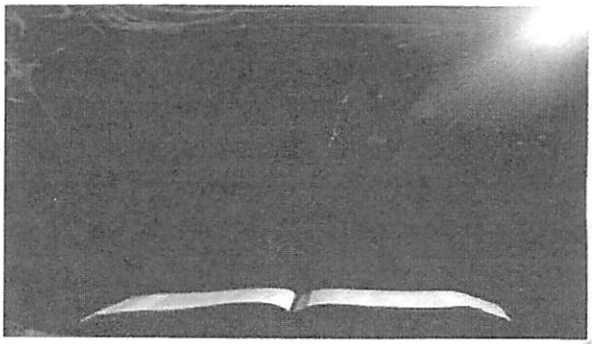

করমর্দন (মুছাফাহা) এক হাতে না দু'হাতে।

হাফিজ জুলকিফ্‌ল চৌধুরী

সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই দুই ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাত লাভে অভিবাদন ও সাদর সম্ভাষণ জানানোর রেওয়াজ চলে আসছে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন শব্দে সে রেওয়াজ বা পদ্ধতি পালন করে থাকে। যেমন: হিন্দুরা আদাব, নমস্কার, নমস্তে বা নমঃ নমঃ, খৃষ্টান সম্প্রদায়, গুড মর্নিং, গুড আফটার নুন, গুড ইভিনিং, গুড বাই এবং টা টা ও ব্যবহার করে থাকে এগুলোর মধ্যে কোনটি এমন যার ভাল কোন অর্থ নেই। কোনটির আবার অর্থ থাকলে ও তা সীমিত ও সংকীর্ন। তেমন ব্যাপক নয় যেমন গুড মর্নিং, সুপ্রভাত, গুড ইভিনিং শুভ বিকাল, গুড নাইট শুভ রাত্রি। এ গুলো কে প্রার্থনা হিসাবে মেনে নিলে ও অর্থ দাঁড়ায় তোমার আজকের দিনটা বা রাতটি ভাল যাক বা শুভ হোক ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ইসলামের অভিবাদন রীতি সালাম। "আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু" অর্থ হচ্ছে " তোমাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

অর্থাৎ তোমাদের ইহ ও পরকাল শান্তিময় হোক । ইহজীবনে কোনরূপ রোগ শোক, দুঃখ কষ্ট যাতনা অভাব অনটন যেন তোমাদেরকে অশান্তিতে না ফেলে এবং মৃতু পরবর্তী জীবনেও তোমাদের যেন অকল্যাণ না ঘটে। বহু বচন ব্যবহার করে তোমার এবং তোমার পরিবার পরিজনের জন্য দোয়া করা হয়। এখানে বিষয়টি লক্ষনীয় যে ইসলাম প্রবর্তিত অভিবাদন রীতির এ বাক্যটি আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেলে একজন মানুষের পরিবার সহ তার হই ও পরজীবন শান্তিময় হয়ে যায়।

পবিত্র ইসলাম প্রবর্তিত অভিবাদন রীতির দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে "মুছাফাহা" বা করমর্দন। " তিরমিজি শরীফের হাদিসে রয়েছে, তোমাদের অভিবাদনের পূর্নতা হলো "মুছাফাহা" বা করমর্দন। হাদীসের ভাষ্যমতে মুছাফাহা বা করমর্দনকারীদ্বয় পরস্পর বিচ্ছেদের পূর্বে তাদের সব গুনা মাফ হয়ে যায়। আবুদাউদ শরীফে রয়েছে "দুইজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাতের পর মুছাফাহা করলে একজন অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

কানজুল উম্মাল নামক কিতাবে আরেকটি হাদীস রয়েছে। " তোমরা পরস্পর মুছাফাহা" বা করমর্দন কর, তোমাদের অন্তর থেকে হিংসা বিদ্বেষ দুর হবে। এজন্য মুছাফাহার সময় দোয়া পড়তে হয়। " ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওলাকুম"। মুছাফাহার সময় দু'জন পরস্পর নিজেদের দু'হাত মিলিয়ে বুঝাতে চায়, আমরা এরূপ হাতে হাত মিলিয়ে চলবো আমাদের কেউ নিজের কোন হাত দ্বারা অপরের ক্ষতি সাধন করব না। এরূপ "মুয়ানাকা" বা কাঁধ মিলিয়ে এ এটা বুঝাতে চায় যে আমরা সব সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবো।

সে যা হোক বক্ষমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুছাফাহা বা করমর্দন করার উত্তম পদ্ধতির উপর যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা।

এ করমর্দনে বিজাতির ফ্যাসন হচ্ছে এক হাতে করমর্দন আর ইসলামের রীতি হচ্ছে দু'হাতে। আর বিজাতির এ ফ্যাসন আজকাল অনেকটা মসলিম কৃষ্টির মধ্যে ও অনু প্রবেশ করেছে। অধিকন্তু বর্তমান সালাফী বা লা মাযহাবী গায়ের মুকাল্লিদগন ও এক হাতে করমর্দনকে উত্তম এবং সুন্নত বলে ও দাবী উঠায়েছেন। কেউ কেউ আবার এক হাতে করমর্দন সুন্নত এবং দুহাতে বেদআত বলে ও প্রচার করছেন। তারা তাদের দাবীর স্বপক্ষে যে দলীল পেশ করে থাকেন তা হচ্ছে তিরমিজী শরীফের একটি হাদীসে। হযরত আনাস (রঃ) হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসুল সঃ কে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল সঃ, আমাদের কেউ অপর ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করলে তার সামনে কি মাথা নোয়াতে হবে? রাসুল সঃ বললেন,না। সে বললো জড়িয়ে ধরে চুমা দিতে পারে? হুজুর সঃ বললেন না, সে বললো তার হাত ধরে মুছাফাহা করতে পারে? তিনি বললেন হ্যাঁ পারে। উক্ত হাদীসে মুছাফাহা সম্পর্কিত আলোচনায় এক বচন ব্যবহার কার হয়েছে তাতে মনে হয় তা হবে একহাতে। তাদের দ্বিতীয় দলীল হলো, আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে " নবীজি কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতে নিজের হাতে তার ধরতেন। এখানে ও দু'হাতের পরিস্কার উল্লেখ নেই তাই "মুছাফাহা"হবে এক হাতে। জবাব: প্রথমত: মানবদেহের জোড়া অঙ্গ সমূহের বেলায় এক বচনের শব্দ ব্যবহার উভয় অঙ্গের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন। তোমার হাতকে গাড় পর্যন্ত গুটিয়ে নিওনা" অর্থাৎ কৃপণতা করনা (সুরা বনী ইসরাইল)। পবিত্র হাদীসে শরীফে রয়েছে, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন খারাফ কাজ হতে দেখবে, সে যেন নিজ 'হাত' দ্বারা তা প্রতিরোধ করে

(মিশকাত) অপর একটি হাদীসে এসেছে, (প্রকৃত) মুসলমান সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত এর উপদ্রব থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। (মিশকাত)
উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসদ্বয়ে 'হাত' এক বচনের শব্দ হলেও এক হাত উদ্দেশ্য নয় বরং উভয় হাতই উদ্দেশ্য বলে সমস্ত মুফাচ্ছিরীন ও মুহাদ্দিছিনদের অভিমত। এ ছাড়া ইলমে ফেকহার মূলনীতি হল" বিশেষভাবে কোন জিনিস উল্লেখ করা হলে উহা ব্যতীত অন্য গুলোর 'না' বুঝায় না। অনুরূপ ভাবে"। স্পষ্টভাবে কোন জিনিসের উল্লেখ হলে, বিশেষভাবে তার সাথে হুকুম সম্পৃক্ত হওয়া বুঝায় না" আল কাওয়াঈদুল ফেকাহ। যেমন কেউ বললো, জায়দ এসেছে এতে জায়দ ব্যতীত অন্যরা যেমন আমর বকর প্রমুখ আসেনি তা বুঝায় না। সুতরাং উপরোক্ত দলীল সমূহে এক হাতের উল্লেখ থাকলে ও দু'হাতে হবে না এমনটি কখনোও বুঝায় না। উপরন্ত অন্যান্য স্পষ্ট দলীল দ্বারা দু হাতে মুছাফাহা বা করমর্দন প্রমানিত আছে।

দলীল: সহীবুখারী শরীফে উল্লেখিত রয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন নবী (সঃ) আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন এমন অবস্থায় যে আমার হাত তাঁর উভয় হাতের "মধ্যখানে ছিল। (বুখারী শরীফ ২য় খন্ড ৯২৬ পৃঃ)। ইমাম বুখারী (রঃ) হাদীসটিকে মুছাফাহা অধ্যায়ে উল্লেখ করে প্রথম মুছাফাহা প্রমানিত করেছেন। তারপর উভয় হাতে "মুছাফাহা" অধ্যায়ে হাদীসটি পূনর্বার উল্লেখ করে মুছাফাহা উভয়হাতে হওয়ার দলীল পেশ করেছেন। ইমাম বুখারীর এ দলীলের সমর্থন দিয়েছেন বুখারী শরীফের চারজন খ্যতিমান ব্যাখ্যাতা জগৎ বিখ্যাত হাদীস বিশারদ, আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী ফতহুল বারীর ১১ খন্ডের ৫৭ পৃষ্টায়, আল্লামা বদর উদ্দিন আইনী " উমদাতুলকারী ২২ খন্ডের ৬২ পৃষ্টায়, আল্লামা কিরমানী শরহে করমানী ২২ খন্ডের ৯৮ পৃষ্টায় এবং আল্লামা কাসতালানী ইরশাদুস সারীর ৯ম খন্ডের ১৫৪ পৃষ্টায়। তারা এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে উপরোক্ত হাদীস দ্বারা উভয় হাতে মুছাফাহা এর পক্ষে দলীল পেশ করা সঠিক। আর হুজুর (সঃ) যেখানে মুছাফাহার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে ছিলেন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও দু'হাত বাড়াবেন এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর যদি ধরে নেওয়া ও হয় যে ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর এক হাত ছিল তবুও কোন অসুবিধা নয় কারণ হুজুর (সঃ) তো দু'হাত ব্যবহার করেছেন। তাই তা সুন্নত বলে প্রমানিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ "আল মুজামুলকাবীর ৮ম খন্ড ২৮১ পৃষ্টায় হযরত উমামা থেকে বর্ণিত রাসুল (সঃ) বলেন, দু'জন মুসলমান যখন মুছাফাহা করে তখন উভয় হাত পরস্পর আলাদা হতে না হতে তাদের গুনাসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।
উক্ত হাদীসে ও বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যাতে প্রমানিত হয় যে মুছাফাহা দু'হাতে হবে।

তৃতীয়তঃ ইমাম বুখারী (রাঃ) বুখারী শরীফ ২য় খন্ডের দু'হাতে মুছাফাহা অধ্যায়ে বলেন হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়দ (রাহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের সাথে দু'হাতে মুছাফাহা করেন। আল্লামা ইবনে হাজার (রাহঃ) ফতহুলবারী ১১ খন্ড ৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন, একদা মক্কা মোকাররামায় হযরত হাম্মাদ ইবনে জায়দ এর নিকট আব্দুলা ইবনে মুবারক (রাহঃ) আসলেন এবং তাঁর সাথে দু'হাত মুছাফাহা করেন। ইমাম বুখারী ও আল্লামা আসকালানী নিজ নিজ গ্রন্থে ঘটনাদ্বয় উল্লেখ করে এর স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন। মহিলাদের বাইয়াত সম্পর্কিত হযরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত বুখারী শরীফের একটি হাদীসের ব্যাখায় আল্লামা আইনী বলেন, নবীজি মহিলা দের বাইয়াত গ্রহণ করতেন মৌখিক বাক্যের মাধ্যমে। এরূপ হাতে ধরে নয় যেরূপ দু'হাতে মুছাফাহার মাধ্যমে পুরষদের বাইয়াত গ্রহণ করতেন। অনুরূপভাবে লিখেছেন আল্লামা কাসতালানী তাঁর অমর গ্রন্থ ইরশাদুসসারী ৭ম খন্ড ৩০০ পৃষ্ঠায়।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের প্রেক্ষিতে হযরাত ফুকাহায়ে কেরাম উভয় হাতে মুছাফাহা করাকে সুন্নত বলেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন ফতওয়ায়ে শামীতে লিখেছেন" সুন্নত হলো উভয় হাতে মুছাফাহা করা। ইমাম তিরমিজির ভাষায় যেহেতু ফকীহগণ হাদীসের মর্ম সম্বন্ধে অধিক অবহিত এবং তারা যেহেতু হাদীস গবেষনা করে দু'হাতে মুছাফাহাকে সুন্নত বলে ফতওয়া দিয়েছেন সুতরাং এ ব্যাপারে আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। উম্মতের মুহাদ্দিস ফকীহ ও আলিমগণের ধারাবাহিকভাবে চলে আসা এ যাবৎ আমল হচ্ছে দু'হাতে মুছাফাহা। এক হাতে করলে সেটাকে সুন্নত বলা যাবে না তবে জায়েজ বলা যেতে পারে আর বর্তমানে যেহেতু কাফের মুশরিকদের আমল হচ্ছে একহাতে হ্যান্ডশেক করা তাই তা নিশ্চয়ই বর্জনীয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সুন্নত এর উপরে আমল করার তৌফিক দিন।

আমীন

ইসলামের দৃষ্টিতে অনারবী ভাষায় জু'মার খুতবা

অধ্যাপক মাওলানা মুহিব্বুর রহমান

হযরত রাসুলে করিম (সাঃ) কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদত্ত প্রামান্য যুগত্রয়ের পরবর্তী যুগ থেকে আজমী বা অনারবী ভাষায় জু'মার খুতবা পাঠের মানসিকতা সৃষ্টি হয় বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে। সে মানসিকতা মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় নব্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি মহলে প্রকট রূপ নিতে চলেছে। বিষয়টিকে অধুনা যুগও স্থান কালের চাহিদানুযায়ী ঢেলে সাজানোর জন্য বিভিন্ন মহলে সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষন ও প্রচারাভিযান এর দারুন তৎপরতা শুরু হয়েছে। তাদের ভাষায় প্রাণহীন খুতবাকে প্রাণবন্ত ও ফলহীন খুতবাকে ফলবতী করতে হবে। তাদের ধারণায় বিষয়টির ইজতেহাদী দিক এতই স্বচ্ছ ও নির্মল যে তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে উক্ত ইজতেহাদের সকল কর্মকান্ড খুতবা শব্দের আভিধানিক অর্থের উপর নিভরশীল। বস্তুতঃ ইহাই সেই বুনিয়াদ ভুল যা ইসলামী আহকাম ও মূলনীতির বিশ্লেষনের বেলায় এ নব্যবাদীদের সর্বদাই পদস্খলনের কারণ হয়েছে। তাদের কেউ কেউ সালাতের আভিধানিক অর্থ গ্রহন করে পাঞ্জেগানা নামাজকে অস্বীকার করেছে, কেউ কেউ ঈমানের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করে আমলকে অত্যন্ত গৌণ ভেবেছে, 'রিবা' এর অভিনব অর্থ গ্রহণ করে প্রচলিত ব্যাংকিং সুদকে বৈধ বলেছে, কুরবানীর জন্তুকে অপচয়ের মধ্যে গণ্য করেছে। অথচ সালাত, যাকাত, সাওম, জিহাদ, হিজরত ও শাহাদাত ইত্যাদি শব্দগুলোকে একটি বিশেষ ভাব ও অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যাকে 'শরয়ী পরিভাষা' বলা হয়ে থাকে। কোরআন হাদীসের কোন এক জায়গায় একইভাবে এ পরিভাষা গুলোর বিবরণ পাওয়া যায় না বরং অসংখ্য শরয়ী প্রয়োগ ও ব্যবহার পদ্ধতি যাচাই বাছাই করে ইসলামী আইনবিদরা এগুলোকে নিরূপণ করেছেন। এগুলোকে বুঝতে ভুল করলে ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের সকল সৌধই ভ্রান্ততার উপর কায়েম হবে যার দরুন সর্বযুগের আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, কোরআন হাদীসের বুনিয়াদী উলুম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমুহের উপর পূর্ণ দক্ষতা ও বুৎপত্তি না থাকলে শুধু ভাষা জ্ঞান এর উপর নির্ভর করে কোরআন হাদীসের তাফসীর করার অধিকার কারো থাকতে পারে না। মহানবী (সাঃ) এর ভাষায় "যে ব্যক্তি নিজের রায় অথবা অজানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কোরআনের ব্যাখ্যা করলো সে যেন তার স্থান দোজখে করে নেয়"।

এ সমস্ত লোকেরা আভিধান ও সাহিত্যের উপর নির্ভর করতঃ খুতবার অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন যে "খুতবা" বলা হয় ওয়াজ বা বক্তৃতাকে যার উদ্দেশ্য নছীহত। সুতরাং ইহা যে কোন ভাষায় দেয়া যেতে পারে যা শ্রোতামন্ডলী সহজে বুঝে নিতে পারেন। অন্য কথায় বিগত চৌদ্দশত বৎসর যাবত সাহাবা, তাবেয়ী, তাবে তাবীয়িন ও মুসলিম বিশ্বের আলেমগন এ সত্যকে না বুঝে তাদের অদূরদর্শীতার কারণে জু'মার খুতবা আরবী ভাষায় সীমাবদ্ধ রেখেছেন। নাউজুবিল্লাহ।
সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর নির্ভর করে ইসলামী আইনজ্ঞদের উদ্বৃতির মাধ্যমে কোরআন হাদীসের আলোকে জু'মার খুতবা সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের নির্যাসটুকু নিম্মে তুলে ধরতে মনোনিবেশ করছি।

জু'মার নামাজের খুতবা আরবী ভাষায় না পড়ে অন্য কোন ভাষায় পড়া ইসলামী আইনবিদদের মতে সুন্নত পরিপন্থী, বেদআত এবং মকরূহে তাহরীমী। কেননা স্বয়ং হুজুর (সাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীনও তবে তাবেয়ীন এর যুগসমুহে উক্ত পন্থা অবলম্বন করার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। বিশিষ্ট ফেকাহ বিশারদ আল্লামা আব্দুল হাই উমদাতুর রি আয়াহ গ্রন্থের ১ম খন্ড ২৪২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "একথা সন্দেহতীতভাবে স্পষ্ট যে আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুতবা পাঠ করা রাসুল করিম (সাঃ)ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত সুন্নত তরীকার পরিপন্থী। অতএব উক্ত পন্থা অবলম্বন করা নিঃসন্দেহে মাকরুহ তাহরীমি। ইমাম শাহ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর লিখিত আল মুসাওয়া গ্রন্থের ১৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "খুতবা আরবী ভাষায় এ জন্যই পাঠ করতে হয় যে সূচনা থেকে পরবর্তী যুগসমূহে সমগ্র মুসলিম জাহানে একই নিয়ম চলে আসছে"। ইমাম নববী শরহুল ইয়াইয়া লিয যুবাইদী ৩য় খন্ড ৩২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "খুতবা" সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো উহা আরবী ভাষায় হতে হবে। ইমাম রাফেয়ী তদরচিত কেতাব শরহু ইয়াহউল উলুম ৩য় খন্ড ৩২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন খুতবা দুরস্ত হওয়ার জন্য আরবী ভাষায় অবলম্বন একটি অপরিহার্য শর্ত যা চুড়ান্ত ও সঠিক সিদ্ধান্ত। "কিতাবুল ফিকাহ আলা মাজাহিবুল আরবাহ" গ্রন্থে আল্লামা আব্দুল রহমান জুজরী, হানাফী, শাফিয়ী, মালিকী, হাম্বলী চার মাযহাবের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এতে বলা হয়েছে হানাফী

ছাড়া বাকী তিন মাযহাবের মতামত হলো আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় খুতবা আদায়-ই হবে না অর্থাৎ খুতবা আদায় হওয়ার জন্য আরবী ভাষায় হওয়া শর্ত। আর হানাফী ফুকাহারা জায়েজের ফতওয়া দিয়েছেন্ অর্থাৎ আবু হানিফা (রঃ) এর মতে মকরূহ অবস্থায় আদায় হবে তবে ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউছুফের মতে আদায় হবে না ।

বস্তুতঃ খুতবার হাকীকতও মূল উদ্দেশ্য হলো যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর যিকর, কোরআনুল করীমে এ জন্য খুতবাকে যিকরুল্লাহ বলা হয়েছে। সুরা "জু'মা" তে বলা হয়েছে। "হে ইমানদারগণ জু'মার দিন যখন নামাজের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা বেচা কেনা বর্জন করতঃ আল্লাহর যিকরের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও। এখানে যিকর অর্থে খুতবাকে বুঝানো হয়েছে। প্রখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন "অধিকাংশ মুফাসসীরগণ একমত যে 'যিকরুল্লাহ' অর্থে জুমুয়ার খুতবাকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আলুসী বাগদাদী তাফসীরে রুহুল মা'আনী এবং ইমাম কুরতবী তাফসীরে কুরতবীতে ও সেরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। সহীহ বুখারীতেও হাদীস রয়েছে যে, "জুমুয়ার খতীব যখন খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে হুজরা (কক্ষ) থেকে বের হন তখন ফেরেশতাগণ যিকর অর্থাৎ খুতবা শুনার জন্য জমায়েত হয়ে থাকেন। আল্লামা সারখসী তৎপ্রণীত কিতাব মবসুত ও প্রসিদ্ধ ফিকাহ বিশারদ আল্লামা হালবী তৎপ্রণীত ফতওয়ায়ে কবীরীতে লিখেছেন যে বস্তুতঃ খুতবা আল্লাহর যিকর-ই বটে।

সুতরাং জু'মার খুতবার সাথে সাধারণ ভাষন বা বক্তৃতার কোন সামঞ্জস্য নেই। খুতবার অর্থ ও উদ্দেশ্য, ভাষণ ও বক্তৃতার অর্থ ও উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ন পৃথক। অভিধানে খুতবার অর্থ যাই থাকুক না কেন শরীয়ত কর্তৃক শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ অর্থের জন্য নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তা কেবল আভিধানিক অর্থ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদির আভিধানিক অর্থ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও সকলেই এ শব্দগুলো দ্বারা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ পরিভাষাগত অর্থকেই গ্রহণ করে থাকেন এবং এর বিপরীত করাকে নাযায়েজ মনে করে থাকেন। সুতরাং উদ্দেশ্য যদি ওয়াজ নসীহত হতো তাহলে খুতবার জন্য জোহরের ওয়াক্ত হওয়া শর্ত হতো না। জোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে খুতবা পাঠ করলে ওয়াজ নসীহতের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আইনবিদরা নামাজকে না-দুরস্ত বলে ফতওয়া দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন খুতবা একটি ইবাদত, ইহাকে দুই রাকাত নামাজের স্থলভিষিক্ত করা হয়েছে। নামাজের ভাষা যেমন বদলাতে পারে না, আযান, ইকামত, তাকবীর-এর ভাষা যেমন বদলাতে পারেন না, জু'মার খুতবার ভাষা তেমনি বদলাবার প্রশ্নই উঠেনা। উপস্থিত শ্রোতারা আরবী ভাষা না বুঝলে ভাষা পরিবর্তন করা যাবে না বরং আবশ্যক পরিমানে আরবী ভাষা শিক্ষা করা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে।

পবিত্র কোরআন অবতরনের মূল উদ্দেশ্য যদিও মানবের হিদায়াত ও আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি আহবান কিন্তু নামাজের ভিতর কোরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য মোটেই ইহা নয়। ইবাদত ও যিকরই ইহার উদ্দেশ্য যদিও গৌনভাবে ওয়াজ-নসীহতের উপকার হাছিল হয়ে থাকে। জু'মার খুতবার ব্যাপারটি ঠিক তদ্রুপ। নামায, আযান, ইকামত, তাকবীর ইত্যাদির মত খুতবার মূখ্য উদ্দেশ্য ইবাদত ও যিকর যদিও গৌণভাবে ওয়াজ নসীহতের উপকার হাছিল হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার পর এ কথা আর অস্পষ্ট নয় যে জু'মার খুতবার ভাষা আরবী হতে হবে। ইহার বিপরীত হলে একদিকে যেমন তা হুজুর (সঃ),সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং সলফে সালেহীন এর অতি গুরুত্ব সহকারে পালনকৃত সুন্নত তরীকার পরিপন্থী হওয়ার কারণে বিদআত হবে অপর দিকে তেমনি মুসলিম জাতির একতা ও ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে তাদের শক্তি ও প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম ওয়াজ নসীহত এবং দাওয়াত ও তাবলীগ ব্যপদেশে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন একজনের ঘটনা এমন নেই যিনি জু'মার খুতবা আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় দিয়েছেন। ইতিহাসের স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে সাহাবায়ে কেরাম এর অনেকে আজমী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। হযরত যায় ইবনে সাবিত (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে তিনি কয়েকটি আজমী ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) হযরত সুহাইব (রাঃ) এর ভাষা আজমী ছিল। ওয়াজ নসীহত ও তাবলীগ তালিমের উদ্দেশ্যে তারা সারা দুনিয়া ভ্রমন করেছেন। দ্বীন প্রচারের উৎসাহ উদ্দীপনা আমাদের চাইতে তাদের হাজারো গুণ বেশী থাকা সত্ত্বেও এবং মানুষের বুঝানোর স্পৃহা লক্ষগুণে অধিক থাকা সত্ত্বেও এমন একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়না যে তারা আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় জু'মার খুতবা প্রদান করেছেন।

নবী (আঃ) গন তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন

মাওলানা রফিক আহমদ

পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের দৃষ্টিতে হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও মুসলমানদের আক্বিদা বা বিশ্বাস হচ্ছে নবী (আঃ) গন তাঁদের কবরে রুহ এবং শরীরসহ জীবিত রয়েছেন।

প্রথমতঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "আপনার পূর্বে আমি যে সব রাসুল প্রেরন করেছি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যাতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম ইবাদতের জন্য! (সুরা যুখরুফ আয়াত ৪৫) উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ট হাদীসবিদ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রঃ) লিখেছেন উক্ত আয়াত দ্বারা নবী গনের মৃত্যু পরবর্তী হায়াত প্রমানিত হয়, কেননা যারা মারা গিয়েছে তাঁদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করার নির্দেশ দেয়া মোটেই যুক্তি সঙ্গত হতে পারেনা। কুরআনের অন্যান্য মুফাসসীরিন গন উক্ত আয়াতের এ রকম, তাফসীর করেছেন। উদাহরন সরূপ তাফসীর দূররে মনসুর, তাফসীরে রুহুল মানী, তাফসীরে জুমাল, হাশিয়া তাফসীর বায়জাবী ইত্যাদি। রইসূল মুফাচ্ছিরিন হযরত আব্দুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অন্যান্য মুফাসসীর সাহাবাগন উক্ত আয়াতের সম্পর্ক মেরাজের রাতের সাথে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কেননা মেরাজের রাতে সমস্ত নবীগনের সাথে হুজুর (সাঃ) এর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি সব নবীদের ইমামতি করেন। যদি তাঁরা স্বশরীরে জীবিত না থাকতেন তা হলে কেমন করে বায়তুল মুকাদ্দিছে হাজির হতেন এবং আমাদের নবী প্রত্যেক আকাশে তাঁদের সাথে কথা বলতেন। স্বশরীরে উপস্থিত না হলে নামাজ কেমনে পড়লেন। শুধু রুহ দিয়ে কি নামাজ পড়া যায়? অন্য আয়াতে বলা হয়েছে। হে ঈমানদারগন তোমরা নবীজির উপর দরুদ ও সালাম প্রেরন কর। (সুরা আহসাব) অন্য কোন মুর্দার বেলায় তা বলা হয় না। শুধু দুয়া করা হয়। তাই নবীজীর কবরে জীবিত না থাকলে সালাম গ্রহণ করবেন কিভাবে এবং হাদীস শরীফে রয়েছে নবীজী জবাব ও দেন, তা দেবেন কি ভাবে? অপর আয়াতে বলা হয়েছে সকল নবীগনের উপর সালাম (সুরা সাফফাত ১৮১)। অপর আরেকটি আয়াতে রয়েছে "আর আল্লাহ তায়ালা যখন নবীগনের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহন করলেন যে আমি যা কিছু তোমাদের দান করেছি কিতাব এবং হেকমত অতঃপর যখন তোমাদের নিকট কোন রাসুল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রাসুলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য করবে (সুরা আল ইমরান ৮১) উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা নবীগনকে আমাদের রাসুল (সঃ) এর উপর ঈমান আনতে বলেছেন। তাই মেরাজের রাতে নবীগন আমাদের নবীর পিছনে ইকতেদা করে নামাজ আদায় করেছেন এবং পূর্ব ওয়াদার আমলী বাস্তবায়ন ও করেছেন। এছাড়া সুরা আল ইমরানের ১৬৯ আয়াতে যে বলা হয়েছে তোমরা শহীদগনকে মৃত বলোনা বরং তাঁরা জীবিত রয়েছেন এবং তাদেরকে রিজেক দেয়া হয়। যেহেতু শহীদগনের চাইতে নবীগনের মর্যাদা অনেক বেশী সেহেতু তাঁদের হায়াত আরো উত্তম ভাবে প্রমানিত হল। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা কারক হাফিজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেন, যখন কুরআনী আয়াত দ্বারা প্রমানিত হলো যে শহীদগন মৃত্যুর পর কবরে জীবিত থাকেন তখন আম্বিয়াগন যাদের মর্যাদা শহীদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে তাদের জীবিত থাকা আরো উত্তমভাবে প্রমানিত হয়ে যায়।

হাদীস থেকে প্রমাণ এক, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্নিত নবী (সাঃ) বলেছেন, নবীগন তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন তারা নামাজ ও পড়েন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আনোয়ার শাহ (রঃ) বলেন হাফিজ ইবনে হজর আসকালানী (রঃ) তাঁর কিতাব ফতহুল বারী শরহে বুখারী তে বলেন হযরত আনাস বর্নিত হাদীসটি সহিহ। (ফয়জুল বারী) সহি মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্নিত যে মেরাজের রাতে হযরত নবী (সঃ) হযরত মুসা (আঃ) এর কবর এর পার্শ্বে দিয়ে গমন কালে শুনতে পেলেন যে হযরত মুসা (আঃ) স্বীয় কবরে নামাজ পড়ছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রয়েছে হুজুর (সাঃ) হযরত মুসা (আঃ) এর কবরের পাশ দিয়ে যাতায়াত কালে দেখলেন হযরত মুসা (আঃ) স্বীয় কবরে দাড়িয়ে নামাজ পড়ছেন। দাঁড়ানো হলো শরীরের বৈশিষ্ট। তাই শরীরসহ জীবিত না থাকলে নামাজ পড়বেন কি ভাবে?

আবু দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজা ও দারিমী এবং বায়হাকীতে হযরত আওছ ইবনে আওছ থেকে বর্ণিত রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন "তোমাদের দিন গুলির মধ্যে শ্রেষ্টতম দিন হলো জুমুআর দিন। এদিনে আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়, এ দিন তার ওফাতও হয়। এদিন সিংগায় ফুৎকার দিয়ে কিয়ামত সংগঠিত করা হবে। এ দিন সবকিছুতে অচৈতন্যতা সৃষ্টি করা হবে। এতএব তোমরা এ দিন আমার উপর বেশী বেশী দরুদ পাঠ কর কেননা তোমাদের দরুদ আমার সমীপে পেশ করা হয়ে থাকে। সাহাবীগন আরজ করলেন আপনার জীবন কালে তো তা বোধগম্য হয় কিন্তু ইনতেকালের পর ইহা কি করে সম্ভব? তখন আপনার শরীর তো পঁচে গলে শেষ হয়ে যাবে। তখন রাসুল (সাঃ) বললেন

আল্লাহ তায়ালা জমীনের উপর নবীদের শরীর ভক্ষন করাকে হারাম করে দিয়েছেন (আবু দাউদ ও বায়হাকী) এ হাদীসটি মুহাদ্দিসিনদের মতে সহিহ। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বায়হাকী শরীফে আরেকটি হাদীসে রয়েছে, হুজুর (সঃ) বলেন, যে আমার কবরের নিকট এসে দরুদ ও সালাম জানায় আমি তা শুনে থাকি। এভাবে আরো অনেক হাদীস হাদীসের কিতাব সমুহে বিদ্যমান রয়েছে।

হাফিজ জালাল উদ্দিন সুয়ুতী তাঁর কিতাব "আল হাভী লিল ফতওয়া" গ্রন্থে অনেক হাদীস বর্ননা করেছেন। কয়েকটি হাদীস গ্রন্থের বরাতে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইব (রঃ) থেকে হাফিজ জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রঃ) এটা ও লিখেছেন যে বিভিন্ন সময় হযরত সাঈদ (রঃ) মদীনায় নবীজীর কবর মুবারক থেকে স্বশব্দে আযানের আওয়াজ ও শুনেছেন।

এ সমস্ত বর্ননাদি দ্বারা প্রমানিত হয় যে নবী (সাঃ) কবরে জীবিত এবং নবীর কবরে সালাম দেয়া ছওয়াবের কাজ, নবীর জিয়ারত করা এবং জিয়ারতের জন্য সফর করা শুধু ছওয়াব নয় বরং জরুরী। কোন কোন ইমামের মতে ওয়াজিব। চার ইমামের ঐক্যমতে রাসুলের জিয়ারত অত্যন্ত উত্তম ও ছওয়াবের কাজ।

শায়েখ ইবনুল হুমাম (রঃ) বলেন রাসুল (সাঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারত করা ওয়াজিবের কাছাকাছি। কেননা সালফের হাজার হাজার মনীষীগন রাসুল (সাঃ) এর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করেছেন এবং একে আল্লার সান্নিধ্য লাভের বিরাট ওছিলা মনে করতেন। এটা জমহুর উম্মতের আক্বিদা। শুধু ইবনে তাইমিয়া এটা জায়েজ নয় বলে এক ফিতনা সৃষ্টি করেছেন। উনার পূর্বে দু একজন এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষন করলেও পরবর্তিতে তাঁরা মত পরিবর্তন করছেন। হাফিজ ইবনে হজর আসকালানী এবং অন্যান্য ইমাম গন বলেন রওজা পাকে হাযির হওয়ার জন্য সফর করার উপর উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে। শুধু ইবনে তাইমিয়াই প্রথম ব্যক্তি যিনি সে ইজমার খেলাফ করে ফিৎনার জন্ম দিয়েছেন। বর্তমান গায়র মুকাল্লিদ ও তথাকথিত সালাফীরা তার অনুসরনে রওজা জিয়ারতের জন্য সফরকে হারাম বলে জন সমক্ষে ফেতনা সৃষ্টি করেছে।

তালাকের বিধান, এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হওয়াই চার মাযহাব এর ঐক্যমত।

মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল খান

তালাক হচ্ছে বিয়ের চুক্তি ও লেনদেন বাতিল করা। পবিত্র ইসলামী শরীয়ত বিয়ের চুক্তিকে বৈষয়িক সাধারন চুক্তি অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছে। সুতরাং এ চুক্তি বাতিল করা অর্থাৎ তালাক দেয়ার ব্যাপারটি সাধারন চুক্তি ও চুক্তি বাতিল করা থেকে কিছুটা জটিল। বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়। সে চুক্তি যাতে সহজে ভঙ্গ করার অবস্থা সৃষ্টি না হয় সে ব্যাপারে সবিশেষ লক্ষ্য রাখার জন্য ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। কারণ এ সম্পর্ক ছিন্নকরার পরিনাম শুধু স্বামী স্ত্রী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এতে সন্তানাদির জীবনেও অনেক ক্ষতি সাধিত হয়। তাই বিশেষ কারন অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও যখন একত্রে থাকতে পারেনা অর্থাৎ একত্রে থাকা আযাবে পরিণত হয় শুধু তখনই ইসলাম তালাকের ব্যবস্থা দিয়েছে। আবার তাও বলেছে যে, সবচাইতে নিকৃষ্টতম হালাল কাজ হচ্ছে তালাক।

এ তালাক প্রদানের অধিকার স্বামীর হলেও স্ত্রীদেরকে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর যুলুম অত্যাচার হতে আত্মরক্ষা করার ব্যবস্থা ও তাদের জন্য রয়েছে। তারা কাজীর সামনে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করে স্বামীর দোষ প্রমান করতঃ বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে।

তালাক দেয়ার নিয়মঃ পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে তালাক দেয়ার নিয়ম হচ্ছে একসাথে বড় জোর দুই তালাক দেয়া। তৃতীয় তালাক দেয়া উচিত নয়। এ জন্য ইমাম মালেক সহ কিছু কিছু ফকিহ্‌ একসাথে তিন তালাক দেয়ার অনুমতি দেননি বরং তারা এটাকে বেদআত বলেছেন। অন্যান্য ফকিহগন তালাকের সুন্নত পদ্ধতি বলেছেন তিন তুহুরে পৃথক ভাবে তিন তালাক দেয়া। তবে কেহ এক সাথে তিন তালাক দিয়ে দিলে তা সংঘটিত হয়ে যায়। কেননা অন্যায়ভাবে হত্যা করা পাপ হলেও যাকে হত্যা করা হয় সে নিহত হয়েই যায়। সুতরাং একসাথে তিন তালাক দিলে বিবাহ অবশ্যই ভঙ্গ হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে স্বয়ং হুজুর (সঃ) মীমাংসা দিয়েছেন অর্থাৎ তিন তালাক প্রদান কারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েও তা কার্যকরী করেছেন । হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব নাছায়ী শরীফে মাহমুদ ইবনে লবীদের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে তিন তালাক

একসাথে দেয়াতে হুজুর (সাঃ) অসন্তুষ্ট হয়েও প্রত্যাহার যোগ্য বলে ঘোষণা দেননি। এছাড়া হযরত উয়াইমিরের একসাথে তিন তালাক দেয়াকে ও হুজুর (সঃ) না পছন্দ করা সত্ত্বেও কার্যকর করেছেন। সহি বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে অন্যত্র বিবাহ করেছিল। পরে তাকে ও তালাক দিয়ে দেয়। তখন হুজুর (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে এ স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য কি হালাল হবে? তিনি উত্তর দিলেন না যতক্ষন পর্যন্ত দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাসের স্বাদ গ্রহণ না করবে যে ভাবে প্রথম স্বামী স্বাদ গ্রহণ করেছে, ততক্ষন পর্যন্ত সে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল নয়। হাদীসের শব্দে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে তিনটি তালাক একসাথে দেয়া হয়েছিল। ফতহুল বারী, উমদাতুল ক্বারী এবং কোসতুলানী ইত্যাদি বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকারকগন এ মতই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মুসলিম শরীফের এর একটি হাদীসকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক আলেম যে তিন তালাকে এক তালাক হয় বলেছেন তা হচ্ছে "হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) এর যুগে, হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খেলাফত আমলে এবং হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফতের প্রথম দু বছর তিন তালাককে এক তালাক হিসাবে গন্য করা হতো। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন মানুষ এমন একটি ব্যাপারে তাড়াহুড়া করছে যাতে তাদেরকে সময় দেয়া হয়েছিল। তাই তা কার্যকর করাই উত্তম। তখন তিনি তা কার্যকর করে দিলেন। হযরত ফারুকে আজমের এ নির্দেশ ফকিহ্ সাহাবীগনের পরামর্শে কার্যকর করা হয়। তারপর সাহাবী গনের সভায় প্রকাশ্য ঘোষনা করা হয়। এতে কেউ দ্বিমত পোষন করেননি পরবর্তীতে সকলের নিকট ইহা ইজমায় পরিণত হয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম নব্বী মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) সহ অধিকাংশ ফকিহ্ একমত যে একত্রে তিন তালাক দিলে তা তিন তালাকই হবে। ইমাম তাহাভী (রঃ) শরহে মাআনিল আছার গ্রন্থে লিখেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) এ প্রসঙ্গে সকল স্তরের জনগনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যাদের মধ্যে এমনসব সাহাবীও ছিলেন যারা নবী যুগের তরীকা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং তারা কেউ দ্বিমত পোষন করেন নি। পরবর্তীতে ইমাম ইবনে তাইমিয়া সহ দুচার জন আলেম এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করেন এবং তাদেরকে অনুসরন করে বর্তমানে এ ফিৎনা প্রচার শুরু হয়েছে।

তারা তাদের দলীল হিসাবে হযরত রোকানা(রাঃ) এর ঘটনাকে উল্লেখ করেন। তিনি তার স্ত্রীকে "আলবাত্তা" শব্দ সহকারে তালাক দিয়েছিলেন। এ শব্দ তিন তালাকের ব্যাপারে উচ্চারিত হলেও সব সময় তা ছিলনা। শব্দটি অপরিস্কার অর্থ বুঝাতো। হযরত রোকানা বললেন আমার নিয়ত ছিল এক তালাক দেয়ার। হুযুর (সঃ) তাকে কসম দিলে তিনি কসম করে তা বললে হুযুর (সঃ) তা গ্রহণ করেন। এ হাদীস তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাও সুনানে দারেমী প্রভৃতি হাদীসের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

এ হাদীস দ্বারা সব মুহাদ্দিসিন এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে হযরত রোকানার উদ্দেশ্যে ছিল এক তালাক। তার কসমে "আল বাত্তা" শব্দটি যদি ও অপরিস্কার কিন্তু হযরত রোখানার মত সাহাবী কসম করে তা পরিস্কার করে দিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে স্বয়ং হুজুর (সঃ) সমাধান দিয়েছেন। যে যুগ ছিল সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্থতার যুগ। কেউ মিথ্যা শপথ করবে তা ছিল অচিন্তনীয় ব্যাপার। সুতরাং কেউ সরাসরি তিন তালাক উল্লেখ করলে এটাকে অন্য উপায়ে ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই এবং রাসুলের (সঃ) যুগে তিন তালাকে এক তালাক ছিল বলার ও কোন সুযোগ নেই। তিন তালাকে তিন তালাকই হবে।

The Qir'aat Of Imam Suffices For Muqtadi(Follower) Muqtadi must listen and remain silent

Mufti M. Ahmed

Allah swt says: "And when the qur'an is being recited, listen attentively and remain silent so that you may receive mercy." There are different sayings about this ayat's shaan-e-nuzool (context of revelation). There are different opinions about its context. According to some of them, its context was about the khutbah and the speech. Some other suggests, it was absolutely related to the qir'aat of the qur'an, and according to rest of the opinions, it was just about the salaah. Most probably, it was revealed with regards to salaah. Therefore, Hazrat Ibn Abbaas (r) narrated: the above mentioned ayah was revealed with regards to farz salaah. It is reported by the following sahabah (r) and taba'een (rahmatullah alaih) that this ayah was revealed in regards to the salaah. Hazrat ibn-e-masud (r) (tafseer ibn-e-

jareer, page 103, vol 9), hazrat Abu Hurairah (r) (dar-e-qutni), hazrat Abdullah bin mughaf'fal (tafseer ibn-e-mardavia), hazrat mujahid (rahmatullah alaih), hazrat nakha'ee (rahmatullah alaih) hazrat qatadah (rahmatullah alaih) hazrat shabee (rahmatullah alaih), hazrat sud'di (rahmatullah alaih), hazrat abdur rahman bin zaid (rahmatullah alaih) (tafseer ibn kathir, page 281, vol 2).

Allamah Ibn-E-Taimiya hanbali (rahmatullah alaih) cited the following quote of imam ahmad bin hanbal (rahmatullah alaih) in his fataawa (verdicts) (page, 143, vol 1) and Allamah ibn-e-qudamah hanbali (rahmatullah alaih) cited it in his book al-mughni (page 605, vol 1): people are unanimously agreed on the context of this ayah that it was revealed about salaah.

Jamhoor mufasareen (gathering of the commentators of the holy quran) have also preferred the above mentioned saying. "this ayah is about salaah with respect to the context of its revelation. " this statement is the most preferable statement (among all other statement describing the context of this ayah) according to tafseer ibn-e-jareer, tafseer ibn-e-kathir, tafseer ruh-ul-ma'ani, tafseer Beyzaavi, tafseer kshaaf, tafseer ma'alim-ut-tanzeel, tafseer abu sa'ud, tafseer khazin etc.

*O*bviously the imam recites qir'aat bil-ajma'a on behalf of the jama'at (with the consensus of the whole jama'at) in salaah. It is evidently clear from the ultimate qur'anic principle that during the imam's qir'aat, it is wajib (obligatory) to muqtadi (follower) that he must listen attentively and remain silent.

Ahaadith-e-Nabavia and aasaar-e-sahaba (r) explained this masalaah (issue) and elaborated it in a great detail. According to this, reciting the qir'aat is the responsibility of the imam and staying silent is the obligation of the muqtadi (follower).

Precaution: It is obvious that there are two apparent commandments in this ayah of the holy qur'an. First listening attentively and second staying silent. First commandment is related to jehry (aloud) salah and the second one is related to the ser'ri (silent) salah. Since, it is possible to hear imam in the loud salaah, therefore listening to the imam attentively has been commanded. And to be able to listen attentively, one has to remain silent.

However, in the ser'ri (silent) salaah it is not possible to hear imam's qir'aat, but it is still commanded to remain silent because imam is still reciting the qir'aat silently (without making a sound). So in this way the ayah is satisfying the needs of both types of salaah (loud and silent).

It is a marfu hadith from hazrat Abu musa ash'aree (r) that nabi-e-karim (saw) said, while teaching us the method of salaah. One, among you, should lead you as an imam. When he pronounces takbeer, you also pronounce takbeer and when he recites qur'an, you stay silent.

Imam muslim (rahmatullah alaih) expressed his views about the hadith by emphasizing in one of his sayings that it is saheeh (genuine and authentic). On this issue, he also cited the ijma'a (consensus) of the noble scholars (msha'ikh) of that time. His words are given below: I write here (in the saheeh muslim), it is the hadith that was approved by the consensus of the msha'ikh.

(Following muhaditheen and fuq'ha (grand jurists) are also convinced of the validity of this as a genuine and an authentic hadith.)

Imam Ahmad bin hanbal (rahmatullah alaih) (musnad-e-ahmad, page 386, vol 2; ta-nw'wo ul-ibaa'dat, page 86, ibn-e-taimiya), imam nasai (rahmatullah alaih) (with the reference of fthul mulhem, page 22, vol 2, and hashia nasbur raaiya, page 15, vol 2), mufas'sir ibn-e-jareer (rahmatullah alaih), page 110, vol 9), Allamah ibn-e-hzam zahiri (mahallaa, page 210, vol 3), Muhadith munzeri (rahmatullah alaih) (with the reference of aun-ul-ma'a-bood, page 235, vol 1), mufas'sir ibn-e-kaseer shafa'ee (rahmatullah alaih) (tafseer ibn-e-kaseer, page 280, vol 3), imam is'haq bin rahwaih imam ahmad bin hanbal (rahmatullah

alaih) (musnad-e-ahmad, page 386, vol 2; and many others.

It is a marfu hadith from hazrat Abu hurairah (r) that rasoolullah (saw) said, the imam is appointed so you follow him. Therefore, when he pronounces the takbeer, you also pronounce the takbeer. And when he recites the quran, you stay silent. (muslim, page 174, vol 1) Imam muslim (rahmatullah alaih) reported, "this is a saheeh (authentic) hadith." The leader of the ahl-e-hadith salafi, naw'waab sid'deeq hassan khan narrated,

This hadith is proven and verified in the eyes of ahl-e-sunan. And a gathering of the Ayyemma hadith (scholars of hadith) called it saheeh (authentic).In fact, the above mentioned saheeh ahaadith are the tafseer and explanation of the ayah,

Therefore, to draw attention of the reader towards this fact, Imam nasai (Rahmatullah Alaih) cited the above mentioned hadith of hazrat Abu Hurairah (rahmatullah alaih) under the topic and the chapter of "taweel-u-qaulihi azza-wa-jall (interpretation of allah's words) (sunan nasai, page 146, vol 1)

It is a marfu hadith, first narrated by hazrat Anas (r) that, rasoolullah (saw) said, when imam recites the qur'an, you shall remain silent. The rawies (narrators) of this hadith are siqaat (trustworthy) (ahsen-ul-kalam, page 134, vol 1)

It is a marfu hadith, first narrated by hazrat Jaabir (r) that rasoolullah ((saw) said, for a person offering the salaah behind the imam, the qir'aat of the Imam suffices for that person.

This hadith is narrated approximately in forty isnaad (testimonials). Many of them (testimonials) are saheeh, strong and trustworthy.

First strong sanad (testimonial): Imam Bukhari's teacher Imam Ahmad bin hambal says, this saanad is sahih, and the rawies (narratores) are siqa (trustworty).

Second strong saanad, narrated by abu bakar ibn abi shebah the teacher of bukhari and muslim that this sanad is sahih.

Third strong sanad by Imam Ahamd bin munee. Forth sanad by imam mohammed in his muatta, as sahih.

Response to the opposing argumetns

It is marfu hadith reported by Hazrat Ubaidah bin al-saamat (r) that a person did not perform salaah, who did not recite the fateha.

This sort of common hadith gives an impression that the recitation of fateha is also compulsory for muqtadi (follower).

Researchers provided several answers addressing this matter.

Answer: Indeed this is a common hadith, but on the basis of arguments and logic, the law of declaring something common as peculiar is well established in all school of thoughts. A countless examples exist in the qur'an and the hadith about declaring something common as peculiar or distinctive.

Allah swt said, Do not you feel fear that Allah who is in the heaven. (surah mulk)

In this Ayat-e-karimah, the word of ma-n is common and has a general implication, but it only means "the entity of Allah". It is written in a hadith,

People in the past were merely killed (bukhari)

In this hadith the word of "ma-n" is very common/general but it has a very special and a distinct meanings. It means "sinners". Similarly, though a person didn't perform salah who did not recite, is a common/general phrase, however there is some specialty and distinction associated with this general phrase with respect to the above mentioned ayat-e-karimah and with respect to the saheeh ahaadith and the aasaar. So this hadith is referring to munfarid (individual) and imam, it

excludes the muqtadi (follower, who prays behind imam) from this criterion.

To explain and elaborate the meanings of this hadith, Imam Tirmizi (rahmatullah alaih) has cited imam ahmad bin hanbal (rahmatullah alaih)'s saying, the prophet (saw) said, a person did not perform, it means, it is compulsory to recite the fateha when one is offering salaah alone. It means that this hadith excludes muqtadi (follower) from this compulsion of reciting the fateha.

Imam abu dawud (rahmatullah alaih) cited the following explanation from sufiaan bin uaiyenah (rahmatullah alaih), said that "this hadith is about the munfarid (individual), it excludes the muqtadi (follower) from this criterion."

Some questions for opponents

(a) Could you present at least one sareeh (clear) hadith reporting that rasoolullah (saw) recited surah fateha in his prayers those he (saw) performed behind hazrat Abu Bakar (r)? According to the hadith number 39, which we presented earlier, made it obvious that the prophet (saw) performed the last prayer of his marz-ul-wafat (the illness after which rasoolullah (saw) passed away) without reciting the surah fateha. And this is clear confirmation of the fact that the muqtadi (follower) is not required to recite the fateha.

(b) Could you present at least one saheeh sareeh (unobjectionable) hadith in which it is called obligatory (farz or wajib) for a muqtadi (follower) (who joins the jamaat during ruku) to repeat the rakaat?

(C) Could you present at least one ayah or saheeh hadith saying that it is farz or wajib to recite surah fateha behind Imam? Could you present any hadith saying that a person who could not recite fateha, his/her prayer is false and it is haraam (prohibited),

(C) It is reported in the hadith that the jumah prayer is not valid without the khutbah (bayhaqi) what does this statement means? Should everyone in the jumah prayer has to recite his own khutbah? Or only imam's khutbah would be enough for all. If the imam's khutbah is enough to represent everybody in the jumah prayer then similarly the hadith has exactly the same words. (salaah is not valid without fateha (imams fateha). So, if imam's khutbah can represent all muqtadies (followers, who pray behind imam) then why not imam's fateha can represent all muqtadies (FOLLOWERS)?

Tying hands right below the navel

Mufti M. Ahmed

It is Marfu Hadith, narrated by Hazrat WAA'IL bin Hajr

HazratWaa'il bin Hajr said, I saw NabiAkram during Salaah. He used to place his right hand over the left hand right below the navel. (Musannaf e-Ibn AbiShebah, page 390, volume 1) It is certified and authentic reference. (Aa'sar us Sunan, page 90)

The Hadith can be found in several books by MUHADITH (scholar of Hadith) Qasim bin Qutlubugh (RahmatullahAlaih) who writes in TAKHREEG AHADITH AL IKHTIYAR SHARA AL MUKHATAR,

This Sanad (above mentioned certified reference) is an excellent Sanad.

Scholar of Hadith Abu AL Tayyib Al Madni (RahmatullahAlaih) wrote in SHARAH TIRMIZI

This Hadith is strong because of its certified reference.

Shaikh Muhammad AbidAs Sindhi Al Madni (RahmatullahAlaih) wrote in TWABAY UL ANWAR SHARAH DURR E MUKHTAR,

The RAWI (narrator) Siqaat (reliable) of this Hadith are trustworthy.

Inshort,these AA'IMMA E MUHDDATHEEN (Imams of Hadith scholars who are considered as an authority on the knowledge of Hadith) confirmed and verified this Hadith as an authentic Hadith. (Bazlul Majhood Sharah Abu Dawud page 23, vol 2, TuhfatulAhwaziSharahTirmizi, page 214, vol 1, Aa'sar us Sunan page 90)

Khalifa e Rashid Hazrat Ali (R) narrated, Placing the right hand over the left hand below the navel is the SUNNAH of SALAAH (Musnad Imam Ahmad, page 110, vol 1; Musannafibn e AbiShebah, 391, vol 1; Darkutni, page 286, vol 2, Sun'nanBayhaqi, page 31, vol 2)

Hazrat Abu Hurairah narrated, During Salaah one handhould be placed on the other hand. (Abu DawudBaradiatalAarabi)

AllmahAlaa'uddin Al MardeenIbn e at Turkmani (RahmatullahAlaih) has also quoted this Hadith giving the reference of MuhadithIbn e HazmZahiri. (AL JAUHAR UN NAQI AL'AL BEHEQI, page 31, vol 2, published in Egypt)

In some narrations the discussion of the placing hands right over the navel or the chest can be found, but scholars of Hadith consider such narrations objectionable, MUTAKALLAM FEH (controversial) and ZAEEF (week). Aa'sas us Sunan, page 84-88)

All scholars are unanimously agreed on this point that a woman should place and tie her hands at her chest. Allamh Abdul HaiLakhnavi (RahmatullahAlaih) wrote: AA'IMMA ARBA'AH (all four imams of FIQH) agreed on the point that women should place their hands on their breasts/chest. This is a MASNOON act because this depicts modesty and provides women a way to properly cover and veil themselves while offering SALAAH.

Late ShaikhHalbi (RahmatullahAlaih), in 956 Hijri, has also cited this discussion and has mentioned the conformity of scholars on the issue. (Kabeeri, page 301)

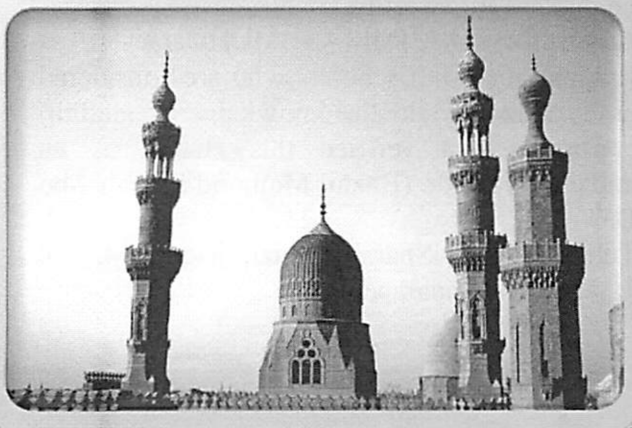

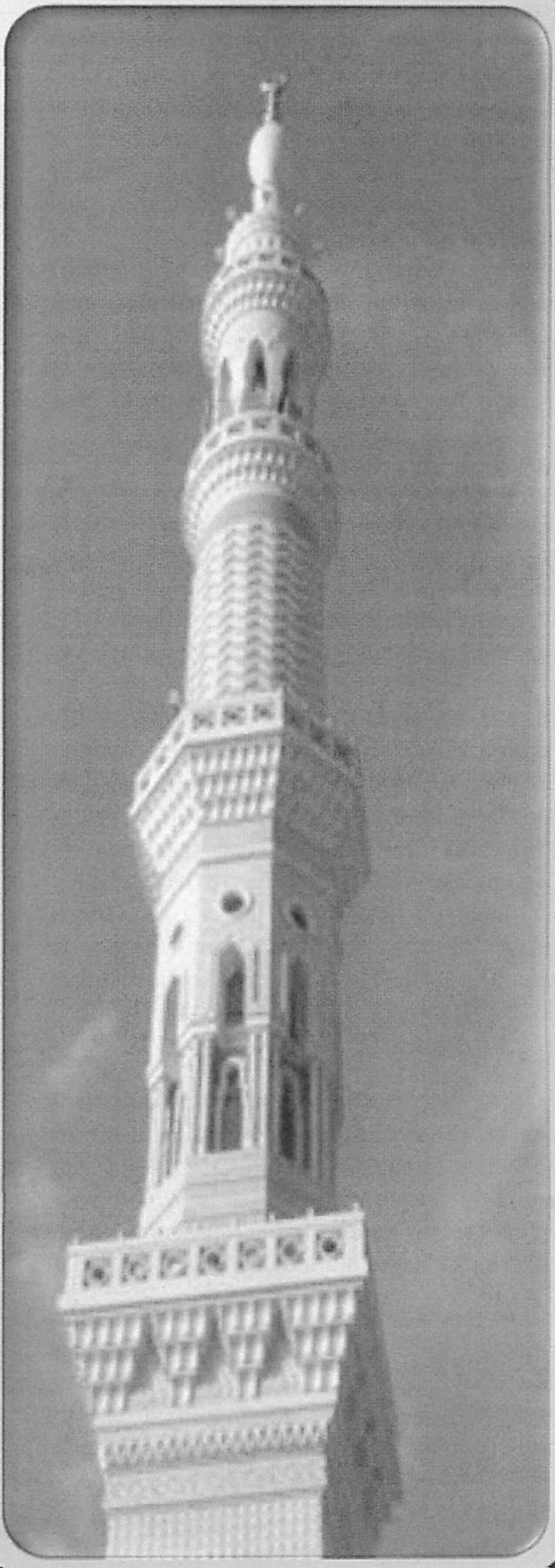

Dua after Fardh Salaat by raising hands:

Prof.Moulana Muhibbur Rahman

The custom of dua after fardh salaah, by raising hands which began from the early age of Islam is allowed. According to Hadeeth it is Mustahabb (rewardable). The recent modern deviant salafi sect declared that it is Bid'ah (innovation). In the authentic books of fiqh of the four mazaahib, this issue is discussed conspicuously. And not a single faqeeh (Jurisprudent) said it is Bid'ah (innovation), rather all agreed to be Jaa'ieez (allowed) and Mustahabb (rewardable). Many books were published by many scholars of Islam. The gist of which , in brief, is as follows:

Dua is the essence of all Ibaadah (worship). The Holy Qur'an repeatedly emphasized to make dua. Allah (S.W.T) says, "Make dua to me and I will respond to you"

He says, "I do respond at the suplication (dua) of the supplicants when they suplicate". Rasulullah (S.A.W) said, "Dua is the essence or gist of all Ibaa-dah (worship)."

However to make dua after fardh salaah is proved and supported by the Ahadeth of Rasulullah (S.A.W). Rasulullah (S.A.W) was asked, " which dua is accepted by Allah (S.W.T) rapidly?" Rasulullah (S.A.W) replied the dua of late night and dua after the fardh salaah. To make dua by raising the both hands is also Mustahabb. Hazrat Saib Ibn Yaazid narrated from his father that whenever the prophet (S.A.W) made dua, he used to raise his hands over the face. (Baihaqi)

There is another hadeeth in Abu Dawood that whenever Rasulullah (S.A.W) used to make uda, he used to raise his hands. There are many Ahadeeth about this topic. To make dua after the fardh salaat by raising hands is also proved by the hadeeth. Hazrat Abdullah Ibn Zubair saw a person making dua raising hands before finishing his salaah. After the man had finished his salaah, he then told him that Rasulullah (S.A.W) made dua by raising hands after the salaah, not in salaah. (Tibraani, Mazmauz Zawahid, Ela-us-Sunan etc.) The Imams of Ahadeeth declared that this hadeeth is saheeb (authentic). Imam Jalaal Uddin Suyooti (R) mentioned this hadeeth in his famous book " Al Faizul Wa, Fee Ahadeeth-e-Rafal-Yadain Fidd-Dua" Another hadeeth in this subject is very clear. Hazrat Aswad Al-Amiri (R) narrated from his father who said "I performed salaatul Fajar with Rasulullah (S.A.W) and after he finished his salaam he made dua by raising his hands". (Musannif Abi Shaiba) This hadeeth is narrated by Imam Hakeem (R) in his Al-Mustadrak, and Abdur Razzak (R) in his Musannaf and Dar-Qutni (R) in his sunnah with a little change in it.

One thing should be cleared that, the hadeeth narrated by Hazrat Anas (r) saying that, Rasulullah (S.A.W) did not raise his hands to make dua after any salaat except salaatul Istasqa, which is narrated by Imam Bukhari (R) even, has an interpretation. The world famous Muhaddith, Alim, Scholar, writer and the interpreter of Saheeh Al-Bukhari Allama Hafiz Ibn Hajar Asqalani said that the meaning of that hadeeth is that Rasulullah (S.A.W) did not raise his hands as high as he did in salaatul Istasqa.So, the hadeeth does not mean that he did not raise his hands after any fardh salaah; rather it means that the raising of the hands in salaatul Istasqa and fardh salaah is not the same. In the dua of salaatul Istasqa the hands should be raised up to the head or more, but in dua of regular fardh salaah the hands should be raised up to hte chest. Besides this, Rasulullah (S.A.W) used to raise hish hands in his dua after salaat sometimes and sometimes he did not do it. And this is why it became Mustahabb (rewardable). Hence to make dua after fardh salaah and wipe the hand over the face is proved by hadeeth, and those who say it against Sunnah (practices of Rasulullah (S.A.W), are not correct.

Mufti Azizur Rahman, the head Mufti of Darul Uloom Deoband and renowned scholar of the Muslim world remarked, "Those who think that the dua after fardh salaat by raising hands is Bid'ah (innovation), are ignorant about shariah". So to deny after fardh salaat by raising hands is like denying the Sunnah of the prophet (S.A.W).

Rafa Yadain (Raising of hands before and after Ruku in salat).

Prof. Moulana M. Rahman

The practice of Rafa Yadain was restricted to the early times but cancelled in the later times of Islam. The reason is when the Quran declared "those mumins adopt calmness (Khushu) in salat are successful" the prophet(s) told his followers don't raise your hands in salat but adopted calmness.

The abstention from Rafa-Yadain (to raise both hands before and after ruku in salaah) is strongly supported by the Ahadeeth of Rasulullah (saw), which are going to be discussed below.

Hazrat Al-Qama (R) narrated that, Hazrat Abdullah Ibn Mas'ood (R) said, "Should I not perform with you the salaah of Rasulullah (saw)?" Hazrat Al-Qama (R) said yes, then he (Abdullah Ibn Mas'ood (R)) performed the salaah and did not raise his hands except at the time of Takbeer-e-Tahreema (starting of salaah).

(Tirmizi and Abu Dawood)

Imam Tirmizi (R) added that, in this regard there is the narration of Baraa Bin Aazib (R). Then Imam Tirmizi (R) said the Hadeeth of Ibn Mas'ood (R) is Hasan and this is also the view of many of the Ulamaa among the sahabah of Rasulullah (saw) and the Taabi'een. This is also the view of Sufyaan (R) and the Ahl-e-Kufaa (i.e. the ulamaa of Kufaa).

1. Hazrat Al-Qama (R) narrated that, Hazrat Abdullah Ibn Mas'ood (R) said, "Should I not perform with you the salaah of Rasulullah (saw)?" Hazrat Al-Qama (R) said yes, then he (Abdullah Ibn Mas'ood (R)) performed the salaah and did not raise his hands except once.

(Nasaai)

In another narration it is said that he raised his hands once in the beginning and never repeated it again.

2. Narrated by Hazrat Al-Qama (R) that, Hazrat Ibn Mas'ood (R) said, "Should I not perform for you the salaah of Rasulullah (saw)?" He then performed the salaah and not raise his hands except once. (Masnad-e-Ahmad)

3. Narrated by Hazrat Al-Qama (R) that Hazrat Abdullah Ibn Mas'ood (R) said, "Should I not show you the salaah of Rasulullah (saw)?" He then performed the salaah and did not raise his hands except once. (Musannafa- Ibn Abi Shaibah)

4. Hazrat Abdullah Ibn Mas'ood (R) said, "I performed salaah with Rasulullah (saw), Hazrat Abu Bakar (R), and with Hazrat Umar (R) and they did not raise their hands except at the time of the first Takbeer in the opening of the salaah". (Dar-Qutni)

5. Hazrat Baraa Bin Aazib (R) said, "I saw Rasulullah (saw) raised his hands when he commenced the salaah. Then he would not raise his hands until he completed the salaah". (Abu Dawood and Dar-Qutni)

6. Hazrat Imam Muhammad (R) narrated in his book "Muatta" from Ibn Mas'ood (R) that, he (Ibn Mas'ood) would raise his hands only when opening the salaah. (Muatta Imam Muhammad)

7. Hazrat Mujaahid (R) said, "I did not see Ibn Umar (R) raising his hands except in the beginning of salaah". (Musannif Ibn Abi Shaibah)

8. Hazrat Abdul Aziz Bin Hakeem said, "I saw Ibn Umar (R) raising his hands in line with his ears in the first Takbeer (opening of salaah) and he did not raise his hands besides this. (Muatta Imam Muhammad)

9. Hazrat Ibn Abbas (R) said that, "Rasulullah (saw) said, do not raise hands except in seven places":

a) When commencing salaah.
b) When entering Masjidul Haraam and seeing Baitullah.
c) When at Muzdalifah
d) When making Waqoof (stationing with the people) in Arafah.
e) When standing on mount Safa
f) When standing on mount Marwa.

g) When pebbling the two Jamraah. (Tibraani)
Imam Bukhari narrates this Hadeeth in his book "Al-Adab Al-Mufrad".

(11) Hazrat Abbad Bin Zubair narrated that, when Rasulullah (saw) would open the salaah, he would raise his hands in the beginning of salaah. There after he would not at all raise his hands until he completed his salaah. (Baihaqi)
Commenting this hadeeth, Imam Baihaqi said "Abbad is a Tabi'ee and hence this hadeeth is a Mursal, and Mursal hadeeth is accepted not only by the Hanafis, but by the Jamhoor (majority)". Mursal is a hadeeth, the sanad of which ends to a Tabi'ee (who saw and associated with sahabi) and such a hadeeth is authentic.

However, there are many other narrations about this issue, which negate Rafa-Yadain at the time of ruku and when rising from ruku. The narrators were Hazrat Ali (R), Hazrat Abdullah Ibn Mas'ood (R), Hazrat Ibrahim Nakhee (R), Hazrat Qais (R), Hazrat Mujaahid (R), Hazrat Aswad (R), Hazrat Sha'bi (R), Hazrat Imam Abu Hanifa (R), Hazrat Imam Maalik (R), and others.

The Salafis raised many weak points against Hazrat Ibn Mas'ood (R) whereas Hazrat Ibn Mas'ood (R) was a very senior sahabi who was constantly in the company of Rasulullah (saw) so much so that the impression of him being a member of Ahl-e-Bait (prophet's family) was created. He followed Rasulullah (saw) in all five salaah on a daily basis. There is a hadeeth in Tirmizi that Rasulullah (saw) said, whatever Abdullah Ibn Mas'ood (R) says, follow it.

Hence his explicit negation of Rafa-Yadain categorically confirms that Rasulullah (saw) had discontinued the earlier practice of raising hands. Furthermore, many other Ahadeeth narrated by others are authentic, even in terms of the conditions of both, Imam Bukhari and Muslim. Especially the sanad of Abdur Razzak in the hadeeth of Baraa Bin Aazib (R) which was narrated by Ahmed, Abu Dawood, Ibn Abi Shaiba, Tahawi, and Dar Qutni etc.

Hence, I want to conclude the topic stating the opinion of the illustrious Muhaddith of the subcontinent Hazrat Allaama Anwar Shah Kaashmiri (R), who said "One should not forget that the view of those who do not make Rafa-Yadain is proof less. Rather their view is also supported by all those Ahadeeth which describes the salaah of Rasulullah (saw) but make no mention of Rafa-Yadain".

In the view of Shah Wali-Yullah (R), the Ahadeeth that supports the Hanafi view are indeed numerous. So, all the neutral and unbiased Muslims who love the truth will understand after going on this short description that Hanafi practice of refraining from Rafa-Yadain is based, not only on logical arguments but also on authentic narrational evidence. It has no controversy and conflict with other mazaahibs who follow their respective mazhab without criticizing others.

Only followers of Baatil such as modern salafis are bigoted in the matter. It is their Baatil attitude to disparage and denounce Imam Abu Hanifa (R) in particular, but the truth can not be suppressed for too long.

In this connection I want to mention the dialogue between Imam Aouzaae (R) and Imam Abu Hanifa (R), which are narrated by Sufyaan Bin Uaina (R) in "Muheet" that, one day Imam Aouzaae (R) told Imam Abu Hanifa (R) that, "why do you not make Rafa-Yadain?" Imam Abu Hanifa (R) replied, "It is not proved to me authentically". Imam Aouzaae (R) said, "why not?" About Rafa-Yadain Ibn Shihaab Zuhri (R) narrated to me from Saalim (R) who narrated from Ibn Umar (R) who narrated that Rasulullah (saw) made Rafa-Yadain in salaah. Imam Abu Hanifa (R) said, "But Hammad (R) narrated to me from Ibrahim Nakhee (R) who narrated from Al-Qama (R) who narrated from Ibn Mas'ood (R) who narrated that, Rasulullah (saw) did not make Rafa-Yadain".

Imam Aouzaae (R) then said, "Between you and Ibn Mas'ood (R) there are three narrators but between me and Ibn Umar (R), there are two narrators". Imam Abu Hanifa (R) said "Yes you have only two narrators but the narrators of my hadeeth are more authentic

than your narrators. My narrator Hammad (R) is stronger than your narrator Ibn Shihaab (R), similarly Ibrahim Nakhee (R) is stronger than Saalim (R), and as far as Ibn Umar (R) is concerned, if he was not a sahabah then I could say that Al-Qama (R) is more knowledgeable than him. And in the concern of Ibn Mas'ood (R), everyone knows him as a great scholar. Many people esteemed him over Shai-khain. Hazrat Umar (R) used to say about Ibn Mas'ood (R) that, "he is the ocean of knowledge". Hazrat Ubai Ibn Kaab (R) said, "As long as Ibn Mas'ood (R) is with you, don't ask me anything. Ibn Mas'ood (R) was the companion of Rasulullah (saw) almost all of the time. So he is more aware of the activity of Rasulullah (saw) than Ibn Umar (R)". Then Imam Aouzaae (R) became surprised and kept quite.

To Say Ameen with a silent (low) voice in Salaah with Jamaat:

Prof. Moulana M. Rahman

To say Ameen, when the Imam finishes Surah Al-Faatiha in Jamaat, is Sunnah according to all the Fuqahaa (jurisprudents). It is said that, Allah (swt) forgives the sins of those who say Ameen after the recitation of Surah Al-Faatiha. Hazrat Abu Hurairah (R) narrates that, Rasulullah (saw) said, "When the Imam finishes saying (Gai-ril Maghdoobi Alai-him Walad dhaual leen) and the Muqtadees say Ameen, and if that voice coincides with the voice of the angels who also say Ameen, then Allah (swt) forgives all the past sins". (Muslim)

Hazrat Abu Musa Ash'ari narrated that, Rasulullah (saw) addressed us about the Sunnah and about the way of making salaah. He (saw) said, "when you make salaah, make the line straight, and when the Imam says Takbeer (Allahu Akbar), you say Takbeer, and when the Imam says (Gai-ril Maghdoobi Alai-him Walad dhaual leen), you say Ameen, then Allah (swt) will accept your dua. (Muslim) There are many other narrations about the Fazaa'il (benefit) of saying Ameen and there is no difference of opinion among the Imams of the four mazaahibs about it. The difference only lies in saying Ameen loudly and slowly.

According to Hanafi and Maaliki mazhab, to say Ameen in a low voice is Sunnah, and according to Shaf'ee and Humbali mazhab, to say Ameen in a loud voice is Sunnah. But according to the recent verdict of Imam Shaf'ee, the Muqtadee should recite Ameen in a low voice and the Imam should recite it in a loud voice. So, the three mazaahib are of the same opinion that the Muqtadees should recite Ameen with a low voice.

The Daleel (proof) of the Hanafis to recite Ameen in a low voice is as follows:

Qur'an

The Holy Qur'an says; "Invoke your lord or make dua to your lord with humility and in secret".

In the interpretation of this Ayah (verse), the great Mufassir Imam Raazi (R) in his great tafseer "Tafseer-e-Kabeer" says that, Allah (swt) has ordered in this Ayah (verse) to make dua with a low voice.

Hadeeth

1. Hazrat Shu'baa (R) narrates from Salma Bin Khuhail (R) who narrated from Hajar Bin Al-Unais (R) who narrated from Al-Qama Bin Wa'il (R) who narrated from his father that, his father performed Salaah with Rasulullah (saw). When Rasulullah (saw) finished reciting (Gai-ril Maghdoobi Alai-him Walad dhaual leen), then he (saw) recited Ameen in a low voice. (Masnad Ahmad, Haakim, and Dar-Qutni)

Imam Haakim narrated this hadeeth in his illustrious book of hadeeth called "Al-Mustadrak". He said that this hadeeth is saheeh and authentic. All the Raawees (narrators) of this hadeeth are authentic.

2. Hazrat Wa'il Bin Hajar (R) say that Rasulullah (saw) led us prayer and when he was finished reciting

(Gai-ril Maghdoobi Alai-him Walad dhaual leen), then he (saw) recited Ameen in a low voice. (Masnad Ahmad)

(3) Hazrat Al-Qama Bin Wa'il (R) reported from his father who said that Rasulullah (saw) after finishing (Gai-ril Maghdoobi Alai-him Walad dhaual leen), he recited Ameen with a low voice. (Tirmizi)

(4) The same hadeeth is available in Sunan-e-Dar-Qutni, Sunan-e-Baihaqi, Al-Mustadrak, and other books of hadeeth, in different ways.

Other than this, the great Sahabas like Hazrat Umar (R), Hazrat Ali (R), Hazrat Abdullah Ibn Mas'ood (R) and Imam Ibrahim Nakhee, Imam Sha'bi, Imam Sufyaan Souree, Imam Maalik and others were in favor of reciting Ameen in a low voice.

Final Discussion:

About reciting Ameen loudly, there is no clear narration in Bukhari. The hadeeth of Bukhari says, "when the Imam recites (Gai-ril Maghdoobi Alai-him Walad dhaual leen), then you (the Muqtadees) should recite Ameen". Only in Tirmizi Shareef there are two kinds of narrations. One hadeeth narrated by Hazrat Abu Hurairah in saying Ameen loudly, is rejected as a weak hadeeth by the Muhadditheen because of the weakness of one Raawee (narrator) named Bashar Bin Rabi. (Bazlul Majhood, Taqreeb-at-Tahzeeb) Another hadeeth is narrated in Abu Dawood by the narration of Ali Bin Saaleh, but this was also rejected by the Muhadditheen. Now remains two hadeeth in Tirmizi Shareef, one about the loud voice and the other about the low voice. The hadeeth which talks about voice being "Madda Biha Sau-Tuhu", this does not mean to read loudly but it means to recite slowly. Another hadeeth says "Khafaza Biha Sau-Tuhu", which means Rasulullah (saw) recited Ameen in a low voice.

Hence we find that, to recite Ameen after the Imam finishes the recitation of (Gai-ril Maghdoobi Alai-him Walad dhaual leen), is proved with a low voice instead of reciting it loud.

Masah on Regular Socks:

Prof. Moulana M. Rahman

To make masah over regular socks which are made of cotton, wool, and nylon etc. are not permissible by any of the Imams. All of the Imams are unanimous that it is not permissible to make masah over these kinds of socks. Allama Abu Bakar Kasani (R) in his book "Badaa-is-Sanaa'ee" and Allama Ibn Nujaim (R) in his book "Bahrur-Raik" wrote that, if the socks are so thin that the water seeps or penetrates through them then it is not allowed to make masah over such socks by the consensus of opinion.

However if the socks are so thick to the extant that one can walk one farsakh (three miles) or more, then the fuqahaa (jurists) have differences of opinions. Some say that it can be allowed, and some say not to be allowed.

Daleel (proof):

1. The Holy Qur'an clearly states to wash the face, hand, and feet while performing wudu.
2. Many Ahadeeth support the masah over the socks, but these socks are called "Khuff" (leather sock). It is narrated from many Ahadeeth that, prophet (saw) himself performed masah over them and permitted others to do it.
3. Some Ahadeeth stated the masah over Jawrab (very thick and strong cloth but non leather) socks.

Let us now discuss the Ahadeeth of Jawrab. From the collection of all the Ahadeeth, there are only three Ahadeeth. One hadeeth is narrated by Hazrat Bilaal (R); the second is narrated by Hazrat Abu Musa Ash'ari (R); and third is narrated by Hazrat Mughaira Ibn Shu'baa (R). The narration of Hazrat Bilaal (R) has been recorded in Mu'jam-as-Sagheer of Imam Tibraani and the narration of Hazrat Abu Musa Ash'ari (R) in Ibn Majah and Baihaqi.

However, Imam Jamal Uddin Zayla'ee a very prominent Muhaddith has proven in his famous book "Nasbur Raaya" (p.183-184= vol. 1) that both of the sanad's (chain of narrators) are defective and weak. In regards to Abu Musa's narration, Imam Abu Dawood Sajastani (R) in his works of "Abu Dawood" has written that, "The sanad of this hadeeth is not reliable and strong. Therefore, both of these narrations do not need to be discussed further. The remaining hadeeth of Hazrat Mughaira Ibn Shu'baa (R) is mentioned by Imam Tirmizi (R) as being a good and authentic hadeeth. But some other prominent commentators of hadeeth have disregarded with Imam Tirmizi (R). Imam Abu Dawood (R), after recording this narration states, Abdur Rahman Ibn Mahdi should not narrate this hadeeth because of the authentic famous narration from Mughaira Ibn Shu'baa (R) is that prophet (saw) used to perform Masah-Alal-Khuffain. (Bazlul Majhood Vol. 1= p 96)

Imam Nasaai, another great Muhaddith and member of the writer of "Siha-Sittah" writes in Sunan-e-Kubraa, "apart from Abu Qaise no one else has narrated this hadeeth, and I do not know of any other narrator who supports this narration". The narration of Hazrat Mughaira Ibn Shu'baa about Masah-Alal-Khuffain is sound. (Nasbur Raiyaan)
Besides this, many other Imams, for example Imam Muslim, Imam Baihaqi, Imam Sufyaan Souree, Imam Ahmad Bin Humbal, Imam Yahya Bin Mu'een, Imam Ali Bin Madani and others have declared that this narration is weak. Due to Abu Qais and Huzail being defective narrators, Allama Nawawee (R), a prominent interpreter of Saheeh Al-Muslim wrote, "all the Huffaz of hadeeth agree that this narration is weak. Therefore the statement of Imam Tirmizi "This hadeeth is Hasan and Saheeh" is not acceptable. (Nasbur Raiyaan)

In fact in all of the collection of Ahadeeth it is found that only three narrations are narrated about Jawrab (very thick and strong cloth) from which two are unanimously weak and the third one is criticized by majority of the Muhadditheen (commentators of hadeeth). Only Imam Tirmizi declared it as saheeh. Imam Abu Bakar Jassaas Razi a great commentator of the Holy Qur'an writes in his tafseer "Ahkamul Qur'an" (Vol.2 = p.428)

The real objective in the verse of wudu is to wash the feet. In fact, even performing masah over leather socks would have never been made permissible, had it not been established by so many Ahadeeth. So, due to the fact that the narrations of Masah-Alal-Jawrabain are not on the same scale as the narrations of Masah-Alal-Khuffain, the main objective of washing of the feet must be applied.

However it is not proved by any narration or practice of the sahabah that they wiped over thin socks of cloth etc. A famous Aalim of the Ahle-Hadeeth Moulana Shamsul Haque Azimabadi even writes that socks can be made from leather, wood, cotton etc. Every one of them is called socks. But it is not permissible to wipe over any kind of sock until it is not established that the prophet (saw) wiped over woolen socks.
(Awnul Mabood) from his version it is even more clear that the sahabah used to wipe over either leather socks or socks so thick that it would match the leather socks.

In this regard there is a narration in Musannif Ibn Abi Shaiba (Vol.1=p.188) that, Sayed Ibn Musayyab and Hasan Al-Basri used to say that, "it is permissible only to wipe over socks with the condition that they are thick". These two persons were eminent Taabi'een and they used to issue Fatwa (verdict) after seeing the practice of sahabah.

Therefore, the Fatwa (verdict) that the socks must be so thick that it should match the attributes of leather is nothing new. So, it can be concluded that basing on the discussed Ahadeeth, all the reliable Fuqahaa and Mujtahideen unanimously decided that the thin socks made of cotton, nylon, wood etc. that allow water to seep through them, do not stand upright without support, and can not be walked in continuously, are not permissible to make masah on. If someone does this, his wudu will

not be valid according to almost all the Imams and Mujtahideens.

Mas'ala of three Talaaqs (Divorce):

Prof. Moulana M. Rahman

The outcome of Talaaq is to terminate the transaction and contract of Nikaah or marriage. But the termination of this deal has not been left free as in common transaction, because the discontinuation of this deal affects not only the parties involved (husband and wife) but goes on to destroying children if any. This is why the parties are directed not to think about separation as long as possible. Instructions were given to first try and understand each other's point of view and talk it out, and if in the event of failure ways of restraint, hard advice and warning were identified and if the tussle becomes serious and there is no possibility of compromise then, the parties are expected to set up a panel for arbitration compromising members of three immediate families who could help patch up the differences. But there are occasions and situations when all efforts for reconciliation fail and the parties are in conflict rather than benefit by the desired result of the nikaah relationship, feel that being married together is a mutual punishment. Under such condition the termination of husband and wife relation become peaceful for both. And Islam in such condition permits Talaaq (divorce). But still the prophet of Allah (saw) says, "Talaaq is the worst type of Halal act".

The way of giving Talaaq (divorce):

The Sunnah way of giving Talaaq is one by one in every Tuhoor (period after menstruation). Not three Talaaq at a time. The Holy Qur'an says "Talaaq is twice". Because after two Talaaq there is still a chance of revocation or the act of taking back ones divorced wife so that some cruel husband can make him normal after two Talaaq. If not revoked after two Talaaq and the time passes, then he will give third Talaaq or without revocation it becomes Talaaq automatically.

Detailed injunctions regarding three Talaaq at a time:

Although they method of giving talak Stiloulated by the sharia is that one should at the most reach the limit of two Talaaq and reach to the extent of third which is sin. But the nature of an act being a crime and a sin does not stop it from taking effect anywhere.

Killing unjustly is a crime and a sin, but the one who is shot with a bullet or struck with a sword gets killed, after all. His death does not wait to discover if the bullet was fired legally or illegally. Stealing is a crime and a sin by the consensus of all religion, but the money or wealth which has been stolen, leaves the possession of the owner anyway.

Similarly if someone has taken such a step, it should bring forth the same effect as it would be that of a permissible Talaaq, that three Talaaq becomes effective.

The decision of the Holy prophet (saw) is a testimony that he, in spite of showing anger against giving three Talaaq, enforced the three Talaaq. The Ulamaa have written many books on this subject and proved by many Ahadeeth. We are citing some of the Ahadeeth below.

1. Hazrat Ibn Umar (R) gave Talaaq to his wife at the time of menstruation. He had intention to give two more Talaaq in the next two menstruations. When the matter was noticed to the prophet (saw), he said, "What happened to you Ibn Umar, did Allah (swt) order you to forsake the Sunnah of your prophet (saw)?" The Sunnah is to give her Talaaq in every Tuhoor (purified condition). Ibn Umar (R) then said "I will revoke her by the order of Rasulullah (saw)". Rasulullah (saw) said, "When she will be purified give her Talaaq or leave her". Ibn Umar (R) then said "Oh Rasulullah (saw) if I give her three Talaaq at a time, what will be the result?" Rasulullah (saw) said, "You will be a sinner but the Talaaq will be effective. (Dar-Qutni and Ibn Abi Shaiba)

Imam Ibn Hammam said this hadeeth is saheeh (authentic).
2. Imam Maalik (R) wrote in his Muatta that someone came to Hazrat Ibn Abbas (R) and said, "I gave hundred Talaaqs to my wife, what do you say about this?" He replied, "Three Talaaq is enforced and the rest of the ninety-seven, you made a joke at the Holy Qur'an". Qaadi Abu Bakar Ibn Arabi quoted this hadeeth of Nasaai.
3. Mahmood Ibn Laabid (R) reported that, the Holy prophet (saw) enforced his three Talaaqs; similar to the three Talaaqs of Sayyidinaa Uwaymir (R). His words are as follows; "so the Holy prophet (saw) did not reject it. He enforced it. As it appears in Uwaymir Al-Ajlani's hadeeth, the prophet (saw) enforced his three Talaaqs and had not rejected it.
4. In Saheeh Al-Bukhari Hazrat Aa'iysha (R) narrated that, a man pronounced three Talaaqs on his wife. When the women was married else where, the other husband also divorced her. The noble prophet (saw) was asked, is this women Halal for the first husband? The prophet (saw) replied "No, not unless the second husband had sexual intercourse with her". This hadeeth indicates that the three Talaaqs were given at the same time. Commentators on hadeeth like Allama Ibn Hajar Asqalani, Allama Badar Uddin Ayani, and Allama Qastalani confirm that three Talaaqs were given at the same time and the hadeeth shows that the prophet (saw) made these Talaaqs effective.
5. Imam Abu Dawood (R) reported that Hazrat Mujaahid (R) said, I was besides Hazrat Ibn Abbas (R), someone came to him and said, I announced three Talaaqs to my wife. Ibn Abbas (R) became silent at first. After sometime he said, "you are living in the paradise of fools and then you come and say, Oh Ibn Abbas this happened that happened". Fear Allah! Allah (swt) says, "Fear Allah" Those who fear Allah, Allah will make ways for them. Then he (Ibn Abbas) said, "You are disobeying Allah (swt) and your wives are being divorced.
6. Imam Maalik (R) also narrated that, someone came to Hazrat Abdullah Ibn Mas'ood (R) and said, "I gave eight Talaaqs to my wife". Hazrat Ibn Mas'ood (R) asked, "What did the ulamaa say about this?" The Man replied that, "they said that the Talaaq-e-Baa'en is enforced". Then Ibn Mas'ood (R) said they gave the correct verdict.

7. Ibn Abdur Razzak (R) (a great Muhaddith) reports in his books of hadeeth "Musannif" from Hazrat Ubadah Bin Saamit(R) who said that his father gave one thousand Talaaqs to his wife. When he went to Rasulullah (saw), he (saw) said three is enforced and the rest of the nine hundred and ninety-seven, you made injustice. Allah (swt) may forgive you or may punish you.
8. Imam Abu Dawood (R) narrated that Hazrat Abdullah Ibn Mas'ood (R), Hazrat Abu Hurairah (R), and Hazrat Abdullah Ibn Amar Ibn Al-A'us (R) were asked about three Talaaqs of one person's wife. They all replied; his wife is not Halal for him unless she is married to a second husband.

There are many other narrations on this topic. And considering all these hadeeth, Imam Abu Hanifa (R), Imam Shaf'ee (R), Imam Maalik (R), Imam Ahmad Ibn Humbal (R) and almost all other prominent ulamaa said that three Talaaqs, given at a time becomes three. Only Taw'us and some other Ahle Zahir (Ahle Hadeeth) differ in it. (Sharhe Nababi)

Imam Ibn Abdul Bur Maaliki also stated about the Ijmaa (consensus of opinion) on it. Allama Zurqaani stated in "Sharhe Muatta" that the overwhelming majority of the scholars of shariah are of the view that three simultaneous Talaaqs become effective. In fact Ibn Abdul Barr, while reporting Ijmaa (consensus of opinion) on this has said; there are very few opinions against this which is not considerable.

Imam Tahawi says in Sharha-Ma'aanil Athar that, Hazrat Umar (R) addressed the people on this subject publicly and those sahabis were present there who knew about the method, practiced during the time of Rasulullah (saw),

but no one from among them challenged it and no one from them rejected it.

But the salafis hold the view that three Talaaqs at a time is considered one. They follow the fatwah (Rulings) of Imam Ibn Taiymiah, who after seven hundred years later innovated it. They want to prove their claim by one narration in Saheeh Al-Muslim narrated by Hazrat Abdullah Ibn Abbas that, during the time of the prophet (saw), during the Siddiqi Khalifah and up to two years during the Farooqi Khalifah; three Talaaqs were taken as one when Sayyidinaa Farooque Al-Azom gave the ruling about three Talaaq.

The hadeeth of Saheeh Al-Muslim is as follows: It has been reported from Hazrat Abdullah Ibn Abbas that during the time of the Holy prophet (saw) and during the time of Hazrat Abu Bakar (R), and the first two years of Hazrat Umar (R), three Talaaqs were treated as one. Sayyidinaa Umar (R) said that people are becoming haste-prone in matters in which there was room for deferment for them. Therefore, it would be appropriate if we enforce it on them. (Muslim)

Now this hadeeth should be discussed and understood clearly.

Firstly: The declaration of Hazrat Umar (R) was made publicly in the presence of the Sahabah and Taabi'een. After consultation with the Sahabah who were experts in Fiqh, no one at that time had rejection or hesitation about it. It was accepted by the overwhelming majority.

Secondly: The most clear and conspicuous discussion had been made by the renowned commentators of hadeeth Imam Nawawi in his commentation of Saheeh Al-Muslim. He said that the executive order of Hazrat Umar (R) and the total argument of the noble saaheb upon it should be related to a particular form of three Talaaqs in which someone might say three times, "you are divorced, you are divorced, you are divorced" or "I divorce you, I divorce you, I divorce you".

Now the pronouncer may have said these words with the intention of giving three Talaaqs or three repeated pronouncement were simply for the sake of emphasis without any intention of giving three Talaaqs, and it is obvious that the knowledge of intention can come only through the statement of the pronouncer. During the blessed time of the holy prophet (saw), truth and honesty were common and dominant. If after using such words, someone stated that he did not intend to give three Talaaqs, instead, the words were uttered repeatedly just for the sake of emphasis, the Holy prophet (saw) would then confirm his sworn statement and rule that this was only one Talaaq.

This is corroborated by the hadeeth of Sayyidinaa Rukhana (R), which says that he had divorced his wife with the word "Albattah". This word "Albattah" although spoken for three Talaaqs is commonly used but not always. The sense of three was always not clear in it. This is why Rasulullah (saw) took oath from Rukhana (R) which is narrated by the scholars of hadeeth including Hafiz Ibnul Qaiyyum the student of Ibn Taiymiah (R). When Hazrat Rukhana (R) swore that he had intention for one Talaaq; the prophet (saw) ruled it to be only one Talaaq. This hadeeth appears in Tirmizi, Abu Dawood, Ibn Majah, and at Darimi in different chains of authority and different words.

However this proves as generally agreed upon that the Holy prophet (saw) ruled Sayyidinaa Rukhana's (R) Talaaq to be one only when he declared on oath that he had not pronounced the words of three Talaaqs explicitly and clearly, otherwise there would have remained no possibility of his having not intended three Talaaqs and consequently there would have been no need to question him. This incident clarifies that, the words which do not indicate the intention of one Talaaq or three Talaaqs clearly, Rasulullah (saw) ruled only after solemn declaration under oath because those were the days of truth and honesty. This practice continued during the Khalifah of Hazrat Abu Bakar (R) and during the first two years of Khalifah Hazrat Umar (R). Later on Hazrat Umar (R) realized that the standard of truth and honesty was on the decline and according to the prophecy of the prophet (saw)

will further decline in the future. On the other hand, incidents became numerous where in those who pronounced the words of divorce three times started declining that their intention was that of one Talaaq only. Hazrat Umar (R) then took that initiative and all the sahabas agreed upon that matter.Moreover particular Talaaqs given by the word, "three or the repetitions of the word Talaaq with the intention of three" were ruled as three after all. Even during the time of the Holy prophet (saw), the ruling of one concerns a Talaaq, in which three is not mentioned clearly or in which the act of giving three Talaaqs is not admitted, rather it is claimed that the count of three was for the emphasis only. Therefore, the view that three Talaaqs considered as one Talaaq at the time of Rasulullah (saw), is not correct and authentic.

Khutbatul jumuah: should it not be in Arabic?

Prof. Moulana. Muhibbur Rahman

The mentality to deliver khutbatul Jummah in the languages other than Arabic has grown after a pretty long time after the demise of Rasulullah (saw) especially, since the beginning of this century, this mentality among the modern and liberally educated people has been being serious. A series of ventures to organize seminars are in force to train and educated people with regard to making the thoughts of these liberal minded people adaptable to the needs and demands of the time and the place in particular. According to these people, khutbatul Jummah in Arabic is lifeless.

And the language other than Arabic makes it lively; unfortunately these people have totally failed understanding the basic and fundamental principles of Islam in the light of the Quran and Sunnah. These liberal minded scholars have fully depended upon the literal meaning of the word "Khutbah" They have done the same mistake in understanding and interpreting the words "Riba", "Salat", "Zakat", "Jihad", "Iman" and so on, whereas these words have implied and applied meanings that give us the applicable and practical meaning towards situations in reality, as said and demonstrated by Rasulullah (s). In this connection, almost all the universally accepted scholars in Islam have unanimously opined that no one should take the responsibility and risk of interpreting the basic and fundamental principles of Islam based on his linguistic knowledge and own understanding of the Quran and Sunnah. In this regard, Rasullullah (s) has said that, a person who interprets the Quran based on his own thinking makes his room or place in the hellfire.

Some liberal minded scholars have considered Khutbatul Jumah a means of educating people through giving them the understanding that khutbatul Jummah is nothing but a speech or lecture through which audiences can be easily made to understand the message provided in the language of the audience. No matter if it is in English or any other language but Arabic. But the fact remains that no instance is available in the Islamic history that any of the companions of Rasul Allah SAW delivered khutbatul Jummah in the language other than Arabic, even though many of them were well conversant with many other languages. Including the language of the places and the people to whom they delivered the Khutbatul Jumuah.

To deliver the Khutbatul Jummah in any language other than Arabic is against the Sunnah of Rasulullah (saw) and so against of the principle of Islam. The famous Islamic Jurisprudent 'Allama Abdul Hye has mentioned in the book Umdatur Raah, (Vol-1, page 242) that it was beyond doubt that delivering Khutbatul Jumuah in the language other than Arabic is against the sunnah of Rasulullah (saw) and that is a Makruhe Tahreemee. Imam Shah waliullah has mentioned in his book Al Musawa, (page-154) that since the inception of Islam the deliveration of khutbah has always been in

Arabic without any exception. Imam Rafeyee has mentioned in his book "Sharhee yahyaul ulum" (part. 1, page 326) that the Khutbah to be acceptable must be in Arabic, Allama Abdur Rahman Jujree has expressed the views of all the four imams (Abu Hanifa, Shafi, Malik and Hambal) in the book "kitabul faqh Ala Mazahibul Arbah" that according to Hanafi Madhab, to deliver Khutbah in the language other than Arabic is Makru Tahreemee, While according to the other three Madhabs Arabic is a condition as the language of Khutbatul Jummah.

As a matter of fact the objective and purpose underlying the khutbatul jummah is the remembrance of Allah (Zikurullah). In this regard, the last section of the suratul Jummah has presented a doubtlessly clear message and understanding. Most of the Mufassereen stated including Ibn Khathir has mentioned the Khutbah as Zikrullah. It is stated in the Sahi Bukhari that when the khateeb stands for Khutbah the angels gather there to listen to the Khutbah. Therefore Khutbah is completely different from ordinary speeches or lectures mainly because the objective and purpose of other speeches are not Zikrullah. Moreover if the khutbatul Jumuah were comparable with other ordinary lectures, there would have been no need for specific place for setting for the deliberation of the khutbah. The Islamic scholars and jurisprudents have opined that it is not possible to change the language of khutbah as it is not to replace the language of salat, Adhan, Iqamah and takbirat. Therefore no question arises as to whether kutbatul Jummah can be in the language other than Arabic.

Although the Quran has been revealed for the guidance of mankind and for calling humanity to the obedience of Allah, the purpose of reciting the Quran in Salat is not the same. Even though the recitation from the Quran in Salat can serve that kind of purpose indirectly. The main purpose of reciting the Quran In salat is Zikrullah. Similar is the case of khutbatul Jumuah. It's purpose being Zikrullah.

From the above discussion it is clear that the language of khutbatul Jumuah cannot be other than Arabic. Islamic history brings to us the proof that Hazrat Zayad Ibn Saabit (R) was a scholar and he was well conversant with a number of languages, but he never delivered khutbah in the language other than Arabic. Hazrat Salman Farsi, Hazrat Bilal and many other companions of the prophet (s) were conversant with more than one language and they travelled to many countries to spread Islam, but there is not a single instance that any of them delivered Khutbah in the language other than Arabic. May Allah give us all the ability to understand the principles and practices of Islam in their true froms and to avoid whatever is against the sunnah of Rasulullah (saw). Ameen.

It is better for a woman to pray in her house than in the masjid.

Prof. M. Rahman

Woman should be protected and concealed from men as much as her guardian can do that, The messenger (peace and blessings of Allah be upon him) preferred for women to pray in their houses and said that their reward for doing so is greater than their reward for praying in the mosque.

It was narrated from "Abd-Allah ibn Masood that the prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: " A woman's prayer in her room is better than her prayer in her courtyard, and her prayer in her cabinet is better than her prayer in her room." (Narrated by Abu Dawood, 570; al Tirmidhi, 1173. This hadeeth was classed as saheeh by al Albaani in saheeh al Tarheeb wa'l-Tarheeb, 1/136)

"Her room" refers to a woman's own room in the house, and "her courtyard" refers to the central area (in a traditional Arabic house), off which all the rooms of the house open. A cabinet is like a small room inside the large room, in which personal items are stored.

(Commentary from 'Awn al-Ma'bood)

It was narrated that Umm Humayd the wife of Abu Humayad al-Saa'idi came to the prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said, "O Messenger of Allah, I like to pray with you."He said, I know that you like to pray with me, but your prayer in your room is better for you than your prayer in your courtyard and your prayer in your courtyard is better for you than your praying in your house, and your prayer in your hose is better for your than your prayer in the mosque of your people, and your prayer in the mosque of your people is better for you than your prayer in my mosque. So she issued order that a prayer place be prepared for her in the furthest and darkest part of her house, and she used to pray there until she met Allah. (ie., died)" (Narrated by Ahmed, 26550).

This hadeeth was classified as saheeh by ibn khuzayumah in his saheeh, 3/95; ibn majjah, 5/595; al-albani in sahih. Al-targheeb wal-tarheeb, 1/135

It was narrated that Aaisah (May Allah be pleased with her) said: "If the Messenger of Allah (peace and blessing of Allah be upon him) had lived to see how women have started to behave, he would have prevented them [from going to the mosque] as the women of the children of Israel were prevented." I said, to Umor(R), "were they prevented?" He said, "Yes" (Al Bukhaari, 831; Muslim, 445)

Moulana Azeemabadi said, The reason why their praying in their homes is better is because it is safer from fitnah or temptation. This was later borne out by the way in which women began to make a wanton display of their adornments; Hence 'Aa'ishah said what she said. (Awn al ma'bood, 2/193)

And because of fitnah the fuqahas (Jurists) hold their opinion those women Jamat is makru. It was narrated by Hajrat Umm-e-Salma that Prophet (PBUH) said, the best masjid for women is the inner most apartments of their homes. (Ahmed, Tabrani)

Hence women should be careful when praying in public places, or go far away from where men can not see them, and should not pray in a public place when the time of prayer comes, unless she has no other place in which to pray. And house is better for them.

Hazrat Abdullah Ibn-e-Umar narrated that prophet (saw) said the prayer of women in their houses is twenty five times superior to their salat in the masjid. (Masnad-Al-Firdaus). So with regard to woman, their houses are better for them. If they need to pray in marketplace and there is a place that is screened off, there is nothing wrong with them praying there, InsahAllah.

Handshake with one hand

Prof. Moulana Muhibbur Rahman

Musafahah literally means to join a hand with another hand. This can be done with both hands or with just one.Those who claim that it is *sunnah* to do *musafahah* with one hand should themselves produce a hadith in which [doing *musafahah* with] one hand is clearly mentioned. In fact, this is not enough. They should additionally prove that there exists a prohibition of performing *musafahah* with both hands. Without these two things, their claim cannot be substantiated.

Moreover, if you are searching for an authentic hadith regarding performing *musafahah* with two hands, know that there is a narration of Sayyiduna 'Abd Allah ibn Mas'ud (may Allah be pleased with him) in *Sahih al-Bukhari* (pg. 926).[1]) He relates: "Allah's Messenger (Allah bless him and give him peace) taught me the *tashahhud* as he taught me a *surah* (chapter) of the Qur'an while my hand was between his hands."

It is clearly stated here that the hand of Ibn Mas'ud (may Allah be pleased with him) was between the two hands of the noble Prophet (may Allah bless him and give him peace). It is also extremely far-fetched [to assume] that the noble Prophet (may Allah bless him and give him peace) would perform *musafahah* with two hands and Ibn Mas'ud (may Allah be pleased with him) would do so with just one. It is therefore obvious that both of Ibn Mas'ud's (may Allah be pleased with him) hands would have also been clasping [the

blessed hands of the Prophet (Allah bless him and give him peace)].

Even if it is accepted that only one of Ibn Mas'ud's (may Allah be pleased with him) hands was clasping [the blessed hands of the Prophet (Allah bless him and give him peace)], then it is also obvious that the preferred action would be that of the blessed Prophet (may Allah bless him and give him peace).

If the question is not of what preponderant (rajih) is and what is not preponderant *(marjuh)*, then there seems to be permissibility for both actions. One, from the *Hadith fi'li* (action or deed) of the blessed Prophet (May Allah bless him and give him peace) and the other from the *Hadith taqriri* (tacit approval of the Prophet, may Allah bless him and give him peace). However, it is obvious that even though both actions are permissible, the action performed by the noble Prophet (May Allah bless him and give him peace) would still be preferred. And Allah knows best.

To assume that this was not *musafahah* is great ignorance. Imam Bukhari has proven [the act of] *musafahah* from this hadith, and has also narrated that "Hammad Ibn Zayd performed *musafahah* with Ibn al-Mubarak using both hands"[2]), from which it is known this was also the way of the *salaf* (pious predecessors). And Allah knows best.

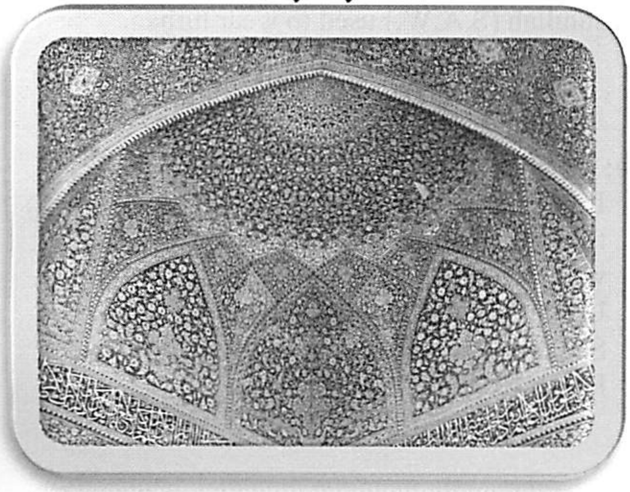

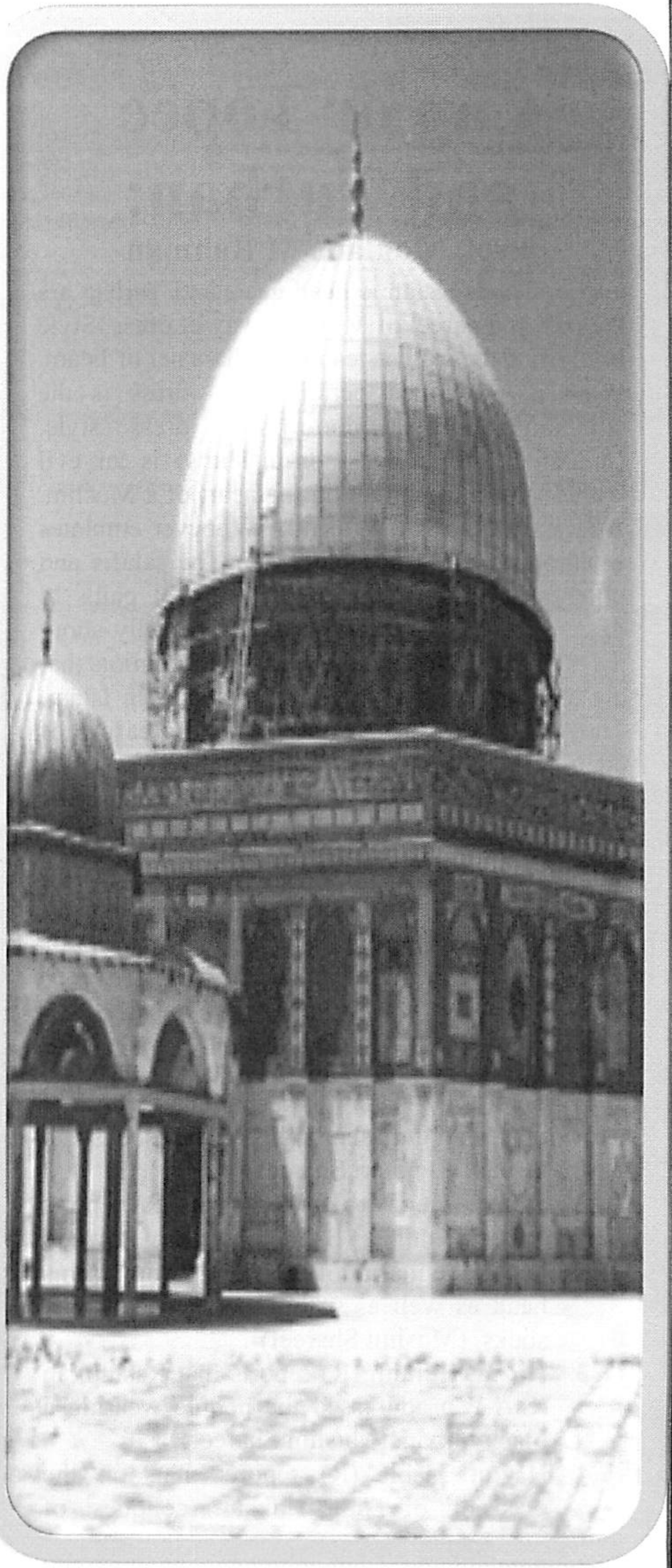

Cap or Topee and Turban:

Prof. Moulana M Rahman

Cap or Topee (Islamic head gear) and Turban are the part and parcel of Muslims way of dress. Style of dress is the salient features (Sha-aair) of Islam. What is prohibited pertaining to dress is the emulation of the non-muslim dress style. Emulation of kuffaar (non-muslims) is an evil with far reaching effect on the heart of a Muslim. As Rasulullah (S.A.W.) said, "Whoever emulates a nation becomes one of them". The salafis and other modernist in this century are at pains to discard the dress style of Islam. Especially about the topee and turban, they hold the opinion that the topee and turban have no relevance in Islam. They have a desire to abandon the wearing of Islamic head gear which was the A'mal of Rasulullah (S.A.W.). Topee is the head-dress which distinguishes a Muslim from a non-muslim.

We will now discuss a few Ahadeeth about the turban and topee.

Turban:

1. Hazrat Amr Bin Umaiyyah Damri (R) reports; "I saw Rasulullah (S.A.W.) performing masah on his leather socks and turban. (Bukhari Shareef)
2. Hazrat Mughaira Ibn Shu'baa (R) reports that, Rasulullah (S.A.W.) performed wudu and made masah of the front portion of his head as well as of his turban and leather socks. (Muslim Shareef)
3. Hazrat Huraith (R) reports that Rasulullah (S.A.W.) addressed the people wearing a black turban. (Muslim Shareef)
4. Hazrat Jaabir (R) reports that, on the occasion of Fathe-Makkah (conquest of Makkah), Rasulullah (S.A.W.) entered Makkatul-Mukarramah while wearing a black turban. (Muslim, Tirmizi, and Ibn Majah) The same narration was made by Hazrat Ibn Umar (R) in Ibn Majah.
5. Hazrat Ibn Abbas (R) reports that during the illness prior to his Intiqaal (passing away) Rasulullah (S.A.W.) was addressing the Sahaba-e-Kiraam, and at that time he had a turban on his head. (Shamaail-e-Tirmizi)
6. Narrated by Hazrat Abu Sa'eed Khudri (R) that, it was the practice of Rasulullah (S.A.W.) that whenever he wore a new item of clothing, he would take thename of it i.e. turban, kurtaa, chaadar and he used to make dua by saying "Oh Allah, I am indeed grateful to you for this clothing which you have granted to me. I beg you the virtue of it and the benefit for which it was made. I seek protection in you from its harm and from the evil of it. (Tirmizi and Mustadrak-e-Hakeem)
7. Hazrat Ibn Umar (R) narrated that Rasulullah (S.A.W.) said that the person who is in Ihraam (white clothing during pilgrimage) cannot wear turban, trouser, and topee. (Bukhari Shareef) This means that in the time of Rasulullah (S.A.W.) people used to wear turban, trouser, and topee.

From the above mentioned narrations, it is clear that Rasulullah (S.A.W.) used to wear turban.

Topee:

1. It is narrated by Abdullah Ibn Umar (R) that Rasulullah (S.A.W.) used to wear white topee. (Tibraani) Allama Jalaal Uddin Suyooti wrote in his book "Jaamius Sagheer" that the sanad of this hadeeth is Hasan (reliable).

2. Hazrat Rukhana (R) narrates that, Rasulullah (S.A.W.) said, the differences between us and the Mushrikeen (polytheist) is a turban on the top of the Qlansu. (Tirmizi) This hadeeth is also Hasan (reliable) said by Imam Tirmizi.
3. It is reported by Hazrat Ibn Umar (R) that, Rasulullah (S.A.W.) wore a white topee. (Muzamul-e-Kabeer of Imam Tibraani)
4. Abu Shaikh reports from Hazrat Ibn Abbas (R) that Rasulullah (S.A.W.) had three topees in his possession. (Bazlul Majhood) The description of the three topee's are: One was such that, on the inside it had lining sewn with it. The second one was made of "Hibara" fabric and the third one was the topee that covered the ears which was generally worn at journeys and would sometimes be in front at the times of salaah.
5. Hazrat Aa'iysha (R) narrates that; Rasulullah (S.A.W.) would wear a white topee which lay flat and compressed to his head. (Ibn Aasakir)
6. Muhaddith Abu Shaikh narrates that, Hazrat Aa'iysha (R) reports that, Rasulullah (S.A.W.) would wear a topee which covered his ears while on a journey and while at home he would wear a thin topee. Allama Iraaqi says that this is the most authentic and reliable hadeeth. (Faizul Qaadir – Vol. 5, pg.246)
7. Hazrat Abu Khabsha Anmaari (R) narrates that, the topee of the sahabah were spread out and flat. (Tirmizi)
8. Hazrat Iesa Ibn Tahmaan (R) says that, he S.A.W. Hazrat Anas Ibn Maalik (R) wearing a topee. The word "Burnus" comes in the narration which means a long hat as mentioned in the hadeeth of Hazrat Ibn Umar (R) in Bukhari. In Bukhari Shareef, the wearing of topee by Hazrat Anas (R) is mentioned in (Vol. 2, pg. 863) and the mention of topee of Hazrat Abu Ishaaq Sabee (a Tabi'ee) is found in Bukhari (Vol. 1. pg. 159). Hazrat Ali (R) also was found wearing an Egyptian topee. (Tabaakat Ibn Sa'ad)

The wearing of topee by the Sahabah, Taabi'een, Tab-e-Taabi'een, pious
Imams, and the scholars are found in the books of history. This is why it becomes Amal-e-Mutawaatir (wide practiced) A'mal. In Musannaf Ibn Abi Shaiba, many narrations are reported with saheeh sanad.

Allama Ibnul Arabi remarks that, "The topee is amongst the clothing of Ambiyaa (prophets) and the pious ones. It protects the head and keeps the turban in its place which is Sunnah. The topee should sit on the head and not stand like a dome."(Faizul Qaadir- Vol. 5, pg. 247)

We want to conclude this chapter by mentioning a hadeeth in Tirmizi Shareef which is narrated by Hazrat Umar (R) that, Rasulullah (S.A.W.) said, "There is a Shaheed (martyr) who has a strong Imaan and he sacrificed his life in the battlefield fighting the non-believers with courage, and his position in day of resurrection will be so high that people will raise their head to see him". While saying this, Rasulullah (S.A.W.) raised his head so much so that his topee fell form his head. (Tirmizi-Vol.1, pg. 294) It is very clear that there was a topee on the head of Rasulullah (S.A.W.)

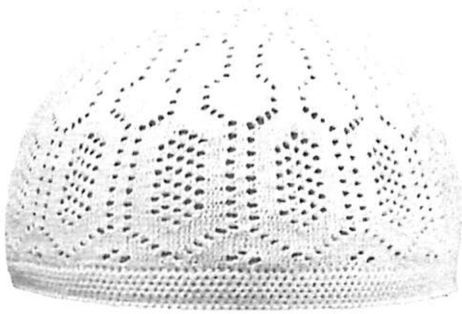

Salaatut-Taraaweeh (Twenty Rakaats) Sunnah

Prof. Moulana M Rahman

Taraweeh Salaat in the month of Ramadhan is Sunnah and the numbers of rakaats are twenty according to the Hanafi and other mazaahib. But the modern salafi sects hold their opinion that twenty nrakaats of Taraaweeh is Bid'ah (innovation), and eight rakaats is correct. They say that twenty rakaat Taraaweeh is not supported by hadeeth. Let us now discuss about that. It is correct that in times of Rasulullah (S.A.W), the rakaats of "Qiyaam-e-ramadhan" or Taraaweeh were not fixed. Even Rasulullah (S.A.W) did not make this Salaat every night in the month of Ramadhan. Only three nights i.e. (twenty third, twenty fifth, and twenty seventh) he prayed "Qiyaam-e-Ramadhan" according saheeh hadeeth. He (S.A.W) prayed eight rakaat of Tahajjud (late night prayer)every night, even if it was not the month of Ramadhan. In times of Hazrat Umar (R). it was decided, supported, and accepted by the Sahaba-e-Kiraam that Salaatut-Taraaweeh should be twenty rakaats. It is narrated by hazrat Irbaaz Ibn Sariah that Rasulullah (S.A.W) said, "You should hold fast and obey my Sunnah and the Sunnah of my rightly guided Khalifahs". (Tirmizi, Abu Dawood, Ibn Majah, and ahmad). That means that whatever is decided by the Khulafaa-e-Raashideen must be followed. Another Hadeeth in Tirmidhi is that Rasulullah (S.A.W.) said, "I don't know how long I will be in this world, however follow whatever Abu Bakor and Omar decides." This is sahih according to Ibn Hajar Asqalani.

1. Hazrat Ibn Abbas (R) narrated that, Rasulullah (S.A.W) prayed twenty rakaat in the night of Ramadhan with Witr prayer. (Musannaf Ibn Abi Shaiba, Tibraani, and Baihaqi) This hadeeth proves that Rasulullah (S.A.W) himself prayed twenty rakaat Taraaweeh. But this hadeeth is regarded weak by the Muhadditheen. We don't want to prove twenty rakaats with this hadeeth in the time of Rasulullah (S.A.W).

2. Imam Baihaqi narrates with saheeh sanad (correct and strong narrator) that in the time of Hazrat Umar (R), Hazrat Uthmaan (R), and Hazrat Ali (R) twenty rakaats Taraaweeh were performed by the people in general.

3. Imam Maalik (R) narrates in this book "Muatta" from Hazrat Yaazid Bin Romaan (R) that, people used to make twenty rakaat Taraweeh. (The sanad of this hadeeth is also saheeh)

4. Hazrat Hasan (R) narrates that, Hazrat Umar (R) ordered people top pray behind Hazrat Ubai Bin Kaab (R) who led twenty rakaats Taraweeh. (Abu Dawood)

5. Hazrat Yahya Bin Sa'eed narrated that Hazrat Umar (R) ordered one person to lead twenty rakat of Taraaweeh.
   (Musannaf Ibn Abi Shaiba)

6. Hazrat Abdul Aziz Bin Raafi (R) says that, Hazrat Ubai Bin Kaab (R) used to lead twenty rakaats of Taraaweeh in Madina. (Musannaf Ibn Abi Shaiba)

7. Hazrat Saib Ibn Yaazid (R) says, people used to perform twenty rakaats of Taraaweeh. He says that in times of Hazrat Uthmaan (R), people used stand leanin on the sticks because of long time standing. (Baihaqi)

8. Hazrat Abdur Rahman Saalmi says that Hazrat Ali (R) used to call the Qurraas (those who can recite the Qur'an very well) and ordered the best one out of them to lead twenty rakaats of Taraaweeh and Hazrat Ali (R) himself lead the Witr prayer. (Baihaqi and Sunan-e-Kubraa)

There are many more Ahadeeth about it. Accordig to the above mentioend Ahadeeth, scholars like Imam Muhammad Bin Khudaama Humbali, allama Kastalani Shaf'ee, Allama Mullah ali Qari Hanafi and others hold their opinion that, it was decided in the time of Hazrat Umar (R) that, Salaatut Taraaweeh should be performed twenty rakaat and it is accepted by all of the Fuqahaas.

Allama Zubaidi says in his book "Ittehaaf" that, based on the "Ijmaa"(unanimous opinion) at the time of Hazrat Umar (R), Imam Abu Hanifa (R), Imam Shaf'ee (R), Imam Malik (R), Imam Ahmed Bin Humbal (R), and the Jamhoor (almost all of the Imams) have accepted this decision, Even Allama Ibn Abdul Bar, of Maaliki mazhab, has accepted this view. And from the time of Khulafaa-e-Raashideen, Sahabah, Taabi'een, Tab-e-Taabi'een, Imams and the majority of the muslims of the whole world including MasjidAl-Haraam (at Makkah) and Masjid Un-Nabi (S.A.W) (at Madina) have been performing twenty rakaats of Salaatut-Taraaweeh. Only the deviated salafi groups say that it is Bid'ah (innovation) to pray twenty rakaats. (Na'oozubillahimin-Zaalik) We take refuge to Allah from this. May Allah (S.W.T) save us from them and guide us in the true path.

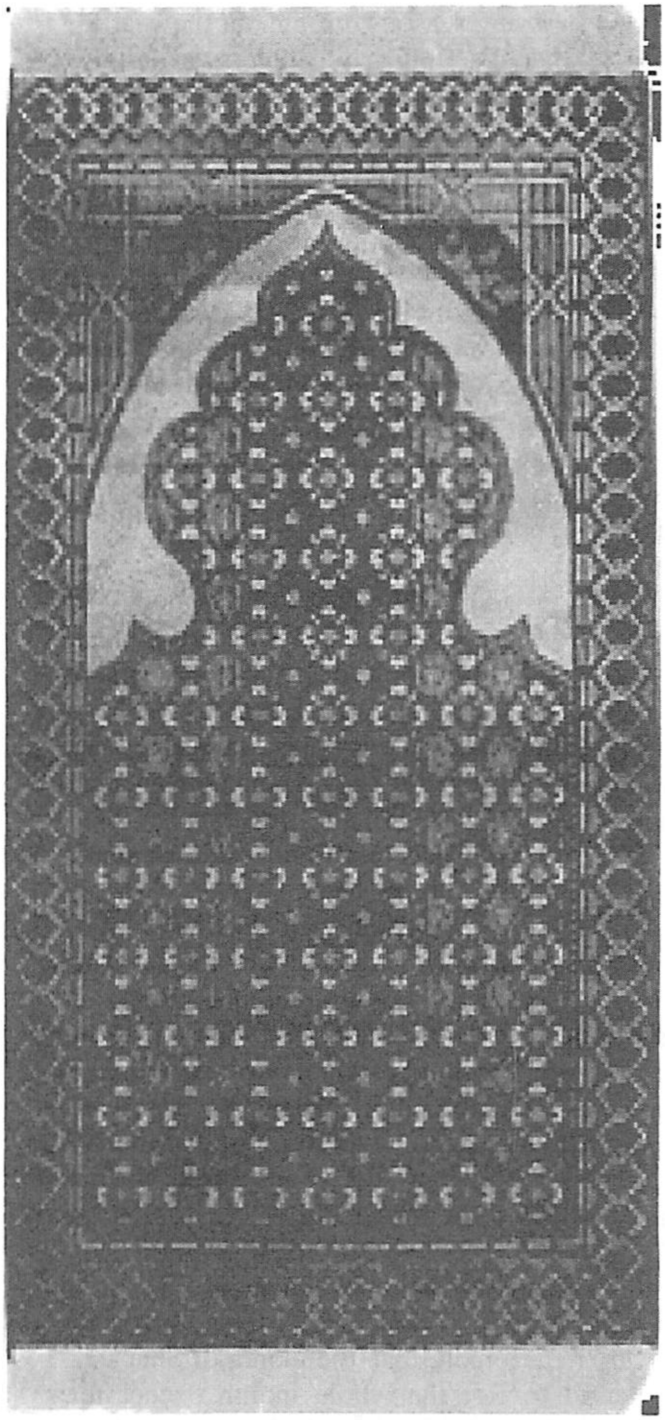

Virtues of Shabaan & Laylatul Bara'at

Moulana Ibrahim Meomon

Allah (swt), out of His infinite mercy, has created varying seasons throughout the year for people's benefit. Similarly, Allah (swt) has also assigned different seasons for particular Ibadah. These are special times designated by Allah (swt) for increased Ibadah.

Of course, a Mu'min is expected to be performing Ibadah continuously throughout his or her life, but these special opportunities exist so that every believer may get a chance to attain closeness to Allah (swt) and earn manifold rewards. One of these blessed opportunities is the month of Shabaan. It is reported in authentic hadith that Rasulullah (saw) used to particularly increase his Ibadah in this month. It is recorded in Sahih al Bukhari : Aishah radhiallahu anhaa narrates: The Blessed Prophet (saw) fasted for so long [so many days] we thought he would never break his fast. Then he would do Iftar (for so many days) we thought he will never fast. I have never seen the Blessed Prophet (saw) fast for a whole month besides the month of Ramadan and keep more fasts [outside of Ramadan] than in the month of Shabaan. (Reported in Bukhari, Muslim, Nisai, Abu Dawood)

Usamah bin Zaid narrates that I said, Oh Blessed Prophet (saw)! I do not see you fasting any month more than the month of Shabaan. The Blessed Prophet (saw) replied, People are ignorant of it, being between the months of Rajab and Ramadan. All deeds are raised towards Rabb ul Alameen in that month. Thus, I wish that my deeds are raised when I am fasting. (Reported in Nisai, Musnad Ahmad)

Aisha radhiallahu anhaa also narrates that I never saw the Blessed Prophet (saw) fast in any month more than the month of Shabaan. He used to fast the whole month except for some days; in fact, he used to fast the whole month (of Shabaan). (Reported in Nisai, Abu Dawood, Musnad Ahmad)

Abu Huraira (ra) relates that Aisha radhiallahu anhaa narrated to them the hadith that the Blessed Prophet (saw) fasted the whole month of Shabaan. She said: I asked the Blessed Prophet (saw): Oh Blessed Prophet (saw), is Shabaan your most favorite month to fast? He replied: Allah (swt) assigns the year of death for each person (in the month of Shabaan), thus, I wish my death come when I am fasting. (The chain of narration is ranked "Hasan" in al-Targheeb wal Tarheeb and is also related in Musnad Abu Yala)

The following things are very clear from the several Ahaadith above:

1. The month of Shabaan is a very important month and Shari'ah encourages us to perform optional Ibadah during this month
2. Rasulullah (saw) used to fast most of the month of Shabaan
3. In this month, all of the people's deeds are presented to Allah (swt)
4. Rasulullah (saw) disliked for the people to neglect the importance of the month of Shabaan
5. In Shabaan, the lists of all the people that are suppose to die in that year are handed over to the angels.

In addition to all of these virtues, there is particular emphasis for the 15th of Shabaan which is called Laylatul Bara'a. Although some people deny the importance of the 15th night of Shabaan; there are authentic ahaadith which clearly indicate its importance.

The following few hadith have been presented with scholarly critique in order to illustrate the special virtues of this night so people are not deprived of a great opportunity of Ibadah through which they can attain more nearness to Allah (swt).

Hadith 1

It is related by Muaz bin Jabbal (ra) that the Blessed Prophet (saw) said: Allah (swt) looks over at His creation on the fifteenth night of Shabaan and forgives everyone but for two people: a polytheist and one who holds a grudge against people.

Imam Ibn Hibban has narrated this hadith in his Sahih, Imam Bayhaqi in his Shua'bal Imaan,

Imam Tabarani in Al Mu'jam al Kabeer, & Abu Nu'aym in Al Hulya. Imam Haithami has also narrated this hadith in his Majmu'al Zawaid and after narrating it, he has commented that all of the people in the chain of narrators of the above hadith are trustworthy and this hadith is authentic.

This hadith is also narrated by Imam Mundhari in Al Targheeb wal Tarheeb, Imam Suyuti in Durrul Manthoor, & the late Shaykh Albani has also narrated this hadith in his Silsilah Sahiha (a book in which he has narrated only authentic hadith according to him.)

Hadith 2

It is related by Abu Thalaba (ra) that the Blessed Prophet (saw) said: On the 15th night of Shabaan, Allah (swt) looks over at His creation and forgives all the believers except for the one who begrudges and hates. He leaves them in their enmity.

This hadith is narrated by Bayhaqi (raheemullah) in Shubal Imaan, Hafiz Ibn Abi Asim in Kitabus Sunnah, Imam Suyuti in Durrel Manthoor, and Shaykh Albani confirms its authenticity by narrating it in his Silsilah Sahiha.

Hadith 3

Sayyidina Abdullah bin Amar (ra) has narrated that Rasulullah (saw) has said, "Allah (swt) on the 15th night of Shabaan looks at the people and He forgives all believers except for two kinds of people: 1) Someone who holds a grudge against others and 2) someone who has taken an innocent life.

This hadith is narrated by Imam Mundhiri in Al-Targheeb wal Tarheeb, Imam Ahmad in his Musnad, and Hafiz Al Haithami in Majmual Zawaid. Shaykh Albani has narrated this hadith in his Silsilah Sahiha and after a lengthy discussion regarding its chain of narrators; he concludes that this hadith is Hassan.

In addition to the above, we find most of the great scholars have confirmed the importance and the virtue of the 15th night of Sha'ban. Following are some quotations.

1) Sheikh Mansoor Bahoti Hanbali says in his well known book of Hanbali fiqh Kash-shaful Qina, Vol1:444

As for the 15th night of Shabaan, it is a night of virtue. Some of the salaf prayed the whole night, although establishing congregational prayers (on this night) is bida't (an innovation). And the reward of ibadah on the 15th night of Shabaan is the same as the reward of ibadah on the night of E'id.

2) Imam Shafi rahmatullahi alayh said in Al-Umm, Vol. 1 p. 231:

Imam Shafi said, "of the narrations that have reached us, verily, dua is accepted on five nights: the night of Juma', the night of E'id Al-Adha, the night of E'id Al-Fitr, the first night of Rajab, and the 15th night of Shabaan".

3) Shaikh Abu-Ishaq Ibrahim Al-Hanbali says in Al-Mubdi':

It is desirable to revive the time (with salat and ibadah) between the two E'sha's (Maghrib and E'sha) because of the ahaadith. Many scholars say: Similarly with the night of Ashura, the first night of Rajab, and the 15th night of Shabaan.

4) Imam Shurunbulali Hanafi rahmatullahi alayh says in Noorul Eidhah P.63:

It is desirable to revive the last ten nights of Ramadan, two nights of Eidain (Eid ul-Fitr and Eid ul-Adha), ten nights of Zil Hijjah, and the 15th night of Shabaan.

5) Imam Ibn-Taimiyyah rahmatullahi alayh was asked about the importance of the 15th night of Sha'ban. He replied:

As for the 15th night of Shabaan, there are many narrations and Athar (quotes from the Sahabah (ra)) regarding its virtue. It has been reported of the salaf that they prayed in this night. Therefore, praying alone on this night, having precedence in the salaf, is sufficient evidence and something of this kind surely cannot be denied.

6) At another occasion, Imam Ibn-Taimiyyah rahmatullahi alayh was asked the same question and he replied:

If one prays on this night alone or in a select company of people as many groups amongst the salaf did, then it is good. As for

congregating in the masjid upon a fixed prayer like gathering upon a salat with 100 rakats, and reciting Surah Ikhlas a thousand times, this is bida't. None of the scholars extolled this and Allah (swt) knows best.

7) Shaikh Mubarakpuri writes in Tuhfatul Ahwadhi Vol.3 P.365:

You should know that a sufficient number of hadith has been narrated confirming the virtues of the 15th night of Shabaan. All these ahaadith prove that it has a basis.

After relating many Ahadith about the importance of this night he says:

The sum of all these ahadith is strong evidence against the one who thinks there is no proof of the virtue of the 15th night of Shabaan and Allah (swt) knows best.

May Allah (swt) give all of us tawfeeq to take advantage of this great opportunity and blessing of Allah (swt). Ameen!!!

Evidence for Difference in Salah of Men and Women

By: Ebrahim Saifuddin

Some people live in a delusion that rulings of difference in some positions of Salah between men and women are based on no evidence. They think that hundreds of years of scholarship was based on something that does not exist. How more misguided can they be. They wish not to study books of fiqh but yet wish to make such derisory statements. However, we will just move on to the basics to satisfy their ludicrous needs.

Evidence

Below are some of the ahadith that prove the difference in the way women are to offer Salah. They are taken from two books, "The way the Noble Messenger Offered His Prayer" by Mufti Jamil Ahmed Naziri and "The Salah of Women" published by Madrasah Arabiyyah Islamiyyah (Azaadville).

First Evidence:

Yazid Ibn Habib (rh) has reported:

The Messenger of Allah (saw) passed by two women who were engaged in Salah. He said: "When you prostrate yourself, let part of your body rest on the ground because the rules in this case for women and men is not alike. (Maraasil Abu Dawood, p.118)

Second Evidence:

'Abdullah ibn Umar (ra) has quoted the Holy Messenger (saw) as saying:

"When a woman prostrates herself she must attach her belly to the thighs in a way that she is most concealed." (Kanz ul Ummal, v.4 p.117 with reference to Baihaqi and Ibn 'Adi)

Third Evidence:

'Ali (ra) said that when a woman prays she should sit on her buttock and keep her thighs together. (Al-Mughni, v.1 p.562)

Fourth Evidence:

'Abdullah Ibn 'Umar used to command women that they should sit on all their limbs with feet stretched to the right. (Al-Mughni, v.1 p.562)

Fifth Evidence:

Umm-e-Darda (ra) would raise her hands at Takbir Tahrimah as: palms raised opposite to the shoulders when she began Salah. (Musannaf Ibn Abu Shaybah, v.1 p.239)

Sixth Evidence:

According to Ibrahim Nakh'i (rh), when a woman prostrates herself, she may attach her belly to her thighs and not raise her buttocks and she may not keep her organs apart as men do. (Musannaf Ibn Abu Shaybah, v.1 p.239)

Seventh Evidence:

'Ali (ra) stated: "When a woman performs Salah, she must practice 'ihtifaz' and keep her thighs close together. [Similar hadith has also been attributed to 'Abdullah Ibn 'Abbas]. (Musannaf Ibn Abu Shaybah, v.1 pp.270-271)

Eight Evidence:

Hafidh Nuruddin Haythami said:

Wa'il ibn Hujr stated that the Messenger (saw) said to him: "O Ibn Hujr, when you perform Salah, Raise your hands to your ears while a woman should raise her hands till her chest." (Majma' uz-Zawaa'id, v.2 p.103; I'laa us-Sunan, v.2 p.156)

Same is recorded by Imam Abdur Razzak in al-Musannaf li Abdir Razzak, v.3 p.138.

Ninth Evidence:

Anbdul Hayy Luckhnawi states:

"As for women, the jurists are unanimous that it is Sunnah for them to place their hands on their bosoms." (As-Si'aayah fi al-Kashfi 'amaa fi Sharh al-Wiqaayah, v.2 p.152)

Tenth Evidence:

In the Musnad of Imam Abu Hanifah (rh), it is stated:

"Abdullah ibn 'Umar was asked how women performed Salah during the era of the Messenger (saw). He replied that initially they performed tarabbu' but then they were ordered to pull themselves close together and lean onto one side by resting on their left buttocks and completely contracting themselves." (Jaami' ul-Masaaneed, v.1 p.400)

The above were just the basic few evidences to prove the difference in Salah between a man and a woman. There are far more evidences and statements of jurists proving these differences. However, a few were given to quench the thirst of some who think they are qualified enough to judge evidence.

To make dua with waseelah or intercession

Prf. Moulana Muhibbur Rahman

To make dua to Allah (SWT) with the wasila of Rasul (saw) or any pious saint is permitted Allama Ibn-e-hajar makki (r) says that, to pray to Allah through the waseelah of Rasulullah (saw) has been the practice of the saintly elders of Islam. Prophet and saints have done the same.

Imam Hakim quotes a Hadith which he says an saheh Hadith, when Hazrat adam (a) ate the forbidden fruit, he prayed to Allah for forgiveness through the wasellah of Hazrat Muhammed (saw) Imam Nasaee and Imam Tirmizi reported that a blind man came to Nabi (saw) asking him to pray for the return of his lost eyes, Nabi (saw) replied, if you so wish I shall pray on your behalf, but if you patiently tolerate it will be better. The blind man desired the prophet (saw) to pray. Then prophet (saw) told him, perform wudu properly and pray to Allah in these words. "O Allah I ask you and turn you through your prophet (saw) through you I do turn to my lord for my great need that it may be fulfilled.

O Allah accepts the intercession of Hazrat Muhammad (saw) on my behalf. This Hadith is noted as sahih (correct) by both Imam Tirmizi and Imam Bayhaqi. The later i.e Imam Bayhaqi added that after this prayer his sight was restored. Imam Tabarani mentioned an authentic Hadith where in Nabi (saw) prayed thus " O Lord I beg you through the love of your Nabi and the Nabis before me, Imam Tabrani narrated another Hadiths that a man used to come to Hajrat Usman (r) for same reason again and again but Hazrat Usman due to his business could not pay a heed to him. Later on this man meets Hazrat Usman Ibn Hanif. Ibn Hanif told him to make wudu and perform two rakat salat and also told him to make dua standing beside the grave of Nabi (saw) by saying, "O Allah, I'm praying to you turning myself with the wasella of your prophet Muhammad (saw) who is the Nabi of Rahmah" and then he also said, "O Muhammed (saw) verily I make you my wasella to my Rob for my dua". This Hadith is also sahih and Hadith proves that to make dua with wasella of nabi (saw) even after his death is allowed. Imam Bukhari narrated in his Sahih Al Bukhari that at the time of crisis Hazrat Umar (r) used to make dua to Allah (swt) through the waseela of Hazrat Abbas (r) the uncle of Hazrat Muhammad (saw) saying "O Allah we used to make dua to you with the waseela of your Nabi, and you used to send us rain, and now we are making dua to you with the uncle of your prophet (saw) so send us rain and the rain were sent and flooded the land.

Imam Ibn-e-kashir in his tafsir and Imam Nawabi in his manasik (book of hajj) and many other scholars narrated a story of a Taabiee Al Atabi that once he (Al Atabi) visited the grave of Rasullah (saw) in Madina and after the

greeting the grave, he sat down in other side of the masjid, and so a desert Arab saying, "O you most honored of all messengers, "Allah has revealed to you the verse; "if when they had wronged themselves they had come to you and asked forgiveness of sins from Allah and messengers had asked forgiveness for them they would have found Allah forgiving and merciful. After that this man cried bitterly and read a poem "O you best of those buried in the earth, through whom that very earth became honored, may my life be a sacrifice for that grave where in you dwell, for therein lies virtue, generosity and goodness. You are the intercessor whose intercession is desired on that bridge when feet are sure to slip.
After that he begged forgiveness and departed. Muhammad bin Al Atabi said, there after I fell in sleep, on that spot and in a vision I saw the messenger of Allah. He said to me, Atabi go and find that person and tell him that through my intercession Allah has forgiven him.
All these prove that dua with the waseela before or after death is permitted without any doubt.

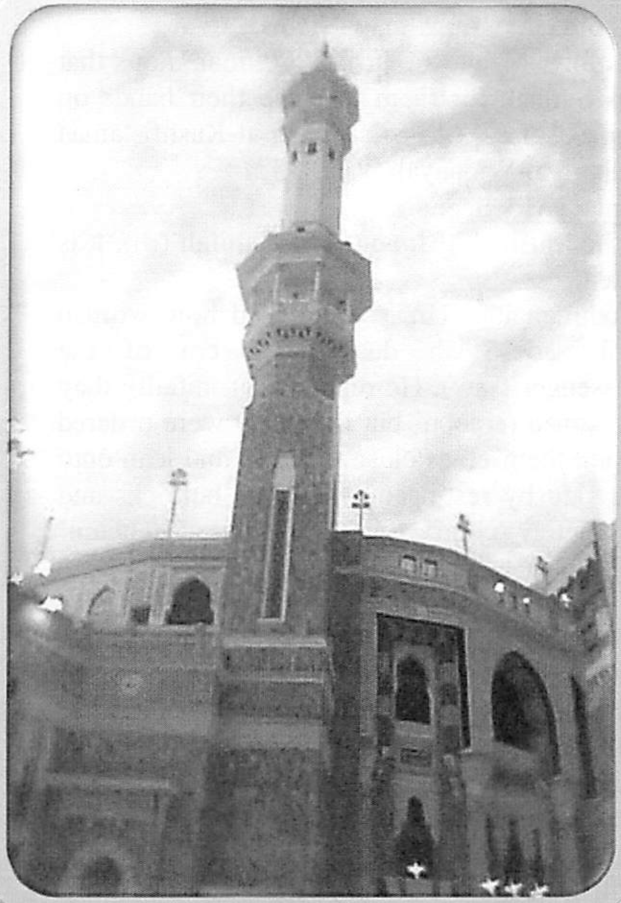

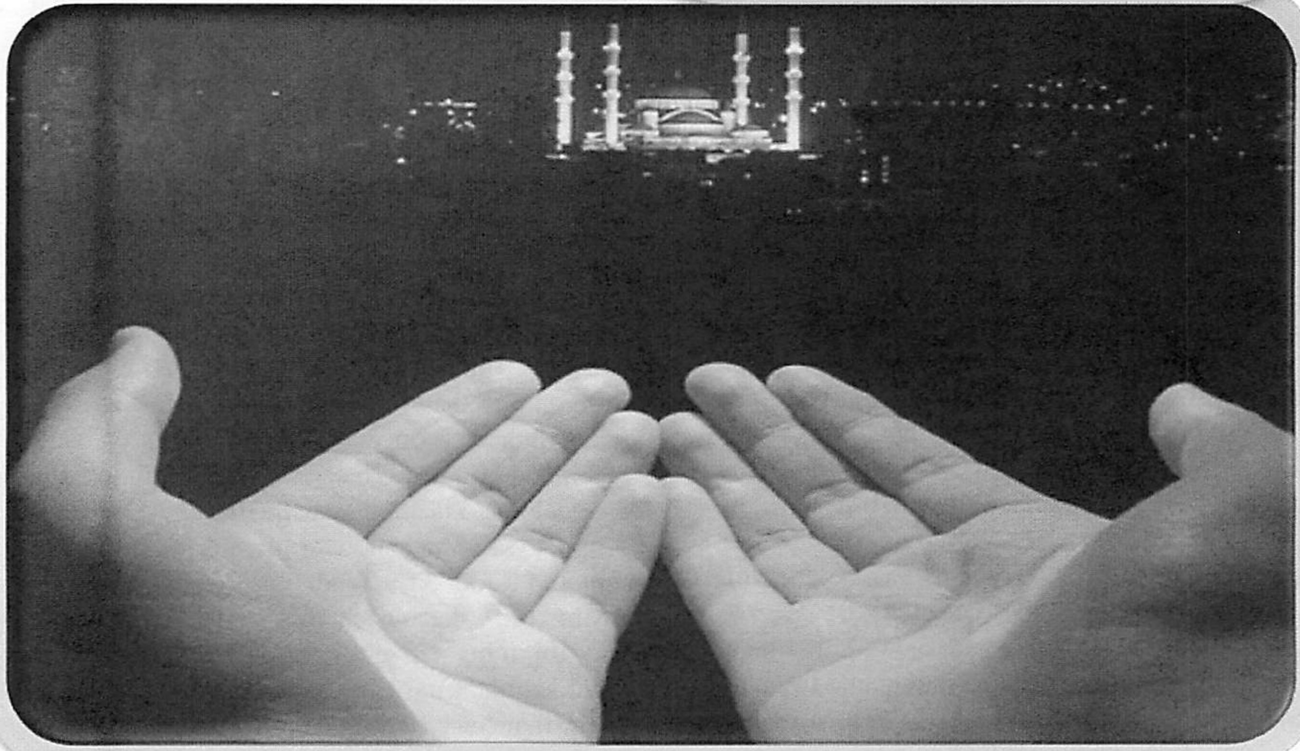

অধ্যাপক মাওলানা মুহিব্বুর রহমান রচিত গ্রন্থাবলী।

- আল্লামা মুশাহিদ বাইয়মপূরী (রঃ)
- কুরআন হাদীস ও হানাফী ফেকহার দৃষ্টিতে রমযান ও ঈদের চাঁদ
- ইসলাম ও আধুনিক চিন্তাধারা
- মাযহাব মানবো কেন?(বাংলা ও ইংরেজীতে)
- হজ্বের আহকাম
- আল্লামা আসআদ মাদানী (রঃ) ব্যাক্তিত্ব ও অবদান (বাংলা ও ইংরেজী)
- মাওলানা আব্দুলা সিলেটী (রঃ)
- জুমআর খুতবা
- কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক এবং হানাফী মাযহাব মোতাবেক কয়েকটি মাসআলা
- The salafi errors (English)
- Essentals of Islam (English)
- Some Masalas in the light of Hanafi Mazhab based on Quran and Sunah

বের হওয়ার পথে

- বাতিলের জবাব

PRINTING

We Print Everything IN HOUSE

একদিনে আমরা ম্যাগাজিন ডেলিভারী দিয়ে থাকি
প্রিন্টিং এর যাবতীয় কাজের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

Spectrum IT Services

489 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Tel: 718-569-3551 * Cell: 917-975-1264 * Email: callspectrum@gmail.com

Same Day Magazine Printing